লক্ষ বর্ষ পরে

প্রবোধ সরকার

এইচ, ব্যানার্জ্জী এণ্ড কোং
২৬ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা—৬

প্রথিতযশা নাট্যকার

সুপ্রসিদ্ধ চিত্র-পরিচালক

শ্রীযুত দেবনারায়ণ গুপ্ত

বন্ধুবরেষু

নিবেদন

খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক শ্রীযুত প্রবোধ সরকার ছেলেদের জন্য যে ক'খানি উপন্যাস লিখে খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন—'লক্ষ বর্ষ পরে' তার মধ্যে অন্যতম। বইখানি যখন সাময়িক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল—তখনই ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায় এবং বইখানি কতদিনে ছাপার হরফে পুস্তক আকারে বাজারে বেরুবে তার জন্যও ছেলে-মেয়েদের প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় অনেক প্রকাশককে। বইখানি ঈষৎ পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত করে প্রবোধবাবু স্বাধীন বাংলার সুকুমারমতি বালক-বালিকার হাতে তুলে দিয়ে তাদের মুখে হাসি ফোটাতে আপ্রাণ চেষ্টা পেয়েছেন। তাঁর চেষ্টা সফল হোক—আমাদের আশা হোক সাফল্যমণ্ডিত। জয় হিন্দ্—

অক্ষয় তৃতীয়া
১লা বৈশাখ
১৩৫৭

প্রকাশক

প্রবোধ সরকারের
আর ক'খানা বই

মাটি ও মানবী
পারঘাটের যাত্রী
যাবার বেলায় পিছু ডাকে
ভালবাসা নহে অপরাধ
ছায়াপথ
সত্যবন্দী
জীবন-সৈকত
বঁধুয়া মিলাল বিধি
বাস্তবতার ইতিহাস
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে
যা হচ্ছে তাই
তোমরা আর আমরা
চোখের নেশা
শতাব্দীর উপন্যাস
ছাত্রী
বেকার
যেতে হবে দূর
এসেছে সেদিন } যন্ত্রস্থ
ডাক দিয়েছে পথ } যন্ত্রস্থ
কালো-দাগ } যন্ত্রস্থ
নারী প্রগতি—

ছেলেদের বই

সিরাজদ্দৌলা } নাটক
নন্দকুমার } নাটক
ফাঁসীর মঞ্চে
ক্যালকেসিয়ান
ক্যাবলার কীর্ত্তি
সিংহের কবলে } যন্ত্রস্থ
সিংহবাহিনী } যন্ত্রস্থ
রণজিৎ সিং } যন্ত্রস্থ
মিলন-তীর্থ (নাটক)

লক্ষ বর্ষ পরে

মানুষ তৈরীর কল্পনা

অন্নাভাব।

দিকে দিকে দেশে দেশে এই দারুণ অন্নাভাব সমস্যা সমাধান কর্ত্তে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধবিগ্রহের অন্ত নেই। এক জাত চায় আর এক জাতকে ধ্বংস করে পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকতে। কিন্তু বাঁচার অধিকার ও চেষ্টা সকল জাতেরই থাকা স্বাভাবিক,—কাজেই কেউ কমতি যান না। সব সময়েই একটা না একটা জাতের সঙ্গে যুদ্ধ লেগেই আছে। দিবারাত্র শুধু "যুদ্ধং দেহি আর যুদ্ধং দেহি।" এই অনবরত যুদ্ধ করার ফলে পৃথিবীর লোকসংখ্যা গেল আশাতীত রকমে কমে। যুগ যুগ ধরে অনবরত যুদ্ধ করার ফলে যুদ্ধের মারাত্মক নেশায় সারা পৃথিবীর বাকী লোকগুলো এমনি মাতাল হ'য়ে উঠলো যে,—তারা যেন সব 'মরণ ওষুধ' গলায় বেঁধেছে; কেউ আর বেঁচে থাকতে চায় না। সবাই চায় মারামারি কাটাকাটি করে পরস্পর মরণের মুখে এগিয়ে যেতে।

বৈজ্ঞানিকগণ কোনদিনই নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে থাকতে পারেন না। দেশ, দশ ও জাতির অভাব-অভিযোগ ও অনটনের দিকে লক্ষ্য রেখে দিনের পর দিন গবেষণা করে চলছেন।

"মানুষ মরা ও মানুষ মারার" হুজুক দেখে বৈজ্ঞানিকদের চিন্তার অন্ত নেই। স্রোতের বুকে ভেসে যাওয়া কুটোর মত পৃথিবীর মানুষগুলো রক্তস্রোতে ভাসতে ভাসতে মরণের মুখে তীব্রবেগে এগিয়ে চলেছে। কোন বাধা তারা মানবে না। মৃত্যু নেশায় মত্ত মানব মরবে,—মরণ তাদের পণ।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জে-চট্ (গতযুগের জ্যোতিষ চট্টোপাধ্যায়ের নামের নবতম সংস্করণ) মানব সমস্যা নিয়ে সবচেয়ে বেশী মাথা ঘামাতে সুরু করেছেন। সত্যি, পৃথিবী জনমানবশূন্য হ'লে চলবে কেমন করে! জন্মের হার যদি একগুণ হয় তো মরণের হার তিনগুণ। বাঁচাতেই হবে—মানুষ জাতটাকে পৃথিবীর বুকে বাঁচিয়ে রাখতেই হইবে। কিন্তু উপায় কি? চিন্তা কর্ত্তে কর্ত্তে জে-চট্ ঘুমের কোলে আত্ম-সমর্পণ করেন। ঘুমের ঘোরে জে-চট্ এক অতি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন। কলে দস্তুরমত রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ তৈরী হ'চ্ছে। তাদের হাত পা মুখ চোখ নাক কান সব সঠিক জায়গায় থেকে নিজের নিজের কাজ কচ্ছে। তারা হাসছে, কাঁদছে, কথা বলছে। মারামারি লাফালাফি দাপাদাপি কিছুই তারা বাদ দিচ্ছে না। বুদ্ধিবৃত্তিও তাদের সাধারণ মানুষের তুলনায় কিছু কম নয়। কিন্তু তারা নিরক্ষর, নামটি পর্য্যন্ত সই কর্ত্তে জানে না। ছোট, বড়, মাঝারি এবং যে কোন বয়সের মানুষই

কদাকার হোক না কেন, কলে অনবরত তৈরী হচ্ছে। কিন্তু হ'লে কি হবে, মানুষ যে অত কুৎসিত হতে পারে এর পূর্ব্বে কেউ তা কল্পনাতেও আনতে পারে নি। কলের সৃষ্ট মানুষ-গুলো যেন সব এক একটা যমদূতের বাচ্ছা। তার ওপর আর এক বিপদ, তারা কথা কইছে বটে কিন্তু অবোধ্য ভাষায়। ঐ অবোধ্য ভাষার যদি একটা অক্ষরও বোঝবার উপায় আছে। অথচ পৃথিবীর বুকে যত রকম ভাষা প্রচলিত আছে—তার মধ্যে ওদের ভাষায় মিল নেই।

ঘুমের ঘোরে জে-চট্ বলেন,—"Hopeless!" সেই মুহূর্ত্তে ঘরে ঢুকে মিঃ পি-বট্ (গতযুগের প্রভাস বটব্যাল) বন্ধুবরের কথার প্রতিধ্বনি করে বললেন,—"সত্যিই hopeless চট্! তুমি এত বড় একজন বৈজ্ঞানিক হ'য়ে এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমুচ্ছো! আজকের morning walk—I mean voyageটা তুমি একদম ব্যর্থ করে দিলে!"

জে-চটের ঘুম ভাঙলো, কয়েক সেকেণ্ড বিছানায় পড়ে থেকে তিনি নিজের অবস্থাটা সম্যক্ উপলব্ধি করে নিলেন। নিজেতে নিজে ফিরে এসে বন্ধুর উদ্দেশ্যে জে-চট্ বললেন,—"Good morning, Mr. Bat!"

তারপর মাথার দিকের একটা সুইচ চোখ বুঁজেই টিপে ধরলেন, সুইচ টেপার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল—জে-চট্ তাঁর বন্ধুর বিপরীত দিকে একটা চেয়ারে বসে আছেন। চোখ রগড়াতে রগড়াতে জে-চট্ বললেন,—"কতক্ষণ এসেছ বট্?"

খবরের কাগজখানার ওপর চোখ রেখেই মিঃ বট্,

বললেন,--"অনেকক্ষণ হ'লো। বোধ হয় সেকেণ্ড পনের হবে।"

"উঃ, পনের সেকেণ্ড! এতক্ষণ ধরে আমায় ডাকাডাকি কচ্ছো! নাঃ, ঘুমই দেখছি আমার সর্ব্বনাশ কর্ব্বে! কি বল মিঃ বট, আজ আমি এক—এক ঘণ্টা ঘুমিয়েছি? অথচ আধ ঘণ্টা ঘুমই যথেষ্ট একজন মানুষের বেঁচে থাকার পক্ষে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, সকালে আজ আমার কত জায়গায় যাবার কথা ছিল।"

গম্ভীর স্বরে বন্ধু বললেন,—"বৃথা আক্ষেপে ফল কি বন্ধু! তার চেয়ে বরং একটু চা খাওয়াও।"

জে-চট্ একটা সুইচ টিপলেন। পর্দ্দা সরিয়ে চায়ের সরঞ্জাম হস্তে একজন ধোপদুরস্ত বেয়ারা প্রবেশ করে বললে,—"Good morning!"

জে-চট্ বাথরুম থেকে সেকেণ্ড পাঁচেকের মধ্যে মুখ হাত ধুয়ে এলেন, বেয়ারা দু পেয়ালা চা প্রস্তুত করে দিয়ে চলে গেল।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে মিঃ বট্ বললেন,—"বেয়ারাটাকে ক'দিন অন্তর দম দিতে হয়?"

মিঃ চট্ বললেন,—"বছরে একবার।"

যে বেয়ারাটি চা দিয়ে গেল সে জীবন্ত মানুষ নয়—কলের প্রাণহীন মানুষ। সারা বছরে মাত্র একবার দম দিলেই ও মানুষের মত সব কাজ করে, হাসে—কথা কয়—গান পর্য্যন্ত গায়। শুধু এই বেয়ারাটি নয়, মিঃ চটের বাড়ীতে যে ক'টি মানুষ আছে—সব ক'টিই কলের মানুষ। এই সব কলের মানুষেই মিঃ চটের বাড়ীর যাবতীয় কাজকর্ম্ম করে। তারা

বাড়ী পাহারা দেয়, রান্না করে, ঘর দোর পরিষ্কার করে, টেবিল চেয়ার সাফ্ করে। টেলিফোন এলে—receive করে।

চায়ের পেয়ালাটি শেষ করে মিঃ বট্ বললেন,—"আর কিছুদিন পরে নানা রকম খাবার খেয়ে আর তোমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি কর্ত্তে হবে না।—আশা করি, আমি আমার গবেষণায় কৃতকার্য্য হতে পার্ব্বো।"

মিঃ চট্ বললেন,—"হ্যাঁ—হ্যাঁ, তোমার সেই খাদ্যাদির গবেষণার কথা বলছো তো? তা কতদূর তোমার কাজ এগিয়েছে? জিনিষ কি রকম দাঁড়াচ্ছে—Liquid না solid!"

"Liquid হ'লে ঠিক লোকে আন্দাজমত খেতে পার্ব্বে না। একটু বেশী হ'লেই মুস্কিল। ভূরিভোজন করা তো ঠিক নয়। যারা সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশী খায় তাদের কথা স্বতন্ত্র। আমাকে কিন্তু "ডোজ" ঠিক কর্ত্তে হবে সাধারণ মানুষের খাওয়ার পরিমাণ অনুসারে। এমন এক একটি "পিল" তৈরী কর্ত্তে হবে—যা খেলে মানুষের একদিন, দু'দিন, পাঁচদিন, সাতদিন কিংবা একমাস ক্ষুধা থাকবে না। যার য'দিন দরকার সে ত'দিন অন্তর পিল খাবে, ব্যস্। বাজার করার হাঙ্গামা থাকবে না, রান্না করার প্রয়োজন নেই, খাবার সাজ-সরঞ্জামেরও দরকার নেই। একটি করে পিল খাও আর কাজ করে যাও পাঁচদিন, সাতদিন, যতদিন খুসী।"

আনন্দে উল্লসিত হ'য়ে মিঃ চট্ বললেন,—"বাঃ সুন্দর! তুমি তোমার আবিষ্কারে কৃতকার্য্য হ'লে বিশ্ববাসী কাজ করবার

যথেষ্ট সময় ও সুযোগ পাবে। তোমার নাম জগতের ইতিহাসে অমর হ'য়ে থাকবে।"

স্মিতহাস্যে মিঃ বট্ বললেন,—"তাতো হ'লো, কিন্তু তুমি ঘুমের ঘোরে অমন বিড় বিড় করে কি বকছিলে বল দেখি ?"

মিঃ বটের ঐকান্তিক অনুরোধ উপেক্ষা কর্ত্তে না পেরে মিঃ চট্ সমস্ত স্বপ্ন-উপাখ্যান হাসতে হাসতে বর্ণনা করলেন। বন্ধুর এই অভাবনীয় উদ্ভট পরিকল্পনা ও স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনে মিঃ বট্ হেসেই আকুল। তিনি যে বন্ধুকে তার কাজে সমর্থন কর্ত্তে পাচ্ছেন না তা তাঁর হাসাতেই বেশ পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠলো। মিঃ চট্ কিন্তু বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ কর্লেন না, তিনি শুধু মনে মনে একটু হেসে অন্য কথা উত্থাপন কর্ত্তে চেষ্টা কর্লেন।

"আজ সকালে কোথায় কোথায় বেড়িয়ে এলে ?"

খবরের কাগজের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই মিঃ বট্ বললেন,—"ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানি আর আমেরিকা।"

"ক'টায় বেরিয়েছিলে ?"

"ভোর তিনটেয়।"

এরপর খবরের কাগজটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে মিঃ বট্ তাঁর প্রাতঃকালীন ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণনা সুরু করলেন।

বিছানা থেকে উঠেই তিনি ফ্রান্সে গিয়া এক পেয়ালা কফি খান। শরীরটা কফি ও চুরুটে একটু গরম করে নিয়ে ওখানে দশ-পনের জায়গায় engagement রক্ষা করেন। ফ্রান্সের কাজ শেষ করে প্লেনযোগে মাত্র পাঁচ সেকেণ্ডে ইংলণ্ডে গিয়ে এককৌটা বিস্কেট কিনে জন পাঁচেক বন্ধুর সাথে দেখা করেন।

তারপর আবার প্লেনযোগে মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে আমেরিকায় গিয়ে আর এক পেয়ালা কোকো খান। ওখানে একটি বিরাট সভায় মিঃ বটের "আধুনিক বিজ্ঞান" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার কথা ছিল। কয়েক সেকেণ্ডে মিঃ বট্‌ ঐ সভায় বক্তৃতা দিয়ে বিপুল জয়ধ্বনি ও হর্ষধ্বনির মাঝে পুনরায় প্লেনযোগে জার্ম্মানি যান একটা ওষুধ কিনতে। ওষুধটা কিনে নিকটস্থ পার্কে দু'সেকেণ্ড বিশ্রাম গ্রহণ করে পুনরায় সেকেণ্ড কয়েকের মধ্যে বাড়ী ফিরে আসেন।

মিঃ চটের বাড়ী আসার উদ্দেশ্য—সংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদগুলি পাঠ ও তার আলোচনা। কম করে পঞ্চাশখানি সংবাদপত্র মিঃ বট্‌ সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। এই সংবাদপত্রগুলি বিভিন্ন দেশে বেরিয়েছে—পঞ্চাশ সেকেণ্ড হ'তে দু'মিনিট অন্তর। কোনখানা বেরিয়েছে বা বেরোচ্ছে পঞ্চাশ সেকেণ্ড অন্তর, কোনখানা বা মিনিটে একবার, আবার কোনখানা বা দু'মিনিট অন্তর। অথচ সব ক'খানাই তাজা খবরে ভর্ত্তি। বেশীর ভাগ খবরই হচ্ছে মারামারি আর কাটাকাটির।

অতঃপর দু'বন্ধুর সংবাদপত্র নিয়ে আলোচনা সুরু হয়।

চরকা আবিষ্কার

বেশ পরিষ্কার বিস্তৃত রাস্তা।

রাস্তাটা চওড়ায় ঠিক ততখানি—পাঁচটা Central Avenue পাশাপাশি রাখলে ঠিক যতখানি চওড়া হওয়া সম্ভব। এইটেই সহরের সবচেয়ে সেরা রাস্তা। দশবারোতলা মোটার বাস বা ট্রাম এই সব রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করে। গাড়ীগুলো উঁচু নিশ্চয়ই কিন্তু ওঠা মোটেই কষ্টকর নয়। গাড়ীর পাদানিতে পা দেওয়ামাত্র যে কোন তলায় তোমার ইচ্ছানুসারে ভিতরকার "লিফট্" তোমার চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে পৌঁছে দেবে। প্রত্যেক গাড়ীর মধ্যেই রেস্তোরাঁ আছে, বাথরুম আছে, অসুস্থ ব্যক্তির জন্য ডাক্তার ও ডাক্তারখানা আছে। টিকিটের দরদামের তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন আসনের ব্যবস্থা। স্প্রিংএর খাট বিছানা, সোফা, কাউচ, দুগ্ধফেননিভ পালঙ্ বা গদি মোড়া দোলনা—সব কিছু আরামপ্রদ জিনিষের সমাবেশ ঐ সমস্ত গাড়ীর মধ্যে পাওয়া যায়।

সেদিন অপরাহ্নে এক অদ্ভুত পোষাকপরা ভদ্রলোককে পার্কের ধারে ঠিক ঐ রকম একখানা গাড়ী থেকে নামতে দেখা গেল। ভদ্রলোকের হাতে একটি চক্রাকার পদার্থ ও বগলে একখানি শতচ্ছিন্ন পুঁথি।

নিকটস্থ পার্কটি লোকে লোকারণ্য। চীৎকার ও হট্টগোলে মানুষের কানপাতা দায়। পার্কের মধ্যস্থলে একটি মঞ্চ,

বক্তার বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তৈরী হয়েছে। আমাদের পূর্ব্বপরিচিত লোকটিকে ধীরে ধীরে মঞ্চের উপরে উঠতে দেখা গেল। আর যায় কোথা, উল্লাসধ্বনিতে পার্কটি মুখরিত হ'য়ে উঠলো। উঃ, সে কি কর্ণপটহভেদী তীব্র চীৎকার! ভদ্রলোক মঞ্চারূঢ় হওয়ামাত্র, জনৈক স্বেচ্ছাসেবী একটি ইলেকট্রিক সুইচে চাপ দিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিক-আবহাওয়ায় সমস্ত কোলাহল চাপা পড়ে ফিরে এলো বিরাট স্তব্ধতা। বিশ্ববিখ্যাত ভদ্রলোকটির নাম অ-ঘো (গত যুগে অনিল ঘোষ বলে পরিচিত); ইনি একজন প্রত্নতত্ত্ববিৎ, এঁর নূতন গবেষণা ও নবতম আবিষ্কার সম্বন্ধে এই সভায় কিছু বলবেন। সংবাদপত্র মারফৎ এই সংবাদ ইতিপূর্ব্বে সাধারণে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রথমেই মিঃ ঘো ঐ চক্রবৎ পদার্থটি টেবিলের উপর রেখে ছোট্ট এক টুকরো কাচ নিজের বাঁ চোখের উপর বসিয়ে দিলেন। জন-সমুদ্র তখন মন্ত্রমুগ্ধবৎ ঐ চক্রবৎ পদার্থটির দিকে পলকবিহীন নেত্রে চেয়ে। মিঃ ঘো বারকয়েক কেশে গুরুগম্ভীর গলায় বলতে সুরু কর্লেন— সেই পুঁথিখানি শ্রোতৃমণ্ডলীর চোখের সামনে তুলে ধরে :—

বন্ধুগণ!

এই পুঁথিখানির বয়স বহু বহু সহস্র বৎসর, আর এই চক্রবৎ ভগ্ন পদার্থটির বয়সও তদ্রূপ। এই চক্রবৎ পদার্থের নাম "চরকা," এতে গতযুগে সূতাকাটা হতো। ভূগর্ভ হ'তে এটিকে উদ্ধার করা হয়েছে। "গান্ধী" মার্কা লোহার সিন্ধুকে এটি আবদ্ধ ছিল। গান্ধী? • গন্ধক থেকে বোধ হয় গান্ধী নামের

উৎপত্তি। খুব সম্ভব গতযুগে এঁর পূর্ব্বপুরুষরা গন্ধক নামক এক প্রকার হরিদ্রাভ জিনিষ বিক্রয় কর্ত্তেন। অতএব বেশ পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাচ্ছে যে বিক্রেতা হিসাবে ওঁদের উপাধি ছিল—গান্ধী ওঁদের নাম নয়। বিশেষ গবেষণা সহকারে জানা গেছে যে গান্ধীই "চরকা" আবিষ্কারক ঠিক নয়—সংস্কারক, স্বাধীনতা অর্জ্জনের ইনি ছিলেন অহিংস পাণ্ডা। ঐ চরকাই ছিল স্বাধীনতা অর্জ্জনের অহিংস অস্ত্র। তবে এই চরকা অস্ত্র হিসাবে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করেছিল কিনা জানা যায় নি। এর আঘাতে রক্তপাত হওয়া সম্ভব। কিন্তু অহিংস কথাটা যখন এই পুঁথিতে চরকা সম্পর্কে পাওয়া যাচ্ছে তখন এর দ্বারা তারা রক্তপাত করেনি। এই চরকার সাহায্যে সূতা কেটে কাপড় বুনে কি ভাবে যে তিনি স্বাধীনতা অর্জ্জন করেছিলেন বা করেননি তা আমার মত প্রত্নতত্ত্ববিদের গবেষণার বাইরে।

গতযুগে (যে যুগ সম্বন্ধে আমি আলোচনা কচ্ছি) ভারতবর্ষ নামক স্থানে দুই ধর্ম্মাবলম্বী লোক বাস করতো—হিন্দু ও মুসলমান। এই গান্ধী হিন্দু কি মুসলমান তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, কারণ পুঁথিতে "গান্ধী" কথাটির আগে "মোহনচাঁদ করিমচাঁদ" লেখা আছে, বিশেষজ্ঞরা বলছেন—মোহনচাঁদ নামটি হিন্দুর আর করিমচাঁদ নামটি মুসলমানের। অবশ্য করিমচাঁদের বদলে যদি করমচাঁদ হয় তবে তিনি পরিপূর্ণ হিন্দু। 'করিমচাঁদ' কথাটির "র" অক্ষরের আগে ি (ই) কথাটি আছে কি নেই—তা বোঝা শক্ত।

এইবার চরকার সম্বন্ধে কিছু বলব।

"চড়ক" বা "চরস" শব্দ হইতে চরকা শব্দের উৎপত্তি। চড়ক একপ্রকার উৎসব। চৈত্রমাসের শেষাশেষি এই উৎসব সম্পন্ন হ'তো। লোকে ঢাক ঢোল আর কাঁসি বাজিয়ে গেরুয়া কাপড় পরে তাণ্ডব নৃত্য কর্ত্তে কর্ত্তে রাস্তাঘাটে ভীষণ চীৎকার কর্ত্তে কর্ত্তে বলতো—"তারকেশ্বরের সেবা লাগে—মহাদেব!"

চরস? চরস একপ্রকার মাদকদ্রব্য। চরসের নেশা বড় বিশ্রী নেশা। সাধারণতঃ সে যুগের অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত লোক এই নেশার দাস ছিল।

এই চরকা সম্বন্ধে আরও বেশী কিছু যাঁরা জানতে চান তাঁরা আমার সঙ্গে পত্র ব্যবহার করলে খুসী হবেন।

এ সম্বন্ধে অনেক কিছু আমার বলবার ছিল কিন্তু সময়ের বড়ই অভাব। মাত্র আর দশ সেকেণ্ড পরে আমেরিকাতে একটি বক্তৃতা দেবার কথা আছে। প্লেনযোগে আমাকে এখুনি যাত্রা করতে হবে। অসীম ধৈর্য্যসহকারে আমায় অশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ! নমস্কার!

ভিড়ের মধ্য হইতে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত দুটি ভদ্র-লোককে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। একজনের মুখ বিষন্ন আর অন্যজনের ঠোঁটের কোণে স্মিতহাস্যরেখা।

মিঃ বট্ স্মিতহাস্যে বললেন,—"কেমন শুনলে?"

বিরক্তির সঙ্গে মিঃ চট্ বললেন,—"ছাই! রাবিশ!"

"মিঃ ঘো'র চরকা 'প্রসঙ্গ তোমার ভালো লাগলো না?

নাঃ, তুমি একটা বিশ্বনিন্দুক! প্রত্নতত্ত্ববিদের নবতম আবিষ্কারকে তুমি উপেক্ষা করতে সাহস কর মিঃ চট ?”

“ও একটা প্রত্নতত্ত্ববিদ্ না পাগল ? তুমিই ভেবে দেখ মিঃ বট্, ঐ চরকাতত্ত্ব এ যুগে পৃথিবীর কোন্ কাজে আসবে ? তারপর—ওর ঐ নবতম আবিষ্কারকেও তো আমার অভ্রান্ত বলে মনে হয় না। শুনলে না—ভদ্রলোকের বক্তৃতার ভিতর অসংখ্য “বোধহয়”এর ছড়াছড়ি। সবই যদি “বোধহয়” তবে কোনটা “নিশ্চয়”। “বোধহয়” কথাটা আবিষ্কারকের চির-অজ্ঞাত থাকাই কি উচিত নয় ? নাঃ—তোমার পাল্লায় পড়ে আজকের বেলাটাই মাটি। কৈ—বাস বা ট্রামের তো দেখাটা পর্য্যন্ত নেই।”

“এঃ তুমি দেখছি মিঃ ঘো’র ওপর ভয়ানক চটে গেছ।”

“চটি কি আর সাধে! সেবার “চাবি-তালা” তত্ত্ব নিয়ে কি হুজুগটাই না বিশ্বময় তুললে। খবরের কাগজে চোখ দেবার উপায় নেই, রাস্তাঘাটে বেরোবার উপায় নেই। সর্ব্বত্র ঐ একই আলোচনা—“চাবি-তালা আর চাবি-তালা।”

মনে পড়ছে—মনে পড়ছে। গতযুগে চোর ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তখনকার লোক “চাবিতালা” নামে একপ্রকার অতি সাধারণ কল ঘরের দরজায় বাক্সে, সিন্দুকে ব্যবহার কর্ত্তো। খবরের কাগজে মাত্র মাসতিনেক আগে বড় বড় অক্ষরে প্রায়ই বেরুতে দেখা যেতো,—“চাবিতালা ও মিঃ ঘো।”

“আচ্ছা তুমিই বল মিঃ বট্,—যে যুগে সুইচ টিপে চাবি

দেওয়ার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় সে যুগের ঐ মান্ধাতার আমলের চাবিতালার কোন্ প্রয়োজন ? ইলেকট্রিক-চাবিতালা গতযুগের ঐ ছোট্ট লৌহনির্ম্মিত কলের কাছে কি সত্যই একটা অতিবিস্ময়-কর অত্যদ্ভুত পদার্থ নয় ? সে যুগের লোক কি এই ইলেকট্রিক-তালার কথা ধারণাতেও আনতে পেরেছিল ?

মিঃ বটের কেমন যেন ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। মিঃ চট্‌কে আর কথা বাড়াতে না দিয়ে তিনি বলেন,—"ওসব বাজে কথা বাদ দিয়ে চল একটু রেস্তোরাঁয় ঘুরে আসা যাক্। শরীর আর মন দুটোই কেমন ভালো লাগছে না। তার ওপর একটু ক্ষুধারও কেমন—"

"উদ্রেক হয়েছে ? এই তো ? হবারই কথা। চরকাতত্ত্ব শুনে আমার মাথাটাই তো কেমন যেন ধরা-ধরা মনে হচ্ছে। বাপ্ ওকি বক্তৃতা হে! শুনেছি, পৃথিবীর আদিম অবস্থায় বা ঐ মিঃ ঘো'র চাবিতালার যুগে যাত্রার আসরের যুড়ী নামক জীবেরা কানে আঙ্গুল দিয়ে ঐ রকম চেঁচিয়ে আসর জমিয়ে তুলতো। ইচ্ছে হয়—তোমার প্রত্নতত্ত্ববিৎ মিঃ ঘো'কে সেই যাত্রার যুগে পাঠিয়ে দিই।"

"যা বলেছ।"

একটা রেস্তোরার সামনে আসবামাত্র বৈদ্যুতিক বন্দুকধারী কলের দ্বাররক্ষক সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানিয়ে একটা সুইচে চাপ দেওয়ামাত্র ভিতরের দ্বার উন্মুক্ত হয় ও একটা বসবার আসন-যুক্ত সুসজ্জিত Lift এসে হাজির হয়। চালকবিহীন Lift মুহূর্ত্তে তাঁদের গন্তব্যস্থানে নিয়ে যায়। কলের প্রাণহীন কেতাদুরস্ত boy এসে অভিবাদন জানিয়ে একটা সুইচে চাপ

দেওয়ামাত্র সমতল কক্ষতল ভেদ করে দু'খানি আরামপ্রদ চেয়ার ও একটি ছোট্ট ডিনার টেবিল উত্থিত হয় চোখের পলকে। আসন গ্রহণ করবামাত্র boy এসে টেবিলের উপরিস্থিত একটি ছোট্ট সুইচে চাপ দেয়। টেবিলের ওপর ভেসে ওঠে একটি খাদ্যের তালিকা ও জীবন্ত-চলন্ত নম্বরওয়ালা মুর্গীর একটা ছবি, ঠিক যেন টেবিলের উপর বায়স্কোপের এক টুকরো ছবি এসে পড়েছে। বাহান্ন ও একাশী নম্বরের মুর্গী দুটো অপেক্ষাকৃত হৃষ্টপুষ্ট। মিঃ বট্ ঐ দুটো মুর্গীর দুখানা কাটলেট ও দু' কাপ বরফ দিয়ে তৈরী কোকো আনতে boyকে নির্দ্দেশ করলেন।

কি করে কাটলেট তৈরী হচ্ছে তাও ঐ টেবিলের উপরিস্থিত বায়স্কোপের ছবির মধ্য দিয়ে দেখা গেল।

ঐ নম্বরের জীবন্ত মুর্গী দুটোকে একটা কলের বাক্সোর মধ্যে দেওয়া হ'লো—কলের সাহায্যে পরিষ্কারভাবে বৈজ্ঞানিক প্রথায় জীব দু'টিকে হত্যা করে কাটলেট উপযোগী করা হ'লো—হবার সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিক সাহায্যে গরম ঘিয়ের কড়ায় কাটলেট দুখানা ছেড়ে দেওয়া হ'লো। কাটলেট ভাজা হ'য়ে ডিসে সাজান হবার সঙ্গে সঙ্গেই আপ্‌সে টেবিলে এসে হাজির। কোকোও ঐ একই বৈজ্ঞানিক প্রথায় তৈরী হ'য়ে এলো—অবশ্য প্রথাটা একটু বিভিন্ন, ঠিক "কাটলেট" অনুযায়ী নয়।

"চল চট্! হেঁটেই বাড়ী ফেরা যাক।" একটা চুরুট ধরিয়ে মিঃ চট্ বললেন,—"তথাস্তু।"

পথ চলতে চলতে মাত্র তিন সেকেণ্ডে একটা সিনেমা দেখে ওরা দুই বন্ধু বাসায় ফিরলেন।

"চলন্ত বাড়ী"

যত নীচু বাড়ীই হো'ক না কেন—একশো তলার কম নয়। সব চেয়ে উঁচু বাড়ীখানা হ'লো এক হাজার সাতান্ন তলা।

মজা এই যে, সব বাড়িই সচল। সব বাড়ীরই তলায় চাকা লাগান। বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে বড় বড় রাস্তা দিয়ে বাড়ীগুলোকে দরকারমত এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়। জায়গা কেনাও যায়, আবার ভাড়া পাওয়াও যায়। বাড়ী যে যার নিজস্ব। সহরের মধ্যস্থল ভালো না লাগায় যদি কারুর গঙ্গার ধারে যাবার ইচ্ছা হ'লো তো তিনি তখুনি তাঁর নিজের জায়গা ভাড়া দিয়ে বা বিক্রী করে গঙ্গার ধারে খানিকটা জায়গা ভাড়া নিয়ে বা কিনে নিজের বাড়ীখানিকে অবলীলাক্রমে স্থানান্তরিত কর্ত্তে পারেন। ঐ সব বাড়ী এত সহজে স্থানান্তরিত কর্ত্তে পারার কারণ—বাড়ীগুলি অধিকাংশই কাঠ বা কাঁচ দিয়ে তৈরী। ঐ বাড়ীগুলিতে "ফায়ার প্রুফ" রঙ মাখান থাকায় আগুন ধরবার ভয় একেবারে নেই। সব বাড়ীতেই "লিফ্‌ট"-এর ব্যবস্থা থাকায় ওঠা-নামা মোটেই কষ্টকর নয়।

জল সরবরাহের জন্য কর্পোরেশনের মুখাপেক্ষী হ'য়ে বসে থাকতে হয় না। দু'ভাগ হাইড্রোজেন আর একভাগ অক্‌সিজেন গ্যাস একত্র মেশালেই জল তৈরী হয়। তাই প্রত্যেক বাড়ীতে

ছুটি পাত্রে দু'রকম গ্যাস বৈদ্যুতিক কলের সাহায্যে শূন্য থেকে নেওয়া হয়। তারপর দুটি গ্যাস একত্র মিশিয়ে যাঁর যতটা প্রয়োজন জল পেতে পারেন, কর্পোরেশন শুধু বৈদ্যুতিক কলের সাহায্যে রাস্তাঘাট পরিষ্কার করে আর রাস্তায় আলো ইত্যাদির ব্যবস্থা করে।

বড় বড় রাস্তার ওপর অতিকায় বাড়ী ও গাড়ী অনবরত ভীষণ বেগে যাতায়াত করার দরুণ রাস্তা পারাপার হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাই সব বড় বড় রাস্তাগুলোতে মাটির তলা দিয়ে পার হয়ে যাবার ব্যবস্থা আছে।

সহরের ভিতর থেকে গবেষণা কার্য্যে তীব্রতর মনঃসংযোগ করা সত্যই সুকঠিন। চেঁচামেচি, গণ্ডগোল, বন্ধুবান্ধবের আসাযাওয়া প্রভৃতির হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য মিঃ চট্ দিন কয়েক হ'লো গঙ্গার ধারে বাড়ী সমেত উঠে এসেছেন। সেদিন সন্ধ্যায় সান্ধ্য-ভ্রমণে না বেরিয়ে মিঃ চট্ ছাদের ওপর একখানি চেয়ারে বসে শূন্যমনে আকাশের দিকে চেয়ে আছেন, অকস্মাৎ প্রত্নতত্ত্ববিৎ মিঃ ঘো'র ক্ষুদ্র প্লেনখানি ধীরে ধীরে মিঃ চটের ছাদের ওপর নেমে এলো। মিঃ চট্ জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে এমন ভাবে তাঁর মুখের দিকে চাইলেন যেন তিনি জীবনে কোনদিন মিঃ ঘো'কে দেখেননি বা তাঁকে চেনেন না। আগন্তুক অভিবাদন জানিয়ে স্বভাবজাত ঈষৎ কর্কশস্বরে বললেন,—"আমার নাম মিঃ ঘো। আপনিই কি বৈজ্ঞানিক মিঃ চট্?"

প্রত্যুত্তরে মিঃ চট্ একটা সুইচ টিপলেন মাত্র। সুইচে

হাত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমতল ছাদ ভেদ করে একখানা সুন্দর আরামপ্রদ চেয়ারের আবির্ভাব হল।

আসন গ্রহণ করে আগন্তুক তাঁর পাতলুনের (পাজামা) পকেট থেকে একটি ক্ষুদ্র কল (কতকটা গড়গড়ার মত দেখতে) বার করে বারকয়েক টান দিয়ে স্থানটি ধূমায়িত করে তুললেন।

মিঃ চট্ গম্ভীরমুখে অথচ ঠাট্টার ছলে বললেন,—"ছাদ বলে তাই রক্ষে, নইলে ঘর হ'লে আমরা এতক্ষণ বেলুন হ'য়ে উড়ে যেতাম।"

খক্‌র খক্ খক্‌র খক্ ক'রে বার দশ পনের কেশে মিঃ ঘো বললেন,—"যাক্ বাঁচা গেল—ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো, সত্যি তা'হলে আপনি একজন কাঠখোট্টা বেরসিক নন। কিন্তু লোকে আপনার বড় বদ্‌নাম করে, বলে—মিঃ চট্ গোলা-কামানের মতই কঠিন, কর্কশ।"

"—সময় বড়ই সংক্ষেপ, অল্প কথায় আপনি আপনার বক্তব্য বলুন।"

বলেই মিঃ চট্ একটা সুইচ টিপবামাত্রই দু' কাপ কোকো নিয়ে এক বেয়ারার আবির্ভাব হ'ল, বেয়ারা বললে শুধু,—"গুড্ ইভ্‌নিং টু ইউ বোথ্।"

কোকো দেখে মিঃ ঘো লাফিয়ে উঠলেন,—"কোকো! এ যুগে আপনি কোকো খান? নেস্‌টী থিং! কোকো খেতো সে যুগের লোক। যাই হোক, আজ আপনার দেওয়া কোকোরই সম্মান রক্ষা করি।"

"আপনি বড় বাজে বকেন,—এক্সকিউজ মী!"

মিঃ ঘো বললেন,—"বন্ধুবান্ধবরা বলেন যে, ঐ বাজে-বকা গুণটাই আমার বিশেষত্ব।"

"আপনার বক্তব্য ?" বলেই মিঃ চট্ একটা ছোট্ট সুইচ টিপলেন, টেবিলের ওপর হাজির হ'লো একটি ছোট্ট বাক্সো, বাক্সোর ওপর সাঙ্কেতিক অক্ষরে কি সব লেখা, মিঃ চট্ ঐ লেখার ওপর আঙুল চালিয়ে যেতে যেতে মুখে অস্পষ্টস্বরে বিড় বিড় কর্ত্তে লাগলেন,—ন দত্ (গতযুগের নলিনাক্ষ দত্ত) —ন দত্—ন দত্! ইয়েস্, ফাইভ সেভেন থ্রি নট!

ছোট্ট বাক্সোটা খুলে ঐ নম্বর অনুযায়ী চারটি ছোট্ট সুইচ টিপলেন, সেকেণ্ড কয়েক পরে ক্রিং ক্রিং করে বাক্সোর ছোট্ট ইলেক্ট্রিক ঘণ্টাটি বেজে উঠলো। মিঃ চট্ বাক্সোর মধ্যে একটি গুটান নলে সংযুক্ত "রিসিভার"টি কাণে লাগিয়ে বললেন, —'হ্যালো, কে ? ন ডট্ ? গুড্ ইভ্নিং। কোন নূতন খবর আছে ? কি—এখুনি যেতে হবে ? কেন ? অনেকদিন যাইনি ? হ্যাঁ, সে অভিযোগ তুমি কর্ত্তে পারো, কিন্তু তোমার ঐ চন্দ্রলোক ত আর এ্যামেরিকা, ইটালির মত পাঁচ সাত সেকেণ্ডের পথ নয় যে ইচ্ছা করলেই বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে হাজির হবো, আর বুঝতেই তো পারো—আমার সময় খুবই কম।

"আসল কাজের কথায় এসো, বাস্তবিক কতদূর কি করলে ? কি বলছো তুমি, আজই কখন "ষ্টার্ট" করা যায় ? গেলে সঠিক খবর কিছু কি দেবে বলতে পারো ? এ্যাঁ—নিশ্চয়ই দেবে। অল রাইট্, আমি এখনিই এয়ার মে'লে রওনা হচ্ছি, ভালো খাবার দাবার ব্যবস্থা রেখো, গুড্‌বাই!", কাণ থেকে রিসিভারটি

নামিয়ে রেখে মিঃ চট্‌ বাক্‌সোটা বন্ধ করতে করতে মিঃ ঘো'র দিকে চেয়ে বললেন,—"আপনার বক্তব্যটা অতি সংক্ষেপে শুনতে পেলে বড়ই বাধিত হবো মিঃ ঘো, আমায় এখনিই চন্দ্রলোক যাত্রা করতে হবে।"

ধূমপান করতে করতে মিঃ ঘো বললেন,—"কোন জরুরী কাজ আছে বুঝি ?,,

সুইচ টিপে বাক্‌সোটা উধাও ক'রে দিয়ে মিঃ চট্‌ বল্‌লেন,—"তা তো বুঝতেই পাচ্ছেন মিঃ ঘো।"

—'আপনারা বিশ্ববৈজ্ঞানিক, আপনাদের কি আর কাজের অন্ত আছে, মিঃ চট্‌ !"

ব্যস্ততাসহকারে মিঃ চট্‌ বললেন,—"বাজে কথায় আপনার আসল বাক্তব্যটা ভুলবেন না মিঃ ঘো !"

—"নিশ্চয়-নিশ্চয় ! হঁ্যা, এই বলছিলুম কি—"

"একটু সংক্ষেপে," মিঃ চট্‌ তাঁর ব্যস্ততার কথাটা মিঃ ঘোকে স্মরণ করিয়ে দেন তাঁর বক্তব্য আরম্ভ হবার পূর্বমুহূর্ত্তে।

"আমি খুব সংক্ষেপে চট করেহ বলবো আমার বক্তব্য, মিঃ চট্‌ ! আর এত ব্যস্ততারও আপনার কারণ থাকতো না, আমিই আপনাকে অনায়াসে চন্দ্রলোকে পৌঁছে দিতে পারতাম কিন্তু একেবারে হোপ্‌লেস্‌। আমার প্লেন্‌টা ছোট্ট কিনা তাই প্রতি সেকেণ্ডে মাত্র তিরিশ হাজার মাইল "ফ্লাই" করে। হয়তো অতটা ফ্লাই করতে পারবে না, আর তা পারলেও তিন ঘণ্টার পথ তিন দিন লাগাবে, আর খুব বেশী যদি কৃতজ্ঞ হয় তবে মধ্যপথে প্রভুর হিতার্থে হার্টফেল ক'রে পপাতং চ ধরণীতলে।"

তীব্র হাস্যবেগ দমন করে মিঃ চট্ বললেন তাঁর স্বভাবজাত সুরে,—"এক্সকিউজ্ মী মিঃ ঘো, আজ আমাকে ছুটি দিন, আপনার আসল বক্তব্যটা আমি আর একদিন শুনবো, তা ছাড়া আপনার বক্তব্যটা জটিল নিশ্চয়। ভূমিকাতেই যখন এতখানি সময় হু হু ক'রে কেটে গেল, তখন আসল বক্তব্যটা শুনে শেষ করতে আজকের রাতটাই কেটে যাবে, আপনি বরং বসে বসে আমার কন্যা মিস্ প্র'র (প্রতিভা নামের নব সংস্করণ) সঙ্গে প্রত্নতত্ত্ববিষয়ে গল্প করুন।"

একটা সুইচ্ টেপার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মিস্ প্র'র আবির্ভাব হয়। মিঃ চট্ ওঁদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন,—"আমি তা'হলে আসি, গুড্ নাইট মিঃ ঘো।"

মুহূর্তের মধ্যে মিঃ চট্ চেয়ারসমেত নীচে নেমে গেলেন— মাত্র চেয়ারের গায়ের একটা ছোট্ট সুইচ্ টিপে।

মিস্ "প্র"ই প্রথম কথা আরম্ভ করেন। "বয়সে বোধ হয় আপনি আমার বাবার চেয়ে কয়েক মিনিটের ছোট হ'বেন মিঃ ঘো?"

"নিশ্চয়ই, আমি তো জন্মাবধি তোমার বাবার নাম শুনছি মা, উনি যে কত বড় বৈজ্ঞানিক তা সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও সমগ্র গ্রহ-উপগ্রহবাসীর ধারণারও অতীত, আমার দুর্ভাগ্য যে এতদিন ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ করবার সৌভাগ্য হয়নি।"

"আজ থেকে আমি আপনাকে "কাকু" (অর্থাৎ কাকাবাবু) বলে ডাকবো মিঃ ঘো, আপনার কোন আপত্তি নেই তো?"

কয়েক সেকেণ্ড নীরবে ধূমপান ক'রে মিঃ ঘো

বললেন,—"আপত্তি আমার কিছুমাত্র নেই মা, তবে যতদূর মনে পড়ছে—ঐ "কাকু" শব্দটা বড্ড পুরাতন, খুব সম্ভব ঐ শব্দটি পঞ্চবিংশ হ'তে ত্রিংশ শতাব্দীর লোক ব্যবহার করতো, শব্দটা বড্ড বড়, তোমার উচ্চারণ করতে কষ্ট হবে না তো মা ?"

বার কয়েক ঘাড়টা দুলিয়ে চোখ দুটো পিট্ পিট্ ক'রে মিস্ প্র আদরমাখা সুরে বললেন—"তবে শব্দটা একটু ছোট্ট ক'রে নিই—কি বলুন ? আচ্ছা, কাকুর বদলে "কু" বলতে কেমন শোনায় ?"

"তবে তাই বলেই আমায় ডেকো, কিন্তু—কিন্তু ও শব্দটাও বহু পুরাতন।"

"প্রত্নতত্ত্ববিদ্ হ'য়ে আপনি পুরাতনকে অত বেশী বর্জ্জন করার পক্ষপাতী কেন ? পুরাতন থেকেই তো নূতনের উৎপত্তি।"

স্মিতহাস্যে মিঃ ঘো বললেন,—"আমি পরাজয় স্বীকার করছি মা, আজ থেকে আমি তোমার "কু"ই হ'লাম। তাই তো, তোমার বাবার সঙ্গে আসল কাজের কথাটাই হ'লো না !"

"কি কথা কু ?"

কিছুক্ষণ আকাশের দিকে চেয়ে মিঃ ঘো অস্ফুটভাবে কি যেন বিড় বিড় ক'রে বললেন, তারপর অকস্মাৎ জিজ্ঞাসা ক'রে বসলেন,—"তুমি তো এত বড় একজন বৈজ্ঞানিকের মেয়ে,—বলতে পারো, ঘোড়ায় গাড়ী টানে ; আই মীন টানতো, না গাড়ী ঘোড়াকে টানতো ?"

"দাঁড়ান—দাঁড়ান মনে করি, ঐ গাড়ী ঘোড়া না ঘোড়ার

গাড়ী সম্বন্ধে কবে যেন একটা প্রবন্ধ পড়লাম !”

আনন্দের আতিশয্যে মিঃ ঘো বললেন,—“পড়েছো মা—পড়েছো ? ও প্রবন্ধ যে আমারি লেখা—কপি’খানা তোমার কাছে আছে ?”

“দেখছি কু,” বলেই মিস্ প্র চোখের পলকে চেয়ারসমেত নীচে নেমে গেলেন।

মিঃ ঘো পকেট থেকে বেতার টেলিফোনের বাক্সোটা বার করেন।

——

চলন্ত বাড়ী

তার ভিতরকার গোটাকয়েক নম্বরওয়ালা সুইচ্ পট্ পট্ ক'রে টিপে ধরলেন, সেকেণ্ডখানেক পরেই বাক্সোর মধ্যস্থিত ঘণ্টাটি বেজে উঠলো, রিসিভারটি কাণে লাগিয়ে মিঃ ঘো প্রশ্ন করলেন,—"থ্রি ফাইভ্ নাইন নট্! অল্ রাইট। আপনাদের কাগজের সম্পাদকের সঙ্গে কথা বলবো। হ্যাঁ—তাঁর সঙ্গে কনেক্সন দিন···হ্যালো কে—মিঃ চন্দ? (রণজিৎচন্দ্রের নবতম সংস্করণ) আমি, আমি মিঃ ঘো, দেখুন, আমার একটা অতি আধুনিক প্রবন্ধ—কি বললেন—বেরিয়েছে? কবে? কৈ—আমি তো এখনও 'কপি' পাইনি, পাঠিয়েছিলেন—তা ফেরত গেছে? তা হবে, ঠিকানা আমি বদল করেছি, কিন্তু আপনারা আমায় একটা টেলিফোন করেও তো আমার ঠিকানা জানতে পারতেন? প্লিজ্ নোট্ ডাউন আমার ঠিকানা: মিঃ ঘো, এক্ আর ষ্ট্রীট। কাল কপি চাই, পাঠাতে ভুলবেন না। আচ্ছা, গুড্ নাইট্।" ইতিমধ্যে মিস্ "প্র" চেয়ারসমেত স্বস্থানে সশরীরে হাজির হয়েছেন। মিস্ "প্র"র দিকে হাসিমুখে চেয়ে মিঃ ঘো বললেন,—"এনেছো মা? বেশ—পড়তো মা! শুনি।"

পত্রিকাটির কয়েকখানি পাতা উল্টিয়ে মিস্ "প্র" পড়ে গেলেন,—

"গাড়ী ঘোড়ার টানাটানি"।

বহু বহু দিন পূর্ব্বে, অর্থাৎ প্রায় লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে ঘোড়ার গাড়ী বা গাড়ীর ঘোড়া নামক একটি অপূর্ব্ব সচল কল লোকসমাজে প্রচলিত ছিল। এই আরামদায়ক কলে চড়ে তখনকার সভ্যসমাজের লোক সান্ধ্য-ভ্রমণে যেতো। অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর গাড়ীতে মাল বোঝাই দিয়ে স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া হতো। বড় বড় ঘোড়ার গাড়ী করে তখনকার ছেলেমেয়েদের স্কুলে নিয়ে যাওয়া হতো, ইত্যাদি। ঐ সচল কলটার যদি সঠিক নাম ধরা যায়—ঘোড়ার গাড়ী, তবে প্রমাণ করা শক্ত নয় যে ঘোড়াই গাড়ীকে টানতো আর গাড়ীর ঘোড়া হ'লে ঠিক তার বিপরীত, অর্থাৎ গাড়ীই টানতো ঘোড়াকে। এখন বিচার ক'রে দেখতে হবে যে গাড়ী আর ঘোড়ার মধ্যে কোন্‌টি জীবন্ত এবং কোন্‌টি প্রাণহীন। যেটা জীবন্ত সেটা নিশ্চয় পুঁথি (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত প্রথম ভাগ) থেকে প্রমাণ করা যায় যে ঘোড়ার প্রাণ ছিল, কারণ ঐ পুঁথিতে স্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে যে ঘোড়া ঘাস খায়, কিন্তু গাড়ীর খাদ্যাদির সম্বন্ধে পুঁথিতে উল্লেখ নেই। মাছ, মাংস, ভাত, ডাল, রুটি, তরকারী, পায়স, পিষ্টক, এমন কি জল পান করার কথাও দেখা যায়নি। না খেয়ে কোন জীবন্ত প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না, অতএব গাড়ী প্রাণহীন। প্রাণহীন পদার্থ বাইরের কোন শক্তির সাহায্য ব্যতীত কোন কিছুকে টানতে পারে না, অতএব বেশ পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল যে জীবন্ত ঘোড়া প্রাণহীন গাড়ীকে টেনে নিয়ে যেতো। এবার ঐ সচল পদার্থটিকে গাড়ীর ঘোড়া না বলে ঘোড়ার গাড়ী নামেই অভিহিত করবো। ঘোড়া?

একটি চতুষ্পদ লেজবিশিষ্ট জন্তু। শিং না থাকার জন্য ঘোড়া গুঁতুতে পারে না—চাঁট মারে। ঐ চতুষ্পদ জন্তুটিকে সিংহের সহিত তুলনা করা যেতে পারে, যেহেতু উভয়েরই কেশর আছে আর গলার স্বরটাও উভয়ের বেখাপ্পা, যে সব জানোয়ার ঘাস খায় তারা মাংস খায় না, আর যারা মাংস খায় তাদের পায়ে নখ থাকে, তাই ঘোড়ার পায়ে নখের বদলে আছে খুর। সেকালে ঐ বিশিষ্ট জানোয়ারটী মানুষের অনেক কাজে লাগতো, ঘোড়ার বুদ্ধি কতকটা আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে তুলনীয়। সে যুগে ঐ ঘোড়া ছিল সভ্যজগতের একমাত্র আরাধ্য দেবতা। মানুষকে এক লহমায় রাজা বা ফকির করতে ঘোড়ার তুলনা হয় না, একমেবাদ্বিতীয়ম কেবলম্। তবে মানুষের ঐ পরমহিতৈষী ঘোটক মানুষকে রাজা করার চেয়ে ফকির করাটাই বেশী পছন্দ করতো। কেমন করে ঐ অসাধ্য সাধন করতো? স্রেফ্ ছুটে। তখনকার দিনে 'রেস' খেলার নেশায় পড়ে কত লোক যে পথের ভিক্ষুক হ'য়েছে তার অন্ত নেই। এইবার গাড়ীর সম্বন্ধে কিছু বলবো, গাড়ী কতকটা এ যুগের চৌব্বাচার মত দেখতে, তবে পায়রার খোপের মত ঐ চৌবাচ্চাজাতীয় জিনিষটীর গায়ে গোটাকতক জানালা, দুপাশে দুটী দরজা আছে, ভিতরে ঢোকবার ও বাইরে বেরোবার পথ হিসাবে। গাড়ীর তলায় লাগান গোটাকয়েক কাঠের গোল চাকা, চাকার সংখ্যা সঠিক বলা শক্ত, চারটেও হতে পারে, দুটোও হতে পারে আবার ছ'টাও হতে পারে। গাড়ীর গাড়োয়ান অর্থাৎ 'ড্রাইভার' বসতো গাড়ীর ভিতর নয়—

গাড়ীর মাথায়, কাঠ আর লোহ দিয়ে এই গাড়ী তৈরী হতো। এযুগে ঐ জাতীয় গাড়ী সম্পূর্ণ অচল। বর্ত্তমান যুগের দশ-বারো তলা গাড়ীর চাপে অমন কতশত গাড়ী যে গুঁড়িয়ে টুথ্ পাউডার হয়ে যেতো তার আর ইয়ত্তা নেই। * * * সে যুগের তুলনায় বিজ্ঞানের চরম অবস্থা প্রমাণ করাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। প্রবন্ধ পাঠ শেষ করে মিস্ 'প্র' তাঁর বাঁ হাতের একটি ক্ষুদ্র আঙটির মধ্য হতে একটি সিল্কের রুমাল বের ক'রে মুখখানা মুছতে মুছতে বললেন,—"আপনি শুধু প্রত্নতত্ত্ববিদ্ নয়—একজন বিশিষ্ট লেখকও বটে। সত্যি কু, আপনার প্রবন্ধটা 'ভেরি ফাইন্'। পড়তে পড়তে আমার যা হাসি পাচ্ছিল!" আনন্দের আতিশয্যে মিঃ ঘো আর একবার ধূমপানে মনোনিবেশ করেন স্মিতহাস্যে।

——

চন্দ্রলোক

স্থানটা খুব বেশী ঠাণ্ডা।

পৃথিবীর লোকের চেয়ে চন্দ্রলোকের অধিবাসীরা একটু বেশী লম্বা, সবারই গায়ের রঙ খুব বেশী ফর্সা, স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালোই। এখানকার পাঁচ সাতশো তলা বাড়ীগুলো সব বরফ দিয়ে তৈরী। প্রত্যেক বাড়ীখানাই হোটেল। লোকেরা এখানে নিজের নিজের অবস্থা অনুসারে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর হোটেলে বসবাস ক'রে আসছে পুরুষানুক্রমে। এখানকার নিয়ম অনুসারে রান্না করে খাওয়া নিষিদ্ধ। হোটেলে খেতে সবাই বাধ্য; হোটেলে যে কোন জিনিষ পাওয়া যায়, তার জন্য কষ্ট ক'রে রান্না করার প্রয়োজন হয় না। গাছপালা জন্মায় এখানে খুবই কম। খনিজ পদার্থ নিয়েই এদের ব্যবসা-বাণিজ্য। পৃথিবীর সুখ-সুবিধা সবই এখানে পাওয়া যায়, তবে সভ্যতায় এরা কিছু নীচে নেমে আছে। তা' বলে এরা অসভ্য মোটেই নয়।

মিঃ জে-চট্ট যখন চন্দ্রলোকে প্লেনযোগে পৌঁছালেন তখন রাত প্রায় সাড়ে এগারটা। এরোড্রমে অল্প কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরই মিঃ চটের ইঞ্জিনিয়র বন্ধু মিঃ ন, দত্ত্ তাঁর নিজস্ব প্লেনে ক'রে এসে হাজির হলেন। প্লেনের পৌঁছাবার সময়টা যে পরিবর্ত্তিত হয়েছে তা' মিঃ দত্তের খেয়াল ছিল না, তাই এই অনিচ্ছাকৃত বিলম্বের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে মিঃ দত্ত্ বন্ধুকে স্বাগতম্ জানিয়ে প্লেনে তুললেন। মিঃ দত্তের প্লেন বেশ

দ্রুতগামী। দুই বন্ধুতে গল্প করতে করতে বেশ খানিকটা উড়ে বেড়াতে লাগলেন। প্রাথমিক টিফিনটা ঐ প্লেনের মধ্যে সেরে নেওয়া হ'লো। প্লেনের গতি ও দিক নির্দ্দেশ ক'রে দিয়ে দুই বন্ধুতে দুটি শীতপ্রধান দেশীয় উগ্র চুরুট ধরিয়ে গল্প সুরু করলেন। * *

চন্দ্রলোকের সেদিনকার একটা বিশিষ্ট রোমাঞ্চকর ঘটনাকে অবলম্বন ক'রেই ওঁদের গল্প গড়ে ওঠে। চন্দ্রে গোটাকয়েক বিরাট গহ্বর আছে। ঐ গোটাকয়েক গহ্বরই প্রায় চন্দ্রলোকের এক-তৃতীয়াংশ জায়গা অধিকার ক'রে নিয়েছে। গহ্বরগুলো যত বড় তার তুলনায় অনেক বেশী গভীর। বিরাট শক্তিসম্পন্ন বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যেও সেগুলোর তলদেশ দেখা যায় না— ওপর থেকে, ঐ সমস্ত গহ্বরের তলদেশে কি আছে তা আজও লোকের অজ্ঞাত; আবিষ্কারের মোহে কেউ-না-কেউ ঐ সমস্ত গহ্বরে নামতো কিন্তু সে বিষয়েও একটা বিরাট অন্তরায়। অবর্ণনীয় পূতি দুর্গন্ধ ঐ সমস্ত গহ্বরের মধ্যে লুকিয়ে আছে। চন্দ্রলোকের উপরিভাগে মৃতলোককে কবরস্থ করলে তা'র দেহ বরফে ঢাকাই থেকে যায়—নষ্ট হয় না। তাই বহুদিন হ'তে লোক মৃতদেহসমূহ সবচেয়ে বড় গহ্বরটিতে নিক্ষেপ করে। চন্দ্রলোকের উপরিভাগ অপেক্ষা তলদেশ নিশ্চয় গরম, নইলে নিক্ষিপ্ত শবের দুর্গন্ধে স্থানটি পরিব্যাপ্ত হ'তো না। উষ্ণতায় জিনিষ পচে আর শীতলতায় জিনিষ টাটকা ও তাজা হয়। যে গহ্বরটিতে শব নিক্ষেপ করা হয় সেটির প্রায় চতুর্দ্দিক বরফের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, একদিকে আছে মাত্র একটি দরজা, এই

দরজার ফাঁক দিয়ে শবদেহ নিক্ষেপ করা হয়। আগে দরজাটি খোলাই থাকতো, কিন্তু পর পর কয়েকটি লোক ঐ গহ্বরে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করার জন্য বর্তমানে লৌহ ও বরফের সংযোগে একটি দরজা তৈরী ক'রে দেওয়া হয়েছে। বৈদ্যুতিক চাবির দ্বারা ঐ দরজা বন্ধ থাকে। ডাক্তারের ছাড়পত্র ব্যতীত শবদেহ নিক্ষেপ করা নিষিদ্ধ।

আর আর গহ্বরগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট। এই গহ্বরগুলির দিকে লোকে বড় একটা যায় না, আর যাবার প্রয়োজনও হয় না। তা ছাড়া এ দেশে এক প্রকার বন্য লতাগাছ জন্মায়; লতাগুলি পত্রবিহীন, লম্বায় এক একটা প্রায় এক মাইল। বরফের মধ্যে এগুলির শিকড় এতদূর পর্য্যন্ত যায় যা নিরূপণ করা মোটেই সহজসাধ্য নয়। লতার জালে ঐ সমস্ত গহ্বরের আশপাশ আচ্ছন্ন। অসংখ্য লতা এমনিভাবে গহ্বরগুলির ভিতর নেমে গেছে যে গহ্বরগুলির মুখ ও সীমা নির্দ্দেশ করা কষ্টসাধ্য। শুধু তাই নয়, ঐ সমস্ত লতার মধ্যে একপ্রকার নরখাদক ব্যাঙ জন্মায়। এক একটা পূর্ণবয়স্ক ব্যাঙ ওজনে তিন মণ থেকে চার মণ। চন্দ্রলোকে মানুষ সবচেয়ে ভয় করে ঐ ব্যাঙকে। অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতির নিকট ঐ ভয়ঙ্কর ব্যাঙের মাংস উপাদেয়, ঐ ব্যাঙ শিকারই ওদেশের বহু লোকের ব্যবসা। ঐ রাক্ষুসে জীব যদি মানুষের আহার্য্যবস্তুর মধ্যে পরিগণিত না হ'তো তা'হলে চন্দ্রলোক মানুষের পরিবর্ত্তে ব্যাঙেরই আবাসভূমিতে পরিণত হ'তো। কিন্তু ভগবান রক্ষা করেছেন। মানুষের মত ব্যাঙেরাও দলবদ্ধ হ'য়ে মাঝে মাঝে মানুষ শিকারে বেরোয়

কিন্তু মানুষের বুদ্ধিকে ওরা এঁটে উঠতে পারে না। বিরাট লম্ফপ্রদানে এই সমস্ত জানোয়ার ওস্তাদ।

মৃতদেহ কবরস্থ করবার জন্য একদল লোক মাইনে করা আছে। তাদের কাজ মৃতদেহ ঐ অনন্ত গহ্বরে নিক্ষেপ করা। সেদিন ভোরের অস্পষ্ট আলোয় ঐ দলের একটা লোক একটা মৃতদেহের সঙ্গে ঠিকরে ঐ গহ্বরে নিজের অসাবধানে পড়ে গেছে। এই নিয়ে সারা দেশময় একটা বিপুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সংবাদপত্রে বড় বড় অক্ষরে হতভাগ্যের নাম ও ছবি বিশেষ বিবরণসহ প্রকাশিত হ'য়ে সেদিনের বিক্রি বেশ বেড়ে গেছে। অনিচ্ছায় বা অসাবধানে জাবন্ত সমাধি এদেশে আজ পর্য্যন্ত ঘটেনি---এই প্রথম গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়ে লোকটা যে আর বেঁচে নেই এবং বেঁচে থাকলেও গহ্বরের বাইরে আসবার বিন্দুমাত্র আশা নেই একথা আর কাকেও বলে বুঝিয়ে দিতে হয় না।

গল্প বেশ জমে উঠেছে। গল্পের তন্ময়তার মাঝে কখন যে দুই বন্ধু হারিয়ে গেছেন তা ও'রা নিজেরাই জানেন না। প্লেনখানা হু-হু করে দিক হতে দিগন্তরে ছুটে চলছে। বাইরের জোছনাধোওয়া মিষ্টি হাওয়া, শিশির ছোঁয়া স্নিগ্ধতা যেন অবাধ গতিতে ঐ ব্যোমচারা পোত- খানির বায়ুনিঃসরণের ছিদ্রপথে প্রবেশ কচ্ছে। বাতায়ন পথে চোখে ঠেকে আকাশের গায়ে মেশা দু' একটা খণ্ড শুভ্র মেঘ। ছাখো—ছাখো—আমরা সেই সবচেয়ে বড় গহ্বরটার উপর দিয়ে যাচ্ছি। দেখছো—কি ভয়ঙ্কর গভার অন্ধকার!

বন্ধুর কথায় মিঃ চট্ টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়লেন—আগ্রহে-আতিশয্যে। প্লেনখানা যে সব জায়গায় ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে তারই নিখুঁত ছবি বায়স্কোপের ছবির মত টেবিলের মাঝখানে মোটরকারের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে। মাত্র সেকেণ্ড দুই চেয়ে থেকে মিঃ চট্ বললেন,—"ও! হরিব্‌ল্!"

মিঃ চট্ অন্যদিকে চোখ ফেরালেন,—বোধ হয় কি এক অজানিত কল্পিত আশঙ্কায় তাঁর অন্তরাত্মা শিউরে উঠেছে।

তারপর, আসল কাজের কথা বল? মিঃ চট্ জিজ্ঞাসুনেত্রে বন্ধুর মুখের দিকে চাইলেন।

ঃ আচ্ছা, মানুষ তৈরার 'ফর্ম্মুলা' কি? কি উপাদানে মানুষ তৈরা হ'তে পারে?

ঃ আসল উপাদান প্রাণশক্তি। এই প্রাণশক্তিই হ'চ্ছে মুখ্য আর অন্যান্য উপাদান সবই গৌণ। এই যেমন ধর,—চুণ, ম্যাগ্‌নেসিয়া, কতকটা চর্ব্বি আর ফস্‌ফরাস।

অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়ে চোখদুটো কপালে তুলে মিঃ চট্ প্রশ্ন করলেন, ঃ ব্যস, এতেই মানুষ তৈরা হ'বে?

ঃ হ্যা, এইগুলোই প্রধান উপাদান।

বন্ধুবর বললেন,—গুড্ গুড্!

মিঃ চট্ বললেন,—সবই তো হ'লো, কিন্তু মানুষকে বাঁচাই কি দিয়ে, প্রাণশক্তি পাই কোথায়? অথচ ঐ প্রাণশক্তি না পেলে আমার সবই পণ্ড হয়। গবেষণাগারে না খেয়ে না ঘুমিয়ে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কি অমানুষিক পরিশ্রমই না করেছি কিন্তু কিছুতেই কিছু করতে পারি'নি বন্ধু!

কিন্তু আমার দৃঢ়বিশ্বাস,—বিদ্যুৎ—বৈদ্যুতিক শক্তিই হচ্ছে মানুষের প্রাণ। সেটা প্রয়োগ করার নিয়মাবলী, অনুপান আর মাত্রা নিরূপণ ঠিকভাবে করলে—মানুষের প্রাণ দেওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। গত যুগে বহু গাছগাছড়া জন্মাতো—যা এ যুগে দুর্লভ, ঐ সমস্ত গাছগাছড়ার সাহায্যে গুহাবাসী বহু মানব প্রাণ ফিরে পেয়েছে। যাক্ সে কথা, এখন উপায় করি কি বল ?

মিঃ ড'র দশ-বিশ তলা বাস, এরোপ্লেন, ইলেকট্রিক ট্রেন প্রভৃতির প্রাণদান অবলীলাক্রমে করতে পারেন কিন্তু মানুষকে প্রাণদান করার কল্পনাও তিনি কখন করতে পারেন না। তাই তিনি মিঃ চট্‌কে বল্লেন,—"বন্ধু, ভগবানের ওপর কলম চালাতে যেয়ো না। মানুষ তৈরীর কাজটা তোমাদের ঐ ভবঘুরে ভগবানের ওপর ছেড়ে দাও বন্ধু।"

মিঃ ডট্ একজন ভয়ানক রকমের আস্তিক। ভগবানের ওপর তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস। মিঃ চটের "খোদার ওপর খোদকারী" তিনি মনেপ্রাণে সমর্থন করতে পারেন না।

মিঃ চট্ কিন্তু আস্তিক নন আর নাস্তিক বলেও আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করেন না। তিনি আছেন ধরাছোঁয়ার বাহিরে, ঈশ্বর থাকে থাকুন,—না থাকেন ক্ষতি নেই, ঈশ্বর আছেন কি নেই এ নিয়ে মাথা ঘামান তাঁর কুষ্টিতে লেখেনি। বিজ্ঞানই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান-আরাধ্য। এক কথায় বিজ্ঞানই তাঁর আরাধ্য দেবতা, হয়তো বা শ্রীভগবান। হঠাৎ তাঁর মনে একটা খটকা লাগলো : তাইতো—তবে কি মিঃ ড'র যা বল্লে তা সত্যি! মানুষ-তৈরী

করা কি মানুষের অসাধ্য! ও কাজটা কি ভগবানের একচেটে!

মিঃ চটের মনে পড়ে—সেই সেদিনের স্বপ্নের কথা। তাঁরই সৃষ্ট মানুষগুলো হ'বে "কালো কুৎসিত, অবোধ্য ভাষাভাষী, এক একটা যেন যমদূতের বাচ্ছা।" মিঃ চট্ নিজের মনে নিজে শিউরে উঠলেন। সর্ব্বনাশ, শেষ পর্য্যন্ত কি শিব গড়তে বাঁদর গড়ে উঠবে। কিন্তু হ'লে কি হয়,—মুহূর্ত্তে মিঃ চট্ নিজের দুর্ব্বলতা পরিহার করতে চেষ্টা করলেন; বিজ্ঞানের উপর তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। বিজ্ঞানের পরাজয়! অসম্ভব! বিজ্ঞানের সাহায্যে কি না হ'য়েছে—কি না হ'তে পারে! অসম্ভবকে তিনি সম্ভবে পরিণত করবেন, বিজ্ঞানের সাহায্যে তিনি মানুষ নিশ্চয় গড়ে তুলবেন।

চন্দ্রলোক

(২)

হঠাৎ স্প্রিঙের চেয়ার দুটো হেলে পড়ায় গভীর চিন্তারত মিঃ চটের মাথা মিঃ দত্তের মাথায় সজোরে ঠুকে যায়।

'উঃ!' বলার সঙ্গে সঙ্গে উভয়ে বিস্ফারিত নেত্রে দেখলেন, গভীর জমাটবাঁধা অন্ধকারের মধ্যে তাঁদের প্লেনখানি তীব্র-বেগে ডুবে যাচ্ছে। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় মিঃ চট্ দ্বিধাকম্পিত স্বরে বললেন—হ'ল কি মিঃ দত্?

কিছু যে একটা হ'য়েছে একথা মিঃ দত্ও বুঝেছিলেন কিন্তু সেটা যে কি তা তিনিও ধারণা করতে পারছিলেন না। তাঁরও মনে তখন জাগছিল, তাইতো হ'লো কি! কোথা থেকে আকাশের বুকে এই সূচীভেদ্য বিরাট অন্ধকার নেমে এলো! তবে কি মেঘ? মেঘে কি অকস্মাৎ সারা আকাশটা ছেয়ে গেল। একি! এত বিশ্রী গন্ধ কোথা থেকে আসছে! অসহ্য! তবে কি—তবে কি আমরা—

মিঃ দত্ একটা কাচঢাকা ক্ষুদ্র বাক্সোর ওপর ঝুঁকে পড়লেন, বাক্সোর মধ্যস্থিত ঘড়ির কাঁটার মত একটা কাঁটার মাথাটা নিচু দিকে নেমে গেছে। উঃ, যা ভেবেছি তাই, হোরিবল্, ভগবানকে স্মরণ কর মিঃ চট্—আমরা গেছি!

মিঃ দত্ অবসন্নভাবে কাঁপতে কাঁপতে তাঁর পরিত্যক্ত চেয়ারখানার ওপর ঢলে পড়লেন। মিঃ চট্ অস্ফুট কম্পিতকণ্ঠে

জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি মিঃ দত্‌? এ আমরা কোথা যাচ্ছি? এত অন্ধকার, এত দুর্গন্ধ!

—সমাধিগহ্বরে আমরা নেমে যাচ্ছি, মিঃ চট্!

স-মা-ধি-গ-হ্ব-র! Oh!! মিঃ চট্ কাঁপতে কাঁপতে চেয়ার থেকে জাহাজের মেঝেয় লুটিয়ে পড়লেন একান্ত অসহায়ভাবে।

ঐ কাচঢাকা বাক্‌সোটিই হ'চ্ছে প্লেনের দিক্‌নির্ণয় যন্ত্র। দু' বন্ধুতে নিশ্চিন্তে গল্প আরম্ভ করার আগে মিঃ দত্‌ ঐ যন্ত্রের সাঙ্কেতিক চিহ্নস্বরূপ কাঁটাটি (hand) যথাস্থানে সন্নিবেশিত করেছিলেন, কিন্তু কোন কারণে আলগা হ'য়ে যাওয়ায় কাঁটাটির মুখ ঘুরে গেছে। হঠাৎ মুখ ঘুরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজটি তার গতির দিক্ পরিবর্ত্তন করে ক্রমশঃ মাটির দিকে নেমে যাচ্ছে। কাঁটাটি আপনাআপনি ঘুরে যাওয়ার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে জাহাজখানি উড়ছিল ঠিক ঐ সমাধিগহ্বরের ওপরে। প্লেনের গতি পরিবর্ত্তন করবার জন্য মিঃ দত্‌ আকুল আগ্রহে বহু চেষ্টা করলেন কিন্তু তাঁর সমস্ত চেষ্টাই বিফল হ'লো। প্লেনের মেসিনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দিক্‌নির্ণয় যন্ত্রটি এমনি বিশ্রী বিকল হ'য়ে গেছে যে সেটি ঠিক কর্ত্তে অন্ততঃ মিনিট পাঁচেক সময় দরকার। অথচ দিক্‌নির্ণয় যন্ত্রটি ঠিক না হ'লে প্লেনের মুখ ওপর দিকে ঘুরবে না। প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা কর্ত্তে কর্ত্তে মিঃ দত্‌ যথাসম্ভব ক্ষিপ্রহস্তে যন্ত্রটির সংস্কারে মনোযোগী হ'লেন। প্লেনখানি যত নীচে নামে তত গুমোট গরম আর দুর্গন্ধময় রুদ্ধ চাপা বাতাসে ওঁদের দম বন্ধ হ'য়ে

আসার উপক্রম হয়। প্রাণের আশায় মরণের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে কর্ত্তে মিঃ দত্ত যেন মরিয়া হ'য়ে উঠেছেন! ধ্যানস্তিমিত লোচনে তিনি তাঁর কাজে এমনি তন্ময় যে বন্ধুর দিকে একটি-বারের জন্যও তাঁর ফিরে চাইবার অবসর নেই। মৃত্যুভয় অনেকটা সহ্য হ'য়ে আসবার পর মিঃ চট্ট অতিকষ্টে কম্পিত কলেবরে তাঁর পরিত্যক্ত চেয়ারখানিতে উঠে বসেছেন। অপলকনেত্রে চেয়ে আছেন মিঃ দত্তের হাতের কাজের দিকে, —কি জানি, হয়তো প্লেনের গতি পরিবর্ত্তিত হ'য়ে আমরা মরণের দেশ থেকে জীবন্ত অবস্থায় আবার মনুষ্যসমাজে ফিরে যেতে পারি! দুটি চিত্র ফুটে ওঠে চোখের সামনে। জীবন্ত মানুষ তৈরীর অদ্ভুত অপূর্ব্ব পরিকল্পনা আর বড় আদরের মাতৃহারা খেয়ালী কন্যা মিস্ "প্র"।

যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার পূর্ব্বে প্রথমটা সৈনিকের খুবই ভয় হয়। সে ভয় গোলাগুলিবর্ষিত যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে উপস্থিত হ'লে আর থাকে না। দারুণ শীতে পুকুরের ঘাটে দাঁড়িয়ে স্নানের পূর্ব্বে ছোট ছোট ছেলেরা জল দেখে শীতের ভয়ে ভীত হয়, কিন্তু জলে একবার পড়লে তারাই আবার সাঁতার না দিয়ে ওঠে না, দূরের বা অন্তরালের বিপদই ভীতিপ্রদ—সামনের বিপদ নয়।

মরণের সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধ ক'রে মিঃ দত্তের যেন সাহস বেড়ে যায়। "যা হবার তা হবে,, চেষ্টার তো ত্রুটি করছিনে! এখন এক কাপ কোকো",—বল্লেই মিঃ দত্ত সম্মুখস্থিত টেবিলের একটা সুইচ টিপে দিলেন। বন্ধুর সাহস দেখে বোধ হয় মিঃ

চটের অজানিত ভয়ের পরিমাণ একটু কমল, তিনিও বন্ধুর সঙ্গে কোকোর পিয়ালায় চুমুক দেন।

কপালের ঘাম মুছতে মুছতে পাইপ ধরিয়ে মিঃ দত্ আবার কাজে মন দিলেন। অত্যধিক গরম বোধ হওয়ায় মিঃ চট্ গায়ের ওপরকার জামাটা খুলে ফেললেন।

প্লেন তখনও সমান গতিতে গহ্বরের তলদেশে বিদ্যুৎবেগে নেমে যাচ্ছে। সর্ব্বনাশ! একি, এত পোকা এলো কোথা হ'তে? ক্ষুদ্র জানালা দুটো বন্ধ ক'রে মিঃ দত্ একটা সুইচ টিপে দিলেন। বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়ার স্নিগ্ধ শীতল আর্দ্র বাষ্পে শীঘ্রই প্লেনের অভ্যন্তর ভাগ ভরে গিয়ে তার মধ্যে অবস্থান করা কতকটা যেন সহজসাধ্য বলে মনে হয়। তারপর? তারপর একটা বিরাট শব্দে প্লেনখানি আছড়ে পড়ে যেন কোন পঙ্কিল পদার্থের ভিতর ক্রমশঃ ডুবে যায়।

মিঃ বটু বনাম বড়ি

সারা বিশ্বময় একটা সাড়া পড়ে গেছে।

সর্ব্বত্র শুধু বড়ি—বড়ি—বড়ি, অবশ্য ঐ বড়ির আবিষ্কারক মিঃ বটের নামটাও বাদ যাচ্ছে না। পাশাপাশি গ্রহে উপগ্রহে পর্য্যন্ত খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে। বিরাট বিরাট বিজ্ঞাপনে সারা আকাশটা যেন ছেয়ে যাবার উপক্রম। আকাশের গায়ে দিনের বেলা লেখা হয় বিজ্ঞাপন—বৈদ্যুতিক অন্ধকার দিয়ে, আর রাত্রিকালে ঠিক তার বিপরীত অর্থাৎ বৈদ্যুতিক আলো দিয়ে। এ ছাড়া চলন্ত বাড়ীর গায়ে, দশবিশতালা বাস ও ট্রামের পিঠে, বিশাল রাস্তার বুকে, পার্কের মধ্যস্থিত পুষ্করিণীর উপরিভাগে, আর বিশাল বারিধিবক্ষে সে কি অভিনব বিজ্ঞাপন! এর পর আছে সংবাদপত্র। বিভিন্ন দেশের প্রতি সেকেণ্ডের সংবাদপত্র খুললেই সর্ব্বপ্রথম চোখে পড়ে মিঃ বটের বড়ির বিজ্ঞাপন। এ ছাড়া সংবাদপত্রের সমালোচনাও মিঃ বটের বড়ি প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য কচ্ছে।

বিজ্ঞাপনের ক্যারামতি দেখে লোকের বিস্ময়ের অন্ত নেই। কালে কালে হ'লো কি! সামান্য একটা ছোট্ট বড়ি খেলেই লোকের ক্ষুধা-তৃষ্ণা সব মিটে যাবে! বড়ির আবার রকমফেরটা ছাখো,—এক দিনের বড়ি, পাঁচ দিনের বড়ি, সাত দিনের বড়ি, এক মাসের বড়ি। ইচ্ছা এবং দরকার অনুসারে বিভিন্ন পরিমাণের বড়ি একেবারে ready-made. কোন

একটা হয়তো জরুরী কাজে তুমি বাইরে যাচ্ছো, ফিরতে হ'বে পাঁচদিন। ঐ পরিমাণের একটা বড়ি টুপ্ ক'রে গিলে ফ্যালো,—সুদীর্ঘ পাঁচ দিন আর তোমার ক্ষুধা-তৃষ্ণার বালাই থাকবে না। দরকার হ'লে এক মাসও তুমি চালিয়ে দিতে পারো মাত্র একটা বড়ি খেয়ে। উঃ, কি কাণ্ডকারখানা! মানুষে এতও পারে!

মিস্ প্র সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে কি একখানা পুরাতন খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় অন্যমনস্কভাবে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে। রাত্রে কি একটা স্বপ্ন দেখেছে, মনটা মোটেই ভালো নয়। কেবল বাবার কথাই মনে পড়ছে। বাবা তো তার মাঝে মাঝেই নানা কাজে বাইরে যান, মন তো কোনদিন এমন উদ্‌ভ্রান্ত হয় না! প্রাতঃরাশ সে এখনও শেষ করেনি। মনটা আজ কেমন যেন উড়ুউড়ু, অস্থির, চঞ্চল। একটু বেড়াতে গেলেও হয়। সঙ্গী একজন পেলে কোনকালে সে তার ক্ষুদে প্লেনখানা নিয়ে আকাশ-ভ্রমণে বেরিয়ে পড়তো। অন্য অন্য দিন সে একাই বেরোয়, বাবা তার সঙ্গে যান খুবই কম। কতদিন প্রচণ্ড ঝড় জলে বিদ্যুৎভরা মেঘের মধ্য দিয়ে ঘুরে এসে কি বকুনিটাই না খেয়েছে বাবার কাছে! মিস প্রর কিছুই ভাল লাগছে না। কি খেয়াল গেল,—টপ্ ক'রে হাতের কাছের একটা ছোট্ট সুইচ টিপে দিলে, দেয়ালের গায়ে ফুটে উঠলো একটি ছোট্ট ছেলের ছবি। দেয়ালের ভিতর radio machine fit করা আছে, সঙ্গে সঙ্গে গানও শোনা গেল। ছেলেটি ভক্তিগদগদকণ্ঠে গতদিনের পল্লী-সম্বন্ধে

গত যুগেরই একখানি অতিপুরাতন গীতি-কবিতা অঙ্গভঙ্গী-সহকারে করুণ সুরে গাইছে।

ওরে ও রূপের খনি পল্লীরাণী সত্যি তোরে ভালবাসি—
স্নিগ্ধ রূপের বাকলপরা আকাশগাঙের স্বচ্ছ-শশী।
আজও শুনি কুহুধ্বনি শ্যাম বনানী তরুর ছায়ায়,
প্রকৃতির ঐ রূপরাশি উঠছে ফুটে পূর্ণতায়।
পল্লীরাণীর অতল দীঘির নাইকো তলায় জল,
তবু তারি টাটে করছে কেলি পল্লীবালাদল।
হয় বিধাতা নয় মানুষে করছে যাদের হাড়িহাল,
আপনভোলা পল্লীচাষী আজও কাঁধে বইছে জোয়াল।
দেবালয়ে নাই দেবতা, শৃগাল কুকুর করছে বাস—
তবু তারি তলে নুইয়ে মাথা মানুষ খোঁজে শান্তিশ্বাস।
মাতৃসমা পল্লীবধূর মর্ম্মে জাগে সাধ্বী সতী সীতা—
নিত্য প্রাতে শুদ্ধচিতে পল্লী দ্বিজ আজও পড়েন গীতা।
যাত্রাকালেও মুখখানি তোর ভাসবে বুকে দিবানিশি,
নদীকূলের পল্লীশ্মশান ব্যাসকাশী নয় বারাণসী।

গানখানি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে Station Director বললেন,—এইমাত্র যে গানখানি শেষ হ'লো সেখানি রচিত হয়েছিল প্রায় লক্ষ বর্ষ আগে। গানখানির আবিষ্কারক সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মিঃ ঘোর মুখেই আপনারা গানখানির ইতিহাস শুনুন।

হাসিমুখে এসে দাঁড়ালেন মিঃ ঘো। Morning! লক্ষ বর্ষ পূর্ব্বে রচিত যে গানখানি আপনারা শুনলেন সে কালের

ছাত্রসমাজের মুখপত্র "পাঠশালা" নামক একটি বিশিষ্ট পত্রিকায় গানখানি প্রকাশিত হয়েছিল। যিনি গানখানির রচয়িতা তাঁর নামের প্রথম অক্ষর "প্র"। সেকালের নামগুলো সাধারণতঃ বেশ বড় এবং লম্বা, এক একটা নাম লিখতেই দু' তিন সেকেণ্ড সময় নষ্ট ক'রে ফেলতেন। লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের পল্লী সত্যই বর্ত্তমানে আমাদের ধারণাতীত অপূর্ব্ব অদ্ভুত পদার্থ। পল্লীকে উদ্দেশ ক'রেই রচয়িতা গানখানি রচনা করেছিলেন। পল্লী :—কতকগুলো পানা ও শেওলাভরা পাঁকে ভর্ত্তি পচা ডোবা, ম্যালেরিয়া মশায় ভর্ত্তি বাঁশবনাদির কল্পনাতীত ভয়াবহ বিশ্রী জঙ্গল, বর্ষাকালে হাঁটু অবধি কাদায় বসে-যাওয়া পিছলে-পড়া আঁকা-বাঁকা মেঠো রাস্তা, সাপ (একপ্রকার দড়ির মত লম্বা হস্তপদহীন বুকে-হেঁটে-যাওয়া বিষাক্ত জীব), ব্যাঙ্ (আধুনিক যুগের চন্দ্রলোকবাসী অতিকায় ব্যাঙের ক্ষুদ্রতম সংস্করণ), টিকটিকি, গিরগিটী (মিউজিয়মে রক্ষিত সমুদ্রবাসী কুম্ভীরের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র—অতিক্ষুদ্র আরসুলা-ভোজী জীববিশেষ), আরসুলা (একপ্রকার উড্ডীয়মান অতি-ক্ষুদ্র পক্ষী বিশেষ), ইঁদুর, ছুঁচো (মানবসমাজের ঘোর অত্যাচারী ও অনিষ্টকারী লেজবিশিষ্ট চতুষ্পদ ক্ষুদ্র জীব), বিড়াল (মিউ-জিয়মে রক্ষিত ব্যাঘ্রের অবিকল ক্ষুদ্র সংস্করণ, ইঁদুরের যম, tiger's mother's sister), নেড়ীকুত্তা (কুকুর আপনাদের পরিচিত। সে কুকুর কিন্তু এ কুকুর নয়। সে একপ্রকার ঘিয়ে-ভাজা কুকুর (অর্থাৎ অত্যধিক ঘৃত ভক্ষণ করায় গায়ের লোম উঠে যাওয়া প্যানঘেনে প্যানপেনে রাস্তায়-ঘোরা বিশ্রী

জীব), কাক, (বিশ্রী কালো পাখী, মোটেই গান গাইতে পারে না। গলার স্বর অত্যধিক কর্কশ, তার স্বরে চীৎকার ক'রে শুধু পল্লীবাসীদের শান্তিভঙ্গ করে। ভারী চালাক, চুরিকরা খাবার খড়ের চালে গুঁজে রাখে। কাকের মাংস অত্যধিক তিক্ত—কেউ খায় না), কোকিল (কালো বটে তবে গলার স্বরটি ভা—রী ভালো, এরা কতকটা যাযাবর সম্প্রদায়ভুক্ত, ঘরবাড়ী নেই—কাকের বাসায় ডিম পেড়ে মনের সুখে গান গেয়ে বনের পাকা ফল খেয়ে গাছে গাছে উড়ে বেড়ায়) প্রভৃতি জীবজন্তুতে পল্লীভূমি সমাকীর্ণ। এ হেন পল্লীর মহিমা কীর্ত্তন করাই গানখানির প্রধান উদ্দেশ্য।

আমার সংক্ষিপ্ত সময় প্রায় শেষ হ'য়ে এলো, কাজেই বেতার কর্ত্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই আজকের মত শেষ কর্লাম। নমস্কার !

এরপর Station Director মাইক্রোফোনের সামনে এসে বললেন,—মিঃ ঘোকে ধন্যবাদ দেবার মত ভাষা আমার নেই। মোট কথা, দেশ ও দশের আনন্দবর্দ্ধনার্থে মাঝে মাঝে বেতার বৈঠকে যোগ দিলে আমরা বিশেষ বাধিত হবো। জন্মভূমির গতদিনের লুপ্ত ইতিহাস বা তত্ত্ব জানতে কার না বাসনা হয়! বিশ্বের মুখোজ্জ্বলকারী মিঃ ঘোকে আমরা আবার আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বেড়াবার উপযুক্ত সঙ্গী মিঃ ঘো। অমন দিলখোলা হাসি হাসে খুবই কম লোক। গম্ভীর হ'তে তিনি কোনদিন শেখেননি। বয়স বিচার ক'রে কথা বলতে তিনি জানেন না,

তাই তিনি সর্ব্বজনপ্রিয়। প্রশ্ন যতই সামান্য বা তুচ্ছ হোক মিঃ ঘো অম্লানবদনে প্রশ্নকর্ত্তার জানবার আগ্রহ দূর কর্ত্তে চেষ্টা পান। এমন অমায়িক প্রকৃতির লোক প্রৌঢ়ত্বের সীমায় উপনীত হওয়া সত্ত্বেও তরুণ-তরুণীর যে একান্ত প্রিয় হবেন সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

'কু'! 'কু'! বলে ডাকতে ডাকতে মিঃ চটের ছাদ থেকে যিনি নেমে আসছেন তিনিই মিঃ ঘো।

গলার আওয়াজে মিস্ প্র চমকে ওঠে আনন্দের আতিশয্যে। বেড়াতে যাবার কথা মনে হয়। প্রত্যুত্তরে "কু" বলে মিস্ প্র ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মিঃ ঘোকে অভ্যর্থনা করে।

আপনার কথাই আমি ভাবছিলাম, 'কু'! রেডিও অফিস থেকে আসছেন বুঝি ?

শুনেছ—পল্লীর কথা তুমি শুনেছ ? কেমন লাগলো 'কু' ?

মিঃ ঘো উত্তরের প্রতীক্ষায় মিস্ 'প্র'র দিকে উৎসুক নয়নে চেয়ে দেখেন।

আগে বসুন !

হ্যাঁ, এই বসি। তা—তা তোমার ভালো লাগে না বুঝি ?

সত্যি বলছি 'কু', ভা—রী ভালো লেগেছে। পৃথিবীর পুরাতন ইতিহাস জানতে আমার ভারী ভালো লাগে।

লাগে মা—সত্যি ভালো লাগে ?

খু-ব ভালো লাগে 'কু'।

বেশ—বেশ! পৃথিবীর পুরাতন কথা ভালো লাগতেই হবে। জন্মভূমি বলে কথা,—ভালো না লেগে পারে! সবচেয়ে

আমাকে আশ্চর্য্য করেছেন বিশ্ববিখ্যাত জনকয়েক পণ্ডিত! তাঁরা কিছুতেই মা আমাকে আমল দেন না। যা কিছু পুরাতন সব তাঁদের চোখে বিষ। অথচ পুরাতনই যে নূতনের জনক, পুরাতন থেকেই যে নূতনের উৎপত্তি,—এই সোজা কাথাটা তাঁরা কিছুতেই বুঝবেন না। আমাকে তাঁরা কি বলে জানো? —বলে "পাগল"।

আপনাকে যাঁরা পাগল বলে তাঁরা সব জনে জনে এক একটি বদ্ধ পাগল! আচ্ছা 'কু', বাবার বন্ধু মিঃ বট্ নাকি কি এক রকমের বড়ি আবিষ্কার করেছেন? ঐ বড়িই নাকি মানুষের খাদ্যের কাজ কর্ব্বে।

হ্যাঁ-হ্যাঁ, বিজ্ঞাপন দেখছিলাম বটে! ভদ্রলোক বহুদিন ধরে গবেষণায় ব্যস্ত ছিলেন। যাক্—এতদিনে বিশ্বের একটা ভাবনা ঘুচলো। হ্যাঁ—আবিষ্কারের মত আবিষ্কার! চল মা, মিঃ বট্‌কে আমরা অভিনন্দন জানিয়ে আসি।

আনন্দে মিস্ প্র'র মুখে হাসি আর ধরে না! এই তো সে চায়। এতক্ষণ মুখ ফুটে বলি বলি করেও সে বলতে পাচ্ছিল না। কি জানি—'কু' যদি বেড়াতে যেতে অস্বীকার করেন।

যাবেন 'কু', সত্যি যাবেন? আসছি আমি—

উত্তরের প্রতীক্ষা না করে মিস্ প্র পাশের ঘরে পোষাক পরিবর্ত্তনে তাড়াতাড়ি যায়।

মিঃ বটের গবেষণাগার ও বড়ি তৈরীর কারখানা দেখে মিস্ প্র সত্যিই অবাক হ'য়ে যায়। মিঃ বট্ স্বয়ং মিঃ ঘো ও

মিস্ প্রকে সমস্ত গবেষণাগার ও কারখানা পরিদর্শন করান এবং প্রত্যেকটি বস্তু ব্যাখ্যা ক'রে ওঁদের বুঝিয়ে দেন।

অসংখ্য প্রাণহীন কলের মানুষ চতুর্দ্দিকে কাজে ব্যস্ত। বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা প্রত্যেকটি যন্ত্র পরিচালিত হচ্ছে। সে কি অচিন্তনীয় বিরাট কাণ্ড!

শরীর ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য মানুষ যে যে খাদ্য গ্রহণ করে ঠিক সেই সেই খাদ্যের সারাংশ দিয়ে বড়ি তৈরী হচ্ছে। এই বড়িতে A, B, C, D প্রভৃতি ভাইটামিন পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।

মিঃ বটের কারখানার মধ্যে বিরাট বিরাট অসংখ্য চৌবাচ্চা। চৌবাচ্চাগুলি লোহা দিয়ে তৈরী। এই সকল চৌবাচ্চার কোনটাতে মাছ, কোনটাতে মাংস, কোনটাতে চাল;—বিভিন্ন চৌবাচ্চায় বিভিন্ন জিনিষের সমাবেশ। বিদ্যুতের সাহায্যে বিভিন্ন জিনিষের সারাংশ বার করা হচ্ছে। একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্লাটিনামনির্ম্মিত চৌবাচ্চার সঙ্গে ঐ সকল বৃহদায়তন চৌবাচ্চা নলদ্বারা সংযুক্ত। প্রত্যেকটি পদার্থের সারাংশ ঐ সব নল দিয়ে ক্ষুদ্র চৌবাচ্চায় এসে একত্র মিশ্রিত হচ্ছে। বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে ঐ মিশ্রিত সারাংশ ঘনীভূত হ'য়ে আর একটি রেডিয়মনির্ম্মিত ক্ষুদ্রতম চৌবাচ্চায় নীত হ'চ্ছে। ঘনীভূত হ'য়ে এখানে জিনিষটা দাঁড়িয়েছে কতকটা নরম মাটির ডেলার মত। ঐ প্লাটিনাম-নির্ম্মিত চৌবাচ্চার মধ্যে ঘনীভূত পদার্থ বিভিন্ন ভাগে ভাগ হ'য়ে—এক এক একটি ভাগ এক একটি ক্ষুদ্র আয়তনের কক্ষে চালান হ'য়ে যাচ্ছে। সেখানে বড়ির আকার ধারণ ক'রে আর

একটি কলের মধ্যে প্রবিষ্ট হ'য়ে প্যাকেটভরা অবস্থায় বের হ'য়ে আসছে। ছোট বড় মাঝারি—নানারকম প্যাকেটের নানারকম দাম। খাদ্যাদি রান্না ক'রে খেলে যা খরচ পড়ে—এই বড়ির দাম তার তুলনায় খু-ব কম।

আসবার সময় আপ্যায়িত ক'রে মিঃ বট ওঁদের জলযোগের ব্যবস্থা করলেন। জলযোগ আর কি—স্রেফ্ বড়ি। বড়ি খেয়ে সেদিনকার মত ওঁদের খাওয়ার দফা নিশ্চিন্ত। প্লেনে ওঠবার সময় মিঃ বট্ তাঁর অতিথিদ্বয়কে এক এক প্যাকেট বড়ি উপহার দিলেন। ঐ এক এক প্যাকেট বড়িতে এক মাসের খোরাক আছে।

চন্দ্রলোকের বিখ্যাত একখানি দৈনিক খবরের কাগজের নাম "যা হ'চ্ছে তাই"। পৃথিবীতে যত সংবাদপত্র আছে—সেই সব সংবাদপত্রের নামের দিক থেকে এই "যা হ'চ্ছে তাই" নামটাই সবচেয়ে বড়। বহুদিন থেকে মিঃ চট্ট এই পত্রিকাখানির গ্রাহক। সদ্যআগত তাজা খবরের কাগজখানার বুকে মিস্ প্র তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে যেন সমস্ত খবরগুলি একমুহূর্তে জেনে নিতে চায়। সর্ব্বনাশ! একি—

মিস্ প্র কাঁপতে কাঁপতে পাশের চেয়ারখানায় বসে পড়ে।

বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক

মিঃ চট্ট ও তদীয় বন্ধু মিঃ দত্ত্-এর

সমাধি-গহ্বরে

প্লেনসহ জীবন্ত সমাধি।

সমাধি-গহ্বরে

প্লেনের জানলার ভিতর দিয়ে মিঃ চট্ট সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ঠিকরে গিয়ে পড়লেন একটা পচা-গলা মংসপিণ্ডের স্তূপের ওপর।

কতক্ষণ পরে কে জানে, হঠাৎ কার স্পর্শে তাঁর সংজ্ঞা ফিরে আসে,—ধীরে অতি ধীরে।...উঃ, কী ভীষণ দুর্গন্ধ! প্রলয়ের অন্ধকার কি ধরণীর বুকে নেমে এসেছে! চারিদিক নীরব—নিথর—নিস্পন্দ! এমন জনশূন্য পুরীতে কে আমায় নিয়ে এলো! এরই নাম কি নরক? আমি কি নরকে এসেছি? কিন্তু না ম'লে তো মানুষ নরকে আসে না! তবে কি—তবে কি আমি ম'রে গেছি? কোথায় ম'লাম? কেন ম'লাম? একি—এমন কর্দ্দমাক্ত স্থানে আমি শুয়ে কেন? উঃ, নরকের দুর্গন্ধ এমন কল্পনাতীত তীব্র!

মিঃ চটের সংজ্ঞা তখনও পূর্ণমাত্রায় ফিরে আসেনি, আবার সেই অজানিত হস্তের পরশ! কে—কে—আমি কোথায়? কে যেন তাঁকে জোরে বারকয়েক ধাক্কা দেয়, মিঃ চট্ট আপনাতে আপনি ফিরে আসেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত ঘটনা ভেসে ওঠে তাঁর চোখের সামনে, আতঙ্কে শিউরে উঠে গলিত স্তূপের মধ্য হ'তে উঠতে চেষ্টা করেন, প্রাণপণে উচ্চকণ্ঠে চীৎকার ক'রে ডাকেন, "মিঃ দত্ত্! মিঃ দ-ত্ত্!! আমি ক্রমশঃ, গলিত মাংসপিণ্ডের মধ্যে পুঁতে-

যাচ্ছি। যদি বেঁচে থাকো তো আমায় টেনে তোলো, আমায় বাঁচাও।"

কোন সাড়াশব্দ নেই, চতুর্দ্দিক পাথরের মত স্তব্ধ।

নেই—মঃ দত্ নিশ্চয়ই বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে সে নিশ্চয়ই সাড়া দিয়ে আমায় সাহায্য করতে ছুটে আসতো! আমি—আমি বোধ হয় অজ্ঞান হয়েছিলাম, জ্ঞান ফিরে না আসাই উচিত ছিল। সজ্ঞানে তিলে তিলে মরণকে আত্মদান—উঃ কি ভীষণ, কি ভয়াবহ! শ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে আসছে। তাইতো, একবার উঠতে পারলে হতভাগাটাকে খুঁজে দেখতাম। কে জানে—হয়তো অজ্ঞান হ'য়ে কোথাও পড়ে আছে! একি, লম্বা লম্বা এগুলো গায়ের ওপর কী উঠছে! জীবন্ত—সবল—ঠিক যেন কেঁচোর মত! পোকা—পোকা—পচা মড়ার মধ্যে জন্মেছে! এঃ—

মিঃ চট্ নাকমুখ বিকৃত ক'রে অসহ্য ঘৃণায় পোকাগুলোকে দু'হাত দিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেন। অপরিসীম ভয়ই মিঃ চটের বুকে এনে দেয় অদম্য সাহস। হা ভগবান! একবার —একবার কেউ যদি আমায় উঠতে একটু সাহায্য করে!!

মিঃ চটের মুখের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই কে একজন সত্যি সত্যিই তাঁকে সেই গলিত মাংসপিণ্ডের মধ্য হ'তে টেনে তোলে। অভাবনীয় আনন্দে মিঃ চট্ বলেন,—ভগবানকে ধন্যবাদ যে তুমি এখনও বেঁচে আছো মিঃ দত্! এঃ, পা টেনে তোলাই দায়, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে গোটাটাই পুঁতে যাবো। ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, সারা গায়ে, মাথায়, মুখে পচা মাংস

চর্ব্বির মত আটকে গেছে! এমন জমাটবাঁধা অন্ধকার কথনও কল্পনা করতে পেরেছ বন্ধু! জানি—মৃত্যু তো অনিবার্য্য। তবু—তবু—

তোমার বেশী লাগেনি তো? ওকি, কথা বলছো না কেন বন্ধু?

খোনা খোনা গলায় কে একজন বলে,—"তোঁমার কাঁছে খাঁবার দাঁবার আঁছে? আঁমার বঁড্ড খিঁদে পেঁয়েছে।"

আতঙ্কভরা স্বরে মিঃ চট্ট বলেন,—"কে—কে তুমি?"

"তোঁমার কোঁন ভঁয় নেঁই, আঁমি মাঁনুষ। জীবন্ত মাঁনুষ!"

"জীবন্ত মানুষ! এখানে—সমাধি-গহ্বরে? আমার বন্ধু মিঃ দত্ত ছাড়া এখানে আর কোন জীবন্ত মানুষ থাকতে পারে না। সত্যি কথা বলো—তুমি কে? না হ'লে আমার কাছে রিভলভার আছে।"

"দোঁহাই তোঁমার, আমায় প্রাণে মেঁরো না। ভেঁবে দ্যাখো—আমি তোঁমার জীবন রঁক্ষা কঁরেছি, নাহ'লে এঁতক্ষণ তুঁমি এঁই গঁলিত মাংসের মধ্যে ডুঁবে যেঁতে। শেঁষ পর্য্যন্ত মরতে তোঁমাকেও হঁবে আঁর আঁমাকেও হঁবে, তঁবে যঁতক্ষণ শ্বাঁস তঁতক্ষণ আঁশ—এই যাঁ।"

মিঃ চট্ট প্রশ্ন করলেন,—"এখানে তুমি কেমন ক'রে এলে?"

—কেঁমন কঁরে এঁলাম তাঁ পঁরে বঁলবো। মোট কঁথা আঁজই আমি এখাঁনে এসেছি। আমি আঁবার বঁলছি—আমায় তুঁমি মেরো না। আঁশাতীত ভাঁবে এঁই মরণের দেঁশে যঁখন আঁবার জীবন্ত মানুষের সঙ্গে পেঁয়েছি তখন হয়তো বাঁচলেও

বাঁচতে পারি। কিন্তু তুমি তো একা, তোমার বন্ধু কোথায় ? তিনি কি ঐ প্লেনের মধ্যেই আছেন—না জীবন্ত অবস্থায় সমাধিস্থ হয়েছেন ? যাই হোক, এসো খুঁজে দেখি।"

কথাগুলো মিঃ চটের কানে গেল কিনা সন্দেহ, কারণ তখন তিনি মনের মধ্যে কি যেন চিন্তা করছেন। ঠিক—ঠিক! এই লোকটাই তা'হলে ওপর থেকে ঠিকরে পড়েছে। খুব সম্ভব এর কথাই মিঃ দত্ত্ আমায় বলেছিল।

কথায় কথায় মিঃ চটের ভয়টা ক্রমেই কমে আসছে। ভয় যতটা কম্‌ছে সাহসও সেই অনুপাতে বাড়ছে। মিঃ চট্ প্রশ্ন করলেন,—"তোমার নাম কি ?"

"আমার নাম মিঃ কোঁ ক্যাঁপ" (কোহেন ক্যাপিস্তল)।

মিঃ কথাটি ব্যবহার করবার অধিকার সকলেরই আছে।

"মিঃ কো! প্লেনটা কোথা আছে—বুঝতে পাচ্ছো ? প্লেনটাই আমাদের আগে খোঁজা দরকার। আমার কেমন মনে হ'চ্ছে যে আমার বন্ধু মিঃ দত্ত্ ঐ প্লেনের মধ্যেই আছে। আগে প্লেনটা খুঁজে যদি না পাই তবে আশপাশ খুঁজে দেখবো। তাছাড়া ভিতর থেকে টর্চটা না আনলে খুঁজেই বা কেমন ক'রে অন্ধকারে বার করবো ?"

মিঃ কো বললেন,—"প্লেনটা থেকে বোধ হয় আমরা খুব দূরে এসে পড়িনি। দাঁড়ান—দেখি চেষ্টা ক'রে।"

ক্লেদাক্ত হাড় কুড়িয়ে নিয়ে মিঃ কো আশপাশে বেপরোয়াভাবে সমস্ত শক্তি দিয়ে ছুঁড়তে লাগলো।

"মিঃ চট্, তুমি আমার ঠিক গায়ের কাছে পাশে এসে

দাঁড়াও, একটা হাঁড় গিয়ে লাগলে তোমাকে বাঁচানই দায় হবে। হাড় কুড়িয়ে তুমি বরং আমায় যোগান দাও।"

প্রায় মিনিট পাঁচেক ছোঁড়াছুঁড়ির পর একটা হাড় গিয়ে প্লেনের গায়ে লাগলো। শব্দ লক্ষ্য ক'রে দু'জনে সেদিকে এগিয়ে গেলেন। হ্যাঁ, প্লেনই বটে! কিন্তু প্রবেশ করা মোটেই সহজসাধ্য নয়। প্লেনের সারা গা'টা পচা মাংসে আর চর্ব্বিতে মাখামাখি হ'য়ে গেছে। বড়ই পিচ্ছিল। গা বেয়ে ওঠা সম্পূর্ণ অসম্ভব। নানা যুক্তিতর্কের পর মিঃ চট্ মিঃ কোর কাঁধে চড়ে প্লেনখানার ওপরে ওঠেন অতি সন্তর্পণে। পা একটু এদিক-ওদিক হ'লে পতন অনিবার্য্য। একটা ক্ষুদ্র জানালার মধ্য দিয়ে মিঃ চট্ অতিকষ্টে প্লেনের ভিতরে ঢুকলেন। প্লেনের ভিতরকার জিনিষপত্র কোথায় যে কোন্‌টা ছড়িয়ে পড়েছে তা অন্ধকারে কিছুই বোঝা গেল না। সারা প্লেনখানা হাতড়ে হাতড়ে ঘুরতে ঘুরতে মিঃ চট্ "মিঃ দত্ত্—মিঃ দত্ত্" ক'রে চীৎকার করতে লাগলেন, কিন্তু কোন সাড়াশব্দ পেলেন না। শেষ পর্য্যন্ত টর্চ একটা পাওয়া গেল, কিন্তু মিঃ দত্ত্‌কে তার মধ্যে পাওয়া গেল না। ওপর থেকে একটা দড়ি ফেলে দিয়ে মিঃ চট্ মিঃ কোকে তুলে নিলেন। প্লেনের ভিতর সামান্য কিছু জলযোগের পর তাঁদের মধ্যে অনেক কিছু জল্পনা-কল্পনা হ'লো, কিন্তু মানুষের রাজ্যে ফিরে যাবার মত কোন বিশ্বাসযোগ্য যুক্তিই তাঁরা খুঁজে পেলেন না।

প্লেনের মাথায় দাঁড়িয়ে দু'জনে দুটো টর্চ নিয়ে চারিদিকে মিঃ দত্তের খোঁজে আলো ফেলতে লাগলেন। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন

বিরাট গহ্বরে ভয়াবহ বীভৎস গলিত শবরাশির বিকৃত অবস্থা ছাড়া আর কিছুই তাঁদের চোখে ঠেকলো না। স্থানে স্থানে দু'তিন হাত সাপের মত লম্বা কেঁচোর মত জীব গলিত শবরাশির ওপর উত্থিত হ'য়ে অনেকগুলো এক জায়গায় জট পাকাচ্ছে। অন্ধকারে যা গা-সওয়া হ'য়েগেছলো, আলোয় তার আসল মূর্ত্তি চোখের সামনে ধরা পড়ে। কল্পনাতীত আতঙ্কে বুঝি বা ঐ দুটি জীবন্ত মানুষ উন্মাদ হ'য়ে যাবে, আর নয় হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হ'য়ে ওরা এখুনি মরণের কোলে ঢলে পড়বে।

দিকে দিকে পড়ে আছে শুধু পচা গলা বিকৃত মানুষ, মানুষের ওপর মানুষ—তার ওপর মানুষ। মাটির পরিবর্ত্তে মানুষের ওপর দিয়ে হেঁটে বেড়ান ছাড়া আর তাঁদের দ্বিতীয় উপায় নেই। মানুষের দেহের মাংসরাশি পচে গলে চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে আছে। এ যেন ঠিক গ্রীষ্মকালের জলশূন্য বিরাট দীঘি বা হ্রদ, নরম পাঁক বা কাদার পরিবর্ত্তে গলিত ও ক্লেদাক্ত মাংসরাশির সমষ্টি, মাঝে মাঝে মাথা উঁচু করে আছে অসংখ্য হাড়। কোন মানুষটার অর্দ্ধেক পচেছে, কোনটার গলিত মাংস খসে খসে পড়ছে আবার কোনটা বা মাংসশূন্য একটা বীভৎস কঙ্কাল। বোধ হয় ভয়ে আপাততঃ প্লেনের মধ্যে আত্মগোপন করতে যাবেন এমন সময় প্লেনখানার তলার দিকে ওঁদের নজর পড়ে। ঐ যে নীচু দিকে মাথা আর ওপর দিকে পা—হ্যাঁ, ঐ রকম পোষাকই তো মিঃ দত্ত্ পরেছিলেন। তবে কি—তবে কি—

দড়ির ফাঁস পায়ে পরিয়ে লোকটীকে টেনে তোলা হ'লো। হ্যাঁ—মিঃ দত্তই বটে। তখনও একটা হাড় মিঃ দত্তের মাথায় আর একটা হাড় বুকে ফুটে রয়েছে। প্লেন থেকে ছিটকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে মিঃ দত্তের মৃত্যু হয়েছে—একথা বুঝতে মিঃ চটের দেরী হ'লো না। বৃথা আক্ষেপে ফল নেই। এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে না, খুব শীঘ্রই মিঃ দত্তের অনুগামী হ'তে হবে এই ভাবনাই তাঁকে পেয়ে বসলো।

হঠাৎ গোটা কয়েক শবদেহ ঝুপঝাপ্ ক'রে ওপর থেকে ওঁদেরই আশপাশে এসে পড়লো।

মিঃ কো বললেন,—"বোধ হয় ভোর হ'য়ে এলো। এখানে আর আমাদের দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। ওপর থেকে একটা মড়া যদি ঘাড়েব ওপর এসে পড়ে তবে আর রক্ষা থাকবে না। রাতের মরা মানুষগুলো ভোরবেলায়ই গহ্বরে ফেলা হয় কিনা। এসো মিঃ চট্, কিছুক্ষণের জন্য আমরা ভিতরে যাই।"

ভিতরে গিয়ে মিঃ কো মাথায় হাত দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ভেবে বললেন,—"তোমাদের প্লেনের কম্পাসটা ঠিক আছে কিনা ছাখো তো বন্ধু।"

মিঃ চট্ পরীক্ষা ক'রে বললেন—"হ্যাঁ, ঠিক আছে। কিন্তু কম্পাসের সঙ্গে আমাদের বাঁচবার সম্পর্ক কি আছে? প্লেন তো আর উড়বে না।"

মিঃ কো বললেন,—"তা নাই উড়ুক। চন্দ্রলোকের নাড়ী-নক্ষত্র আমার জানা আছে। এই গহ্বরের উত্তর দিকে আছে

আরো দুটো গহ্বর। উত্তর দিক লক্ষ্য ক'রে সেই গহ্বরে গিয়ে পড়তে পারলে হয়তো আমরা বাঁচলেও বাঁচতে পারি।"

মিঃ চট্ যেন অর্দ্ধমৃত,—সঙ্গীর কথাগুলো তাঁর কাছে যেন স্বপ্ন! মরাটাই তাঁর কাছে এখন সবচেয়ে সত্যি আর বাঁচাটাই যেন সবচেয়ে মিথ্যা। মিঃ কো তাঁর বক্তব্য আবার আরম্ভ করেন,—"সেই গহ্বরের মুখে ঝুলে আছে একরকম লতানে গাছ। সেই গাছ বেয়ে ওপরে ওঠা যায় কিনা একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে হবে। তবে মৃত্যু যে প্রতিনিয়ত আমাদের শিয়রে দাঁড়িয়ে—এই সত্যি কথাটা ভুলে অসতর্ক হ'লে চলবে না। রাইফেল দুটো ঠিক আছে তো মিঃ চট?"

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে মিঃ চট্ বললেন,—"রাইফেল! রাইফেল কি হবে? প্রাণী বলতে তো শুধু তুমি আর আমি, মারবে কাকে?"

স্মিতহাস্যে মিঃ কো বললেন,—"গন্তব্যস্থানে গিয়ে পড়তে পারলে মারবার জন্তুর অভাব হবে না মিঃ চট্। এবার আমাদের যাত্রার সময় হয়েছে।" কোন উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে মিঃ কো একটা সুটকেশের মধ্যে কয়েকটা আবশ্যকীয় জিনিষ ভর্ত্তি ক'রে নেয়। জিনিষ খুবই সামান্য,—একটা কম্পাস, ইলেকট্রিক ষ্টোভ, দুটো রাইফেল আর সব ক'টা টর্চ্চ, সামান্য কিছু আহার্য্য (অবশ্য প্লেনের মধ্যে আহার্য্য খুব অল্পই ছিল) আর একখানা ছুরি।

যাত্রার পূর্ব্বে মিঃ চট্ বললেন,—"এখানে কি আর আমরা ফিরে আসবো না মিঃ কো?"

"কিসের মোহে—মৃত্যুর ?"

"মৃত্যুর মোহে নয় মিঃ কো—বাঁচবার মোহে। তুমি কি জান না মিঃ কো—আমি চাই বাঁচতে। বাঁচা আমার বড় প্রয়োজন—বড় প্রয়োজন !"

"মরার প্রয়োজন আজ অবধি তো আমি একজনেরও দেখলাম না বন্ধু ! দুনিয়ায় স্বেচ্ছায় মরতে কে চায় ?"

"মরতে নিশ্চয়ই কেউ চায় না—প্রয়োজন থাক বা নাই থাক। কিন্তু আমার বাঁচার একটু রকমফের আছে বন্ধু ! আমি চাই বাঁচতে—মানুষেরই জন্য বাঁচতে। আমি বাঁচলে এই পৃথিবী আবার ধনে জনে পূর্ণ হ'য়ে উঠবে। বিজ্ঞানের বলে আমি কোটি কোটি জীবন্ত মানুষ তৈরী করবো।"

পলকবিলীন নেত্রে মিঃ কো চেয়ে থাকেন মিঃ চটের মুখের দিকে। এ্যাঁ, এ বলে কি ! লোকটার কি মাথা খারাপ হ'য়ে গেল নাকি ! নিশ্চয়ই ! নইলে এমন অদ্ভুত কথা এ বলে কোন্ সাহসে ! এ যে দেখছি খোদার উপর খোদকারী ! অতই যদি কেরামতি তবে বিজ্ঞানের বলে এই গহ্বরটাও অতিক্রম ক'রে সটান ওপরে চলে যাও না বাপু ! বাঁচবার লোভে অমন অনেকেই বাহাদুরী করে। 'হ্যান করেঙ্গা—ত্যান করেঙ্গা—আর শেষে মশা মেরে ফাঁসী যায়েঙ্গা।' ধ্যেৎ, বাজে সময় নষ্ট ক'রে লাভ নেই।

জলের তলে তলিয়ে যাবার সময় নিমজ্জমান ব্যক্তি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তৃণ গাছটাকেও অবলম্বন হিসাবে প্রাণপণে চেপে ধরে। মিঃ চটের অবস্থাও হ'য়েছে কতকটা তাই।

মৃত্যুর তীরে দাঁড়িয়ে শেষ অবলম্বনটুকুও চিরতরে ছেড়ে যেতে তাঁর মনটা কেমন অস্বস্তি লাগছে। কিন্তু না গিয়ে উপায় বা কি? তিলে তিলে মরার চেয়ে—বাঁচবার চেষ্টা করাই কি উচিত নয়! প্লেনটা যদি সজাগ হ'য়ে মিঃ চট্টকে ওপরে তুলে নিয়ে যেতে পারতো তাহ'লে তো আর কথাই ছিল না, কিন্তু তাতো হবার নয়। প্লেন না ছেড়ে উপায় নেই!

গভীর অন্ধকার ভেদ ক'রে পাশাপাশি দুটি লোক উত্তর-মুখে এগিয়ে চলেছেন। চলার পথ নির্দ্দেশ করছে কম্পাস আর টর্চ। সুটকেশটা আছে মিঃ কো'র কাঁধে, মিঃ চট্ট নিজের ভারে নিজেই কচ্ছে টলমল। দুর্গন্ধ এবং দুরন্ত গরম এরই মধ্যে কতকটা যেন ওদের সয়ে এসেছে, পচা মড়ার ওপর দিয়ে চলাটাই যেন ওদের স্বভাবসিদ্ধ। সবচেয়ে জ্বালাতন করছে ঐ কেঁচোর মত বিশ্রী পোকাগুলো। পোকা-গুলো অনবরত পা বেয়ে গায়ের ওপর উঠছে। পথ চলতে চলতে কাঁহাতক আর হাত দিয়ে পোকাগুলো ঝেড়ে ফেলা যায়! কিন্তু না ফেলে উপায়ই বা কি! ভাগ্যিস পোকাগুলো কামড়ায় না, তাই রক্ষে!

"আর যে পা চলে না মিঃ কো!" কাতরকণ্ঠে মিঃ চট্ট বন্ধুর মুখের দিকে চাইলেন। কোন কথা না বলে মিঃ কো বন্ধুর একখানা হাত চেপে ধরে একপ্রকার টানতে টানতেই এগিয়ে চললেন।

ক্রমশঃ গলিত মাংসপিণ্ডের পরিমাণ কমে হাড়ের পরিমানই বেড়ে চলেছে। বোধ হয় গলিত অপেক্ষাকৃত তরল

মাংসরাশি ক্রমশঃ নীচু দিকে নেমে গিয়ে হাড়গুলোই জেগে উঠেছে। টর্চের আলোয় দেখা গেল স্থানটা। নরকঙ্কালে সমাকীর্ণ, রাশি রাশি হাড় চারদিকে মাথা উঁচু ক'রে রয়েছে। বসান—শোয়ান—দাঁড় করান, সে কি ভয়াবহ নরকঙ্কালের অপূর্ব্ব মেলা, এবার পথ চলা সত্যিই বিপজ্জনক। একটি হাড় পায়ে ফুটলে মৃত্যু অনিবার্য্য. নরম মাংসের ওপর দিয়ে পথচলা কষ্টকর নিঃসন্দেহ, কিন্তু তার চেয়েও আরো বেশী কষ্টকর এই বিষাক্ত প্রাণঘাতী কঠিন হাড়ের ওপর দিয়ে পথ অতিক্রম করা। মানুষ তো! আর কত সয়? ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, ক্লান্তিতে, নিরাশায় এবার দু'জনেই অবসন্ন হ'য়ে পড়েছে,—মনে এবং শরীরে। পা আর সত্যিই চলে না, মরণের ভয়ও আর তাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না, জীবনের চেয়ে মরণই যেন তাদের কাম্য, মরা মানুষের মুখের চেহারাও বোধ হয় তাদের চেয়ে বেশী বিবর্ণ নয়।

এ রাজ্যে সূর্য্যালোকের প্রবেশ নিষেধ। নিবিড় অন্ধকারে দিন কি রাত অনুমান করা যায় না, হিসাব ক'রে দেখা গেল—খুব সম্ভব সময়টা রাত্রি, বোঝা নামিয়ে দু'জনে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে। মড়ার হাড় পাশাপাশি সাজিয়ে দু'জনেই শোওয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়ে।

* * *

কিছুদিন পরে।

উত্তর দিক লক্ষ্য ক'রে চলার আর বিরাম নেই। মড়ার হাড়ের রাজ্য এখনও শেষ হয়নি। অনুমানে বোঝা যাচ্ছে

তাদের গন্তব্য গহ্বর নিকটবর্ত্তী। সুটকেশে যা খাদ্য ছিল তা এ ক'দিনে প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। বিজলী মশালের জোরও কমে আসছে, বিজলী মশাল নির্ব্বাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের জীবন-প্রদীপও নির্ব্বাপিত হবে, আলো না থাকলে কম্পাস তারা দেখবে কেমন ক'রে? নাঃ, মরণকে বুঝি আর এড়ান যায় না।

সামনে একটা সরু সুড়ঙ্গ।

সুড়ঙ্গটা এত সরু যে পাশাপাশি দু'জন লোক চলতে পারে না। যাক, এতদিন পরে তবু কতকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, তার কারণ সুড়ঙ্গ আরম্ভ হওয়া মানেই সমাধি-গহ্বরের শেষ। সুড়ঙ্গর ভিতর ঢুকতেও সাহস হয় না, আবার না ঢুকলেও নয়। কম্পাসের নির্দ্দেশ অনুসারে উত্তর দিকে যেতে হ'লে এই সুড়ঙ্গ ছাড়া অন্য পথ নাই। মিঃ চট্ বন্ধুবরকে জিজ্ঞাসা করলেন,—"এখন উপায়?"

টর্চের আলোটা সুড়ঙ্গর ভিতর ফেলে মিঃ কো বললেন,—"উপায় তো কিছু নেই, আছে শুধু নিরুপায়! তা আমি বলি কি, মরিছি না মরতে আছি! চল এগিয়ে। যা থাকে বরাতে—"

মরিয়া হ'য়ে মিঃ কো এগিয়ে চললেন, অবশ্য মিঃ চট্ বন্ধুকে একা ছেড়ে দিলেন না। পথটা বড্ড উঁচু নীচু, মাঝে মাঝে পড়ে আছে ছোট বড় মাঝারি পাথরের টুকরো। হোঁচট খেতে খেতে পায়ের দফা রফা, প্রাণ একেবারে ওষ্ঠাগত, মাথার দিকে চাইলে প্রতিমুহূর্ত্তে প্রাণ তো শিউরে উঠছে,

গায়ে দিচ্ছে কাঁটা। মাথার ওপরের পাথরগুলো যেন ধ্বসে পড়বার জন্য উন্মুখ হ'য়ে রয়েছে। উঃ বাপ্‌রে বাপ—এ যেন কবরের ভেতর কবর!

আতঙ্কে শিউরে উঠে কাঁপা গলায় মিঃ কো বললেন—"সর্ব্বনাশ! এ যে বন্ধ!"

"বন্ধ! ওঃ ভগবান"—অস্ফুটস্বরে বলেই মিঃ চট্‌ কর্কশ দেওয়ালে ঠেস দিয়ে হতাশভাবে বসে পড়লেন।

"হতাশ হ'লে চলবে না মিঃ চট্‌। উঠে দাঁড়াও! মরিয়া হয়ে মনে কর আমরা মরেছি। এখন আর আমরা জীবন্ত প্রাণভয়ে ভীত মানুষ নই—আমরা জীবন্ত মানুষের প্রেতাত্মা, যমালয়ের জীবন্ত মানুষ। এখন থেকে আমাদের কাজ করবে—আমাদেরই জীবন্ত প্রেতাত্মা।" বলেই মিঃ কো সজোরে সেই বন্ধ সুড়ঙ্গের পথে পদাঘাত করলেন। একখানা পাথর একটু সরে গেল। তাই দেখে দু'জনে মিলে খানকয়েক পাথর সরালেন বহুকষ্টে।

পাথর সরিয়ে তাঁরা ছোট্ট গর্ত্তের মধ্যে টর্চ ফেলে দেখতে পেলেন যে সুড়ঙ্গ-পথ তাঁদের দৃষ্টির বাইরে এগিয়ে গেছে। গর্ত্তের চারদিকে জুতোর ঠোকোর মেরে মেরে গর্ত্তটা আর একটু বড় ক'রে তুললেন।

মিঃ চটের দিকে চেয়ে মিঃ কো বললেন,—"কেমন, এবার বোধ হয় মাথাটা গলবে? মাথাটা গললে আর আমাদের পায় কে! মাথা যার ভিতর দিয়ে গলে—দেহ তার ভিতর দিয়ে না গলে পারে না।"

"কিন্তু স্যুটকেশ !" বলেই মিঃ চট্ বন্ধুর মুখের দিকে চাইলেন।

তাচ্ছিল্যসূচক মুখের একটা শব্দ ক'রে মিঃ কো বললেন, "ফোঃ, প্রাণের চেয়ে কি স্যুটকেশের মায়াটা বেশী হ'লো মিঃ চট্? আর ওতে আছেই বা কি! খাবারের টিন, রিভলভার আর টর্চ,—ওসব এবার আমাদের হাতে হাতেই যাবে।"

"আমার মতে কিন্তু আর আমাদের এগোনো ঠিক নয়।"

"পেছোনোই কি ঠিক হবে? পিছিয়ে আমরা কোথায় যাবো, সমাধি-গহ্বরে? পাগলামি রাখো—এসো।" বলেই মিঃ কো বন্ধুর হাত ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

ছোট্ট গর্ত্তটা গলতে সত্যি খুব কষ্ট হ'লো। গা হাত কেটে একাকার। কিন্তু হ'লে কি হবে, একমুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে ভাববার বা যন্ত্রণা অনুভব করবার অবকাশ নেই। টর্চের আলোর জোর ক্রমশঃই ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'য়ে আসছে। যতটা সম্ভব জোরে পড়তে পড়তে, উঠতে উঠতে ওঁরা এগিয়ে চলেন। সুড়ঙ্গর এধারটা বেশ চওড়া। প্রশস্ত জায়গায় চলাটা তত বেশী কষ্টসাধ্য নয়। মিঃ কো চলেছেন এগিয়ে—মিঃ চট্ ঠিক তাঁর পিছনে। চলার আনন্দে বিভোর মিঃ কো অকস্মাৎ সম্মুখস্থ গহ্বরে পড়ে গেলেন। বন্ধুকে অদৃশ্য হ'তে দেখে নিদারুণ ভয়ে একটা অস্ফুট শব্দ ক'রে মিঃ চট্ প্রস্তরমূর্ত্তির মত নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। টর্চের আলো সোজাসুজি-ভাবে পড়ায় দু'জনের মধ্যে কেউই গর্ত্তটা লক্ষ্য করেননি।

যাক্, যতটুকু বা বাঁচবার আশা ছিল তাও গেল! মিঃ চট্ কাঁপতে কাঁপতে সেইখানেই বসে পড়লেন।

গহ্বরের তলদেশ বালুপূর্ণ থাকায় মিঃ কো বিশেষ আঘাত পাননি, মিঃ চটের নিকট কোন সাহায্যই যে পাওয়া যাবে না একথা মিঃ কো জানতেন। নিজেকেই যে সাহায্য করতে পারে না সে আবার অন্যকে কি ভাবে সাহায্য করবে। বাঁচতে যদি হয় তবে নিজের চেষ্টাতেই এযাত্রা মিঃ কো'কে বাঁচতে হবে। কিন্তু পড়ে গিয়েও মিঃ কো হাত থেকে টর্চটি ছাড়েননি ভাগ্যিস, নইলে হয়েছিল আর কি! টর্চের আলোয় দেখা গেল—উঁচু-নীচু পাথরগুলো ঐ গর্তের গায়ে কে যেন একটার পর একটা সাজিয়ে দিয়েছে। আর পায় কে, মিঃ কো কোন-রকমভাবে ঝুলতে ঝুলতে পড়তে পড়তে ওপরে উঠলেন। কিন্তু, একি! ভয়েই মিঃ চট্ সংজ্ঞাহীন মূর্চ্ছিত! নাঃ, লোকটা একান্তই সুখী ভোগী, সৌখীন। মিঃ চটের মূর্চ্ছা ভাঙতে আরো কিছুক্ষণ যায়।

চলার পালা আবার সুরু হয়।

বিপদ একা আসে না। মশকজাতীয় একপ্রকার জীব ঝাঁকে ঝাঁকে এসে ওঁদের আক্রমণ করে। নিরুপায়, বিপর্য্যস্ত হওয়া ছাড়া ওঁদের অন্য উপায় নেই। চলার কিন্তু বিরাম নেই। সুড়ঙ্গটা ক্রমশঃই উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে বেঁকেছে আর দম ফেলবার মত বাতাসের পরিমাণও কমে আসছে। উঃ, কি কল্পনাতীত ভয়াবহ অবস্থা! দম বন্ধ হ'য়ে ক্ষুদ্র সুড়ঙ্গের মধ্যে তিলে তিলে শুকিয়ে কুঁকড়ে মরতে হবে।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে মরার চেয়ে এগিয়ে গিয়ে মরণকে বরণ করাই শ্রেয়ঃ। দক্ষিণ দিকেই তাঁরা মরণ পণ ক'রে এগিয়ে চলেন।

যাক্, শেষ টর্চটাও তাঁদের নিভে গেল। দিক্‌ভ্রান্ত আলোহারা পথিকরা কি এবার থামবে? না—তারা যে মৃত্যুপথযাত্রী। মরণকে বরণ না করা পর্য্যন্ত তো পথচলা তাঁদের থামতে পারে না। পাথরে মাথা ঠুকে রক্তাক্ত হয়, তবু তাঁরা চলেন। হোঁচট খেয়ে পাথরের বুকে আছড়ে পড়েন— তবু তাঁরা চলেন। কপালের শিরা কেটে রক্ত ঝরে পড়ে— তবু তাঁরা চলেন।

একটা পাথরে ঠোক্কোর খেয়ে মিঃ চট্‌ ঠিক্‌রে পড়েন হাত কয়েক দূরে। তাঁর পায়ের আঘাতে একটা পাথর আছড়ে পড়ে আর একটা পাথরের বুকে, সঙ্গে সঙ্গে আগুণ জ্বলে উঠে স্থানটা ক্ষণেকের জন্য আলোকিত হয়। মিঃ কো আচম্বিতে লক্ষ্য করলেন, তাঁরা খাদের বাইরে একটা বাড়ীর সামনে এসে পড়েছেন। বাড়ী দেখে বুঝতে ওঁদের আর বাকী রইলো না যে ওঁরা খাদের বাইরে এসে পড়েছেন। মিঃ চট্‌ সানন্দে লাফিয়ে উঠে বললেন,—"মিঃ কো, খাদের পথ আজ আবিষ্কৃত হ'লো, এটা কি কম আনন্দের কথা!"

মৃত্যু-অভিযান

সংবাদপত্র মারফৎ মিঃ চটের সমাধি-গহ্বরে নিমজ্জিত হওয়ার সংবাদে মিস্ প্র যে অনুপাতে মুষড়ে পড়লেন ঠিক সেই অনুপাতে অদম্য সাহসে তিনি পিতাকে উদ্ধার করবার জন্য তৎপর হ'লেন। বিজ্ঞান-চর্চ্চা ক'রে মিঃ চট্ বহুবিধ জিনিষ আবিষ্কার করেছিলেন এবং বিনিময়ে তিনি হ'য়েছিলেন বিপুল অর্থের অধিকারী। আজন্মউপার্জ্জিত সেই বিপুল অর্থের বিনিময়ে মিস্ প্র চাইলেন তাঁর পিতাকে ফিরে পেতে। এই কাজে তিনি পেলেন মিঃ ঘো-র ঐকান্তিক সহানুভূতি ও সাহায্য।......

তাঁরা চন্দ্রলোকে গিয়ে হাজির হ'লেন। বহু লোকজন নিয়ে তাঁরা সমাধি-গহ্বরের পার্শ্বস্থিত গহ্বরের পাশে উপস্থিত হ'লেন। ঐ ক্ষুদ্র গহ্বরের আশপাশ চতুর্দ্দিক দীর্ঘতম লতা-গাছে পরিপূর্ণ এবং নরখাদক ব্যাঙ্-জাতীয় জীবের আবাসভূমি। বিদ্যুতের সাহায্য নিয়ে ঐ সমস্ত ভীষণ ভয়াবহ জন্তুর হাত থেকে আত্মরক্ষা ক'রে তাঁরা গহ্বরে নামবার সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত করতে মন দিলেন। কয়েকটি দীর্ঘতম লতাকে নিয়ে একটা মই বা সিঁড়ি তৈরী করা হ'লো। ঐ সিঁড়ির গায়ে বেশ কিছুদূর অন্তর অন্তর বিশ্রামের জন্য এক একটি ক্ষুদ্র ঝুলন্ত ঘর জুড়ে দিয়ে তার মধ্যে খাদ্য ও বিছানা রাখা হ'লো। বৈদ্যুতিক তার ঐ সিঁড়ির

গায়ে সংযোগ ক'রে ঘরগুলি ও সিঁড়িটি করা হ'লো আলোকিত।

গহ্বরের ধারে প্রায় পঞ্চাশটি তাঁবু খাটান। একটি অফিস, আর দুটি মিস্ প্র ও মিঃ ঘো-র শয্যাগৃহ, খাবার ঘর হিসাবে চতুর্থ তাঁবুটি ওরা উভয়ে ব্যবহার করেন। বাকি তাঁবুগুলি তাঁদের লোকজনের জন্য। খাদ্যাদির জন্য আর তাঁদের পূর্ব্বের মত ব্যস্ত হ'তে হয় না,—মিঃ বটের বড়িই তাঁদের ক্ষুধার অভিযোগ মিটিয়ে দেয়।

চন্দ্রলোকের তো কথাই নেই, পৃথিবীর শেষ প্রান্ত হ'তে বহু খ্যাতনামা লোক তাঁদের সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এসে উৎসাহিত কচ্ছেন, যাঁরা না আসতে পাচ্ছেন তাঁরা প্রেরণ কচ্ছেন প্রশংসাবাদ ও উৎসাহপূর্ণ বাণী। খবরের কাগজগুলো প্রায় প্রতিটি মুহূর্ত্তে ওঁদের সংবাদ সারা পৃথিবীময় প্রচার কচ্ছে।

"Go On" পত্রিকাখানির কাটতি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী। এর মতেরও একটা বিশিষ্ট দাম আছে। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নামকরা লেখক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের লেখা এতে ছাপা হয়। কাগজখানির চাহিদা এত বেশী যে ছেপে কুলিয়ে ওঠা যায় না। নানারকম ও নানারঙের ছবিও এতে বেরোয়। কাগজখানি এককথায় ছেলে বুড়ো সবার প্রিয়। ছেলেদের উপযোগী গল্প, কবিতা, প্রবন্ধও এতে আছে।

এই সর্ব্বজনসমাদৃত প্রসিদ্ধ পত্রিকাখানিতে একদিন মিস্ প্র ও মিস্ ঘো-র মৃত্যু-অভিযান সম্বন্ধে সম্পাদকীয় স্তম্ভে নিম্নলিখিত মন্তব্যটি প্রকাশিত হ'তে দেখা গেল :—

মৃত্যু-অভিযানে

মিস্ প্র ও মিঃ ঘো

এঁদের যাত্রার উদ্যোগ পূর্ণমাত্রায় চলিতেছে। এঁদের উদ্যোগে কিন্তু আমরা মোটেই আশান্বিত হইতে পারিতেছি না। কাঠবিড়ালির দ্বারা সাগরবন্ধন যেমন অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য, সামান্য লতার সিঁড়ি আশ্রয় করিয়া মৃত্যু-অভিযানে যাত্রা করাও ঠিক তেমন অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য। প্রত্নতত্ত্ববিৎ মিঃ ঘো-র ঐ অদ্ভুত ও উৎকট সিঁড়ির পরিকল্পনা লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে হয়তো প্রশংসার দাবী করিলেও করিতে পারিত কিন্তু বর্ত্তমান যুগে নয়। লতার সিঁড়ি এ যুগে শুধু হাস্যকর নয়—একদম অচল। বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ মিঃ ঘো-র স্মরণ রাখা উচিত যে মিঃ চটের কন্যা মিস্ প্র-র জীবন-মরণ মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ভর করিতেছে তাঁহারই কার্য্যের উপর! আমরা জিজ্ঞাসা করি,—আধুনিক যুগোপযোগী বিজ্ঞানসম্মত কোন কিছুর সাহায্য না লইয়া বা বৈজ্ঞানিক উপায়ে ঐ অতলস্পর্শী গহ্বরে অবতরণ করিবার চেষ্টা না করিয়া মিঃ ঘো-র এই অদ্ভুত অর্থহীন খেয়ালের সার্থকতা কি? এই মৃত্যু-অভিযানে যদি মিঃ ঘো আর মিস্ প্র কৃতকার্য্য হন তবেই তো সমস্ত বিশ্ব ও তাঁহারা নিজে উপকৃত হইবেন, নচেৎ ইহার সার্থকতা কোথায়? এই বিরাট বিশ্বের প্রতি প্রাণীটি আজ যাঁহাদের দিকে আকুল-আগ্রহ নেত্রে চাহিয়া রহিয়াছে তাঁহাদের দায়িত্বের কথা

তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া বাহুল্য বলিয়াই মনে হয়। বিশ্ববাসীর শুভেচ্ছায় তাঁহাদের আশা জয়যুক্ত হোক !

"Go On"এর "গ্রাটিস্ এড্ভাইস" বৃথা যায় না। মিঃ ঘো তাঁদের উদ্যোগপর্ব্ব ও পন্থা পরিবর্ত্তিত করেন। একটি ঝুলন্ত কাচের ঘর তৈরী হয়। ঘরখানিকে আরামপ্রদ ক'রে তোলবার জন্য চেস্টার ত্রুটি হয় না। বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা চালিত একটি বিরাট কপিকলের সাহায্যে দীর্ঘ লৌহশিকল-সংলগ্ন ঐ কাচের ঘরটি গহ্বরের মুখে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

এইরূপ অনিশ্চিতের পথযাত্রীদের সাধারণতঃ যা যা জিনিষ প্রয়োজন—সমস্তই ঐ ঘরটির মধ্যে লওয়া হয়। ঘরটির দরজা জানালা সবই বৈজ্ঞানিক প্রথায় প্রস্তুত, কাজেই যাত্রীদের অসুবিধার বিশেষ কোন কারণ দেখা গেল না। খাদ্য ও পানীয়ের অভাব দূর করবার জন্য মিঃ বট্‌-আবিষ্কৃত বহু বড়ি বড় বড় কাচের জারে ভর্ত্তি ক'রে ঘরের মধ্যে রাখা হ'লো। লতাবন কেটে বেশ কতকটা স্থান পরিষ্কার ক'রে একটা বিরাট সভার আয়োজন করা হ'য়েছে। বহু গণ্যমান্য লোক পৃথিবীর নানা স্থান হ'তে এসে এই সভায় সমবেত হয়েছেন,—মিঃ ঘো ও মিস্ প্রকে বিদায়-অভিনন্দন দেবার জন্য। মিঃ ঘো ও মিস্ প্রকে উদ্দেশ ক'রে বহু লোক বহু বক্তৃতা দিলেন, নানা বিপদের উল্লেখ ক'রে তাঁদের উপদেশ দিলেন, তাঁদের সৎসাহসের প্রশংসা করলেন, জীবন্ত অবস্থায় মিঃ চট্ ও তদীয় বন্ধু মিঃ দত্তকে পৃথিবীর বুকে পুনরায় ফিরে পাবার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন আর করলেন তাঁদের জয়যাত্রার

সাফল্য কামনা। মিস্ প্র ও মিঃ ঘো প্রত্যুত্তরে তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। সভাঅন্তে সকলের নিকট বিদায় নিয়ে মিঃ ঘো ও মিস্ "প্র" কাচের ঘরখানির মধ্যে প্রবেশ করলেন হাসিভরা মুখে। ছোট ছোট চার-পাঁচ মাসের ছেলেমেয়েরা সমবেতকণ্ঠে বাজনার তালে তালে বিদায়-সঙ্গীত আরম্ভ করে, ঐ অপূর্ব্ব উৎসাহপূর্ণ বাণীভরা গান শুনতে শুনতে আনন্দ-সজল চোখে তাঁরা পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে স্বেচ্ছায় মৃত্যু-অভিযানে যাত্রা করেন। কঠিন লৌহনির্ম্মিত শিকলে বাঁধা কাচের ঘরটিকে ওপরের মানুষ ধীরে ধীরে অনন্ত গহ্বরে নামিয়ে দেয়। পৃথিবীর ওপরের মানুষগুলো পলকবিহীন নেত্রে চেয়ে থাকে ঐ গভীর অন্ধকারে ডুবে যাওয়া কাচের ঘরখানির দিকে। তাঁদের চোখের কোণে জমে ওঠে দুফোঁটা জল।

ঐ মুক্তার মত অশ্রুবিন্দু দুটি কিসের চিহ্ন—আনন্দের না দুঃখের ?

পাতালপুরীর অন্তরালে

পাথরে পাথরে ঠুকে মিঃ কো আবার আগুন জ্বালালেন। আগুন জ্বলে আবার ক্ষণেকের মধ্যে নিভে গেল। স্তিমিত আলোকে দেখা গেল কি যেন একটা জিনিষ ,অল্পদূরে পড়ে আছে। মিঃ কো জিনিষটা কুড়িয়ে নিলেন, কিন্তু জিনিষটা যে কি তা তিনি বুঝতে পারলেন না। আবার পাথর ঠুকে আগুন জ্বালিয়ে ঐ জিনিষটি আগুনের মুখে ধরলেন। অল্প চেষ্টাতেই জিনিষটা জ্বলে উঠে সারা হলঘরখানাকে অস্পষ্ট আলোকে ভরিয়ে দিলে, বোধ হয় জিনিষটা কাষ্ঠজাতীয় কিছু একটা হবে!

জ্বলন্ত কাঠখানা হাতে নিয়ে মিঃ কো মিঃ চটের দিকে এগিয়ে এলেন। মিঃ চটের তখন কপাল কেটে রক্ত ঝরে পড়ছে, তিনি নিশ্চলভাবে পাথরের মেঝের ওপর পড়ে আছেন। জামার আস্তিন ছিঁড়ে মিঃ চটের কপালের রক্ত মুছে দিতে দিতে মিঃ কো বললেন,—Hallo Mr. Chat!

মিঃ চট্ শুধু অস্ফুট আর্ত্তনাদে মাথাটা একটু নাড়লেন, শুক্‌নো জিভটা ঠোঁটের ওপর বারদুয়েক বুলিয়ে তিনি যেন কি ইঙ্গিত করলেন। অনুমানে,—জল চাইছেন বলেই মনে হলো। কালবিলম্ব না ক'রে মিঃ কো সেই জ্বলন্ত কাঠখানা হাতে নিয়ে হলঘরের ভিতর দিকে এগিয়ে চললেন। অল্পকিছুক্ষণ চলার পর তিনি একটি বিরাট প্রাঙ্গণে এসে পড়লেন। প্রাঙ্গণটির

চতুর্দ্দিকে ছোট বড় মাঝারি প্রভৃতি নানা আকারের ঘর। কোন-খানা ত্রিভুজের মত তিনকোণা, কোনখানা বা শাঁখের মত কুণ্ডলী-পাকান, কোনটা বা পিরামিডসদৃশ, আবার কোন ঘরখানা বা সহস্রকোণা। বিস্ময়ের যেখানে অন্ত নেই সেখানে বিস্মিত হওয়া মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ। মিঃ কো-র এখন পানীয়ের প্রয়োজন, বন্ধুকে বাঁচাবার জন্য তাঁর জল চাই। কিন্তু এই জনমানবশূন্য স্থানে কে তাঁকে জলের সন্ধান দেবে! জলের সন্ধানে মিঃ কো এক ঘর থেকে আর এক ঘরে ঘুরে ফেরেন। ঘরগুলি অপরিষ্কার, ধূলা বালি প্রভৃতি আবর্জ্জনায় শ্রীহীন, কিন্তু প্রত্যেক ঘরখানি সুসজ্জিত। ঘরগুলি নানা জিনিষে পরিপূর্ণ, চারভাগের একভাগ জিনিষও মিঃ কো জীবনে কোনদিন দেখেন নি। মন্ত্রমুগ্ধের মত মিঃ কো যেন কোন শিল্প-প্রদর্শনীর মধ্যে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। কিছুক্ষণ ঘোরবার পর মিঃ কো আবার একটা হলঘরের মধ্যে এসে পড়লেন। হতাশ হবার কিছুই নেই, হলঘরখানার পাশেই আবার সুরু হয় ঘরের সারি। প্রথম ঘরখানায় ঢোকবার পথে তাঁর পায়ে যেন কিসের একটা পরশ লাগে। আতঙ্কে ঈষৎ শিউরে উঠে মিঃ কো জলন্ত কাঠ নিয়ে ফিরে দাঁড়ালেন। আরে, একি! কুকুর এখানে কোথা থেকে এলো! না—ঠিক কুকুর তো নয়, কতকটা কুকুরের মত দেখতে মাত্র। লেজ নাড়তে নাড়তে কুকুরের মত মুখের দিকে চেয়ে আছে। তবে এটা কি জানোয়ার! যা পারে হোক; মোটকথা জানোয়ারটা হিংস্র নয় এই রক্ষে, নইলে এতক্ষণ বিশ্বভুবন অন্ধকার দেখিয়ে দিত। জন্তুটাকে ডেকে নিয়ে মিঃ

কো আবার এগিয়ে চললেন। এবার যে ঘরে ঢুকলেন সেখানা শোবার ঘর বলেই মনে হ'লো। শোবার ঘরের যখন সন্ধান পাওয়া গেছে তখন আশপাশে খাবার ঘরখানাও নিশ্চয়ই আছে। খাবার ঘরের সন্ধান পেলে, বরাতটা যদি সত্যই সুপ্রসন্ন হয় তবে কিছু খাবার-দাবারও মিলে যেতে পারে! এমনি আবোল-তাবোল নানা লোভনীয় কথা উত্তেজিত মস্তকে ও মনে ভাবতে ভাবতে সত্যিই তিনি খাবার ঘরে এসে পড়লেন। খাদ্য কিন্তু চোখে পড়লো না—ক্ষুধাই শুধু বেড়ে গেল, হতাশভাবে মিঃ কো ঘরের মেঝেয় বসে পড়লেন। জ্বলন্ত কাঠখানাও প্রায় নিভে এসেছে, জন্তুটা কিন্তু এখনও তার সঙ্গ ছাড়েনি। মানুষের শরীর তো, কত আর সয়! ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় আর পথশ্রমে মিঃ কো-র শরীর ও মন ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে। হতভাগা জন্তুটার উপদ্রব এবার সত্যিই মিঃ কোর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটায়। জন্তুটা একবার ক'রে ছুটে গিয়ে একটা ছোট্ট আয়না আঁচড়ায়, আবার ছুটে এসে মিঃ কো-র জামা ধরে টানাটানি করে, আবার ছুটে যায়—আবার আসে। এই রকম ছোটাছুটি আর টানাটানিতে মিঃ কো-র ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে, তিনি জ্বলন্ত কাঠখানা জন্তুটার দিকে ছুঁড়ে মারেন, জন্তুটা লাফিয়ে পরিত্রাণ পায়, কিন্তু জ্বলন্ত কাঠটির স্পর্শে কি একটা জিনিষ জ্বলে উঠে সারা ঘরখানি সুন্দর আলোকে ভরে দেয়। জিনিষটা আর কিছুই নয়—কাছির মত পলিতাযুক্ত একটা বিরাট ল্যাম্প। মানুষের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে কিন্তু জন্তুটির ঘটে না, সে বিপুল ধৈর্য্যসহকারে দরজাটি পূর্ব্ববৎ আঁচড়ে চলেছে আর এক-একবার মুখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে মিঃ

কোকে দেখছে বা চোখের ইসারায় ডাকছে, মারের ভয়ে কাছে যেতে সাহস কচ্ছে না। কি মন গেল, মিঃ কো উঠে এসে ঐ ক্ষুদ্র আয়নাসংযুক্ত দরজায় মারলেন একটা লাথি, ঝন ঝন ক'রে কাঁচটা ভেঙে পড়লো কিন্তু কাঁচসংলগ্ন কাঠের দরজা রইল অটল, অচল, নিশ্চল। জন্তুটা তবুও থামে না, কাঁচভাঙা দরজাটাই প্রাণপণে আঁচড়ায়! কোন কিছু ঠিক করতে না পেরে মিঃ কো দরজার সামনে বারকয়েক পায়চারি করেন। হঠাৎ দরজাটি অদৃশ্য হয়। জন্তুটা মহা উল্লাসে কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, মিঃ কো ল্যাম্পটা হাতে নিয়ে ভিতরে প্রবিষ্ট হন। ক্ষুদ্র গুহার মত ঘরখানি অজস্র পিপেতে পরিপূর্ণ। জন্তুটির কাজের এখনও বিশ্রাম নেই, সে পিপের পর পিপে আঁচড়াতে থাকে। মিঃ কো পর পর গোটাকয়েক পিপের মুখ ভেঙ্গে ফেললেন। বেশ সুন্দর গন্ধে ঘরটা ভরে গেল। পিপার মধ্যস্থিত পদার্থ খাদ্য-সামগ্রী বলেই মনে হয়, কিন্তু পরীক্ষা না ক'রে খাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। মিঃ কো প্রত্যেক পদার্থের কিছু কিছু খাদ্য জন্তুটিকে খেতে দিলেন। জন্তুটিকে মহা আনন্দে লেজ নাড়তে নাড়তে গোগ্রাসে খাদ্যগুলির সদ্ব্যবহার করতে দেখে মিঃ কো-র জঠরাগ্নি যেন একলহমায় চারগুণ বেড়ে গেল। মিঃ কো দক্ষিণহস্তের ব্যাপার দিক্‌বিদিকজ্ঞানশূন্য হ'য়ে সম্পন্ন করতে লাগলেন। প্রাণ যাক আর থাক, বহুদিন পরে মুখরোচক উপাদেয় খাদ্য পেয়ে মিঃ কো মরিয়া হ'য়ে উঠলেন। নিজেও যত খান জন্তুটাকেও তত খাওয়ান। জন্তুটাও বোধ হয় মিঃ কো-র মতই বহুদিন উপবাসী, নইলে সেও অমন প্রাণের মায়া

বিসর্জ্জন দিয়ে খাবে কেন! বোধ হয় গলা পর্য্যন্ত ভর্ত্তি না ক'রে ওরা কেউই খাদ্যদ্রব্যকে নিষ্কৃতি দেবে না।

অত্যধিক খেয়ে মিঃ কো উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতাটুকুও হারিয়ে ফেললেন, কাজেই মাটি নেওয়া ছাড়া তাঁর আর অন্য উপায় রইলো না; তিনি হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে ঐ খাদ্যাদির পিপের পাশেই লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড়লেন। জন্তুটার অবস্থাও তথৈবচ অর্থাৎ সেও তার প্রভুর মতন চার হাত-পা ও লেজটি ছড়িয়ে দিয়ে মিঃ কো-র পাশে শুয়ে পড়লো।

মূর্চ্ছিত তৃষ্ণার্ত্ত বন্ধু মিঃ চটের কথা যখন তাঁর মনে পড়লো তখন তাঁর আঙ্গুলটি পর্য্যন্ত নাড়বার ক্ষমতা নেই, রাজ্যের ঘুম যেন নেমে আসছে তাঁর চোখের পাতায়।

সূর্য্য তখন গহ্বরটির ঠিক মাথার উপর।

বৎসরে মাত্র কয়েক মাস দুপুরের কয়েক মিনিট এই গহ্বরটি সূর্য্যালোকে আলোকিত হয়। সূর্য্যের তীব্র আলো হলঘরের পাশ দিয়ে মূর্চ্ছিত মিঃ চটের মুখের উপর এসে পড়ে। তাঁর চেতনা ফিরে আসে, অস্ফুটকণ্ঠে "মিঃ কো—মিঃ কো' ব'লে বার দুয়েক ডেকে তিনি অতিকষ্টে উঠে বসলেন। সূর্য্যালোক দেখে মিঃ চট্ আনন্দে আত্মহারা। উঃ, কত কতদিন এ আলো তিনি দেখেননি, আর নূতন ক'রে দেখবার আশাও করেননি। সূর্য্যালোকে গত দিনের বহু কথাই তাঁর মনের কোণে দোল দিয়ে যায়। মনে পড়ে পৃথিবীর কথা। মাতৃহারা কন্যা মিস্ প্র, বৈজ্ঞানিক বন্ধু মিঃ বট্, প্রত্নতাত্ত্বিক মিঃ ঘো, আরো কত-কত বন্ধুবান্ধবের সুমধুর ছবি ভেসে

উঠে মিঃ চটের মানসনয়নে। এমান সূর্য্যালোকে পূর্ব্বের মত আর কি কোনদিন পৃথিবীর উপর ওদের সঙ্গে দেখা হবে! মিঃ চটের অতিবড় সাধের পরিকল্পনা কি কোনদিন পৃথিবীর বুকের ওপর রূপ-রসে সঞ্জীবিত হ'য়ে ওঠবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করবে!

কিন্তু—কিন্তু মিঃ কো কোথায় গেল!

মিঃ চট্ দুর্ব্বল দেহটাকে কোনরকমে টেনে নিয়ে এগিয়ে চললেন। যতই অগ্রসর হন ততই তাঁর বিস্ময় বৃদ্ধি পায়। জনমানবশূন্য জরাজীর্ণ একটা ক্ষুদ্র নগরী যেন একটা নরকঙ্কালের মত নিশ্চলভাবে পড়ে রয়েছে। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যেন কোন এক নিপুণ শিল্পী এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশ ত্রিশতলা বাড়ীগুলি তৈরী করেছে। রাস্তাঘাটগুলোর অস্পষ্ট চিহ্ন মরা সাপের মত এঁকে বেঁকে নগরটির এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত নির্জীবভাবে পড়ে আছে। পাথরের মত কঠিন, বরফের মত জমাটবাঁধা স্তব্ধতা চারিদিকে ছড়ান, নিজের নিঃশ্বাসের শব্দটি পর্য্যন্ত নিজের কান এড়ায় না। পথের আশপাশে দু'একটা নাম-না-জানা গাছ। বিরাট জঙ্গলে ঐ ক্ষুদ্র নগরীর বাইরেটা সমাচ্ছন্ন। কিছুদূর চলবার পর মানুষের কঙ্কালের মত প্রায় প্রস্তরীভূত গোটা কয়েক কঙ্কাল তাঁর চোখে পড়লো। মিঃ চট্ এইবার কৌতূহলের বশবর্ত্তী হ'য়ে একটার পর একটা বাড়ী দেখতে আরম্ভ করলেন। বাড়ীগুলো এমনি কায়দায় তৈরী যে একটার ভিতর দিয়ে আর একটার মধ্যে ও সেটার ভিতর দিয়ে পরেরটার মধ্যে যাওয়া যায়। প্রত্যেক বাড়ী প্রায় দরজা

জানলাশূন্য, বোধ হয় বহু পুরাতন হওয়ায় ভেঙ্গেচুরে গেছে। গত যুগের অতি পুরাতন আসবাবপত্রে ঘরগুলি সজ্জিত। দেওয়ালের গায়ে টাঙ্গান ছবিগুলো হ'তে পুরাতন যুগের মানুষের চেহারা কতকটা আন্দাজ ক'রে নেওয়া যায়। সে মানুষগুলো লম্বা-চওড়ায় এ যুগের মানুষের চেয়ে অনেকগুণ বড়। শোবার খাটগুলো এত বড় যে এক-একটা খাটে অন্ততঃ পঁচিশ-তিরিশজন লোক অনায়াসে শুতে পারে। লেখার টেবিলগুলোও এত বড় যে দাঁড়িয়ে তবে নাগাল পাওয়া যায়। একটা টুলের সাহায্য ছাড়া চেয়ারে উঠে বসবার ক্ষমতা এ যুগের কোন লম্বা লোকের নেই। লম্বায় বাড়ীগুলোর তালার সংখ্যা কম কিন্তু লম্বা ও চওড়ায় এক-একখানি ঘর বিস্ময়ের উদ্রেক করে। আলমারিতে সাজান এক-একখানা বই এত বড় ও ভারী যে একজন মানুষের পক্ষে তোলা কষ্টকর। কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখা গেল যে show caseএর মধ্যে মানুষের জামার মত কত কি টাঙ্গান রয়েছে। জামাগুলো এতবড় যে পাঁচ-সাতটা মানুষ অনায়াসে এক-একটা জামার মধ্যে আত্ম-গোপন করতে পারে। এক-একটা কি লম্বা! বাপ্, ঠিক একটা মানুষের মত লম্বা, বা তার চেয়েও বড়। উঃ, কি ছাতা রে বাবা, ওটাকে তাঁবুর মত ক'রে খাটিয়ে বেশ বসবাস করা যায়। অত বড় ভারী জিনিষ সে যুগের লোক বয়ে নিয়ে যেতো কি করে! ওটা বোধ হয় জুতো। কিন্তু ওরকমের একপাটি জুতো বয়ে নিয়ে যেতে হলে তো একটা মুটে দরকার। আরো কত

শত অদ্ভুত নাম-না-জানা বড় বড় জিনিষে যে বাড়ীগুলি ভর্ত্তি তার আর ইয়ত্তা নেই।

চোখের আশ মেটবার জিনিষের অন্ত নেই কিন্তু আসল জিনিষের কোন চিহ্নই এখন পর্য্যন্ত মিললো না। মেলবার সম্ভাবনায় মিঃ চট্ একেবারে হতাশ হলেন না। মানুষের ব্যবহার্য্য এত প্রচুর জিনিষ যেখানে পাওয়া যায় সেখানে খাদ্যের দুর্ভিক্ষ হবে—এমন কথা মিঃ চট্ ভাবতেই পারলেন না।

* * * * *

জন্তুটা নড়ে চড়ে মিঃ কো-র ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়।

ঘরের আলোটা তখনও জ্বলছে। পিছনদিকের একটা ঘুলঘুলি দিয়ে দিনের আলোর মত কেমন একটা আলো ঘরের বিপরীত দিকের দেওয়ালে অস্পষ্টভাবে এসে পড়েছে। ঘুম ভাঙা মাত্র মিঃ চটের কথা তাঁর মনে পড়ে। ছিঃ ছিঃ, কাজটা মোটেই মানুষের মত হয়নি। জলাভাবে একজন মৃত্যুপথ-যাত্রী আর তারই বন্ধু দিব্যি আরামে খেয়ে দেয়ে নিদ্রাসুখ ভোগ কচ্ছে। মিঃ কো উঠে বসলেন। বারকয়েক হাই তুলে ইসারায় জন্তুটাকে কাছে ডেকে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। একটা ভাঙা পাত্র অদূরে পড়েছিল, সেটা কুড়িয়ে মিঃ কো তার মধ্যে বন্ধুর জন্য কিছু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে দরজার দিকে দু'পা এগিয়েই স্তম্ভিত ও স্তব্ধ হ'য়ে পাথরের মত দাঁড়িয়ে পড়লেন। ঘরখানির মধ্যে দরজার চিহ্নমাত্র নেই। যতদূর মনে পড়ে—যে দিকে দরজা ছিল সে দিকটা হুবহু আশেপাশের দেওয়ালের রঙের সঙ্গে মিশে গেছে। এর চেয়ে আশ্চর্য্য

ব্যাপার জগতে আর কি থাকতে পারে বা ঘটতে পারে! কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ঘরের দরজা দেওয়াল হ'য়ে পরিপূর্ণভাবে দেওয়ালের সঙ্গে মিশে গেল। মায়াপুরীর একি অদ্ভুত মায়ার খেলা! ভাণ্ডারে যত খাদ্যই থাক, একদিন-না-একদিন তা শূন্য হবেই হবে। তখন খাদ্যাভাবে শুকিয়ে কুঁকড়ে এই বন্ধ ঘরের ভিতর মৃত্যু অনিবার্য্য। কিন্তু এমন করুণ ভয়াবহ মৃত্যুর চেয়ে প্রশস্ত আকাশতলে ধরণীর মাটির বুকে মৃত্যুই শতগুণে বাঞ্ছনীয়। উঃ—মানুষের কল্পনাও যে এমন তীব্র ভয়াবহ যন্ত্রণাদায়ক হ'তে পারে মিঃ কো তা জীবনে এই প্রথম মর্ম্মে অনুভব করলেন।

ঐ কালো কুচকুচে লোভী জন্তুটার ওপর ভীষণ রাগ হ'লো। ঐ হতভাগাই তো যত নষ্টের মূল, ওই তো পথ দেখিয়ে এই খুনে মানুষধরা খাদ্যভাণ্ডারে নিয়ে এলো। নেই বা মিলতো খাদ্য, নেই বা মিলতো পানীয়! ওই তো করালে বন্ধুবিচ্ছেদ! ওটা একটা মায়াবী জীবন্ত রাক্ষস।

ওটাকে—ওটাকে—

হাতের কাছে কিছু না পেয়ে মিঃ কো সজোরে মারলেন জন্তুটাকে একটা প্রচণ্ড লাথি। লাথির চোটে জন্তুটা ঘরের ওকোণে ঠিকরে পড়ে করুণ আর্ত্তনাদ করতে লাগলো। মিঃ কো চারপাশের দেওয়ালে দরজা আবিষ্কার করার বৃথা চেষ্টা ক'রে হতাশ হ'য়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে চুপ ক'রে বসে পড়লেন জন্তুটা পোষা কুকুরের মত লেজ নাড়তে নাড়তে কাছে এগিয়ে এলো নিজের ব্যথা ভুলে। সে যেন বোঝাতে চায় যে সে নির্দ্দোষ; প্রভুকে বিপদগ্রস্ত করার মতলব তার মোটেই ছিল না

সত্যি ও বেচারীর অপরাধ কি! আহা, অবলা জীবটাকে শুধু শুধু মারা মোটেই উচিত হয়নি, ও শুধু খাবারের গন্ধে ছুটে এসেছে বইতো নয়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে দরজাটা খোলে ও বন্ধ হয়। সমস্ত তত্ত্ব না জেনে এ ঘরে প্রবেশ করাই উচিত হয়নি। দেখা যাক্—"কিম্ ভবিষ্যতি"।

হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। দিনের একঝলক আলোয় ক্ষুদ্র কক্ষটি হ'লো আলোকিত। সবিস্ময়ে মিঃ কো দেখলেন—দরজার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে মিঃ চট্। মুহূর্ত্তে মিঃ কো ছুটে এসে বন্ধুকে মারলেন এক ধাক্কা। মিঃ চট্ ঠিকরে পড়লেন হাত কয়েক দূরে। মিঃ কো তাড়াতাড়ি গিয়ে বন্ধুকে উঠতে সাহায্য করে বললেন,—"বড্ড লাগলো মিঃ চট্?"

ক্রোধে ও আচমকা পড়ার যন্ত্রণায় মিঃ চটের মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছিল না। একটু সামলে নিয়ে ঘৃণায় মুখখানা বিকৃত ক'রে মিঃ চট্ বললেন—"ইচ্ছে করে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হ'লো, আবার নির্লজ্জের মত জিজ্ঞেস করা হচ্ছে,—'বড্ড লাগলো?' যাও, আর আমার গায়ের ধূলো ঝাড়তে হবে না।"

মিঃ কো বললেন,—"চটো না বন্ধু। আমি যা করেছি তোমার আমার ভালোর জন্যই করেছি। কাল থেকে আমি ঐ ঘরে বন্দী হ'য়ে আছি। হয় ঘরটা ভূতুড়ে, আর নয় কোন বৈজ্ঞানিক উপায়ে খোলে ও বন্ধ হয়। ওর ভিতর ঢুকে পড়লে আপসে দরজাটা বন্ধ হ'য়ে যেতো, তখন তোমার আমার অবস্থাটা যে কি হ'তো তা আর আমায় কষ্ট ক'রে বুঝিয়ে বলবার দরকার নেই।"

সমস্ত ঘটনাটা মিঃ চটের নিকট বর্ণনা ক'রে মিঃ কো বললেন,—"কিন্তু ওর ভিতর আবার আমাদের ঢুকতেই হবে! মানুষ না খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে না, কাজেই বাঁচতে হ'লে খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন।" দরজাটার দিকে চেয়ে একরকম নিজের মনেই মিঃ চট্ বললেন,—"ঘরটার সামনে দু'একবার চলাফেরা করার মধ্যেই দরজাটা খুলে গেল, তাহ'লে—তাহ'লে নিশ্চয়ই কোন লুকান"...

মিঃ চট্ এগিয়ে গিয়ে দরজাটার সামনের ধূলা ও আবর্জ্জনা পা দিয়ে সরিয়ে পরিষ্কার ক'রে ফেললেন। তারপর মিঃ চট্ বিশেষ লক্ষ্য রেখে দরজার সামনে বারকয়েক পায়চারি করলেন। হঠাৎ এক জায়গায় পা ফেলামাত্র দরজাটা বন্ধ হ'য়ে গেল। দুই বন্ধু হাত দিয়ে সেখানের ধূলামাটি সরিয়ে দুটি স্প্রিংসংযুক্ত সুইচ্ জাতীয় জিনিষ আবিষ্কার করলেন। একটি সুইচ্ টিপলে দরজাটি খোলে এবং অন্যটিতে বন্ধ হয়। অনুসন্ধান ক'রে দেখা গেল যে খাদ্যভাণ্ডারের মধ্যেও ঐ একই পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে।

দেখতে দেখতে দিনের আলো নিভে এলো।

সন্ধ্যার ঘর অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন হ'য়ে ঐ জনহীন মায়াপুরী যেন প্রেতের আবাসস্থল বলে মনে হয়। ল্যাম্পটা জ্বেলে দু' বন্ধুতে আহারাদি সম্পন্ন ক'রে পাশের ঘরের খাটখানার ধূলা ঝেড়ে শুয়ে পড়েন। মিঃ চট্ জন্তুটার নামাকরণ করেছেন "বুল্"। বুল্ও প্রভুদের প্রসাদ পেয়ে খাটের তলায় কুকুরকুণ্ডলী হ'য়ে শুয়ে পড়লো।

ভোরের অস্পষ্ট আলো নেমে এসেছে পাতালপুরীর বুকে।

দুটি মূর্ত্তিকে ধীরে ধীরে সেই মায়াপুরীর মধ্যে প্রবেশ করতে দেখা গেল। দু'জনেই অতি সন্তর্পণে চঞ্চল মন ও চঞ্চল নয়নে পদক্ষেপ কচ্ছে। এমন সন্দেহজনকভাবে যারা ঘোরা-ফেরা করে—হয় তারা নবাগত আর নয় চোর বা ঐ জাতীয় কোন জীব। কিন্তু এরা কারা? কি-ই বা এদের উদ্দেশ্য?

এরা খানিকটা এগোয় আবার পিছিয়ে এসে অন্য পথ ধরে, চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে ফিস্ ফিস্ ক'রে কি যেন আলোচনা ক'রে আবার অগ্রসর হয়। কতকটা পথ চ'লে বোধ হয় পরিশ্রান্ত হ'য়ে একজায়গায় ঈষৎ আঁধারের কোল ঘেঁষে একটু বসে। বিস্ময়, ভয়, হতাশা যেন তাদের চোখ-মুখ দিয়ে ঠিকরে পড়ছে। আবার চলা সুরু হয়।

হঠাৎ বুল্ ঝঙ্কার দিয়ে ডেকে ওঠে। মূর্ত্তি দুটি তখন মিঃ চট্ ও মিঃ কো-র ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। বুলের আচমকা ডাকে চমকে ওঠে সকলেই অর্থাৎ ঘুমন্ত মিঃ চট্ ও মিঃ কো এবং আগন্তুকদ্বয়। আপাদমস্তক আচ্ছাদিত দুটি অস্পষ্ট মূর্ত্তিকে তাঁদেরই শয্যাপার্শ্বে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মিঃ চট্ ও মিঃ কোর তন্দ্রা টুটে যায়। কেমন একটা অজানিত আতঙ্কে উভয়েই শিউরে ওঠেন।

"কে—কে তোমরা?" কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করতে করতে উভয়েই খাটের ওপর থেকে লাফ দিয়ে নীচে নামেন। আগন্তুক-দ্বয় ত্রস্তে পিছিয়ে আসে। উভয়েই দুটি ক্ষুদ্র আগ্নেয় অস্ত্র

উঁচিয়ে ধরে বলে,—"খবরদার! আর এক পা এগোয় তো তোমাদের গুলি ক'রে মারবো। হাত তোল—ওয়ান"—

কম্পিত কলেবরে মিঃ চট্ ও মিঃ কো ঊর্দ্ধদিকে হাত তোলেন। মিস্ 'প্র' এইবার জিজ্ঞাসা করে কঠোর কণ্ঠে,—"এইবার বলো তোমরা কে?" অভিভূতের মত মিঃ চট্ বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে,—"তুমি—তোমরা!" মিঃ ঘোর দিকে চেয়ে মিস্ 'প্র' বলে,—"কি আশ্চর্য্য 'কু', এর কণ্ঠস্বর ঠিক যেন আমার বাবার মত!"

প্রাণের মায়া মিঃ চট্‌কে ধরে রাখতে পারলে না। আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে তিনি ছুটে গিয়ে কন্যাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন,—ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মিঃ ঘো-র আগ্নেয় অস্ত্র প্রবল বিক্রমে গর্জ্জে উঠলো। কিন্তু মিঃ ঘো লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় গুলিটা মিঃ চটের গায়ের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ছল ছল জলভরা চোখে মিঃ চট্ কন্যার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন,—"মিঃ ঘো না চিনতে পারেন কিন্তু তুই মা হ'য়ে তোর বুড়ো ছেলেকে চিনতে পারলিনি মা।"

মিঃ চট্‌কে চিনতে পারা মাত্র মিঃ ঘো-র হাত থেকে আগ্নেয় অস্ত্রটি মাটির বুকে খসে পড়ে।

এতক্ষণ মিস্ 'প্র' অবাকবিস্ময় নেত্রে মিঃ চটের সেই ভয়াবহ বীভৎস মূর্ত্তির দিকে চেয়েছিল। মাত্র এই ক'দিনে মানুষের চেহারা এমনভাবেও বদলে যেতে পারে! কি চেহারা—কি হ'য়েছে। এ ব্যক্তি যেন সত্যি সত্যিই মিঃ চট্ নয়, আর কোনকালে ছিলও না, এ যেন তার জীবন্ত প্রেতমূর্ত্তি! মাথার বেখাপ্পা চুলগুলো বিশ্রী রুক্ষ, কঙ্কালসার দেহখানার

দিকে চাইলে করুণার চেয়ে ভয়েরই উদ্রেক হয় বেশী, খালি পা। ক্ষত-বিক্ষত, কপালের স্ফীত স্থানটায় শুকনো রক্ত জমাট বেঁধে আছে। পরণের বস্ত্র শতচ্ছিন্ন, অতি বড় দরিদ্রও এমন বিশ্রী পোষাক পরে না। কোটরগত চোখ দুটি দিয়ে জল ঝরে পড়ছে। পিতার পদতলে লুটিয়ে পড়ে মিস্ প্র বলে,—"আমায় ক্ষমা করুন বাবা!"

কন্যার মস্তক চুম্বন ক'রে মিঃ চট্ মিস্ প্রকে উঠিয়ে নিতে নিতে বলেন,—"পাগলী মা আমার!"

মিঃ ঘো এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মত নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে পিতাপুত্রীর মিলন-দৃশ্য দেখছিলেন একদৃষ্টে। মিঃ চটের আহ্বানে তাঁর চমক ভাঙে। "কি বন্ধু। দূরে দাঁড়িয়ে কেন? এখনো কি সন্দেহের ঘোর তোমার কাটেনি?"

লজ্জিত মিঃ ঘো ধীরে ধীরে মিঃ চটের কাছে এগিয়ে এলেন, লজ্জাজড়িতকণ্ঠে বললেন,—"আমায় ক্ষমা কর বন্ধু!"

উত্তরে মিঃ চট্ বন্ধুবর মিঃ ঘো'কে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন, দু'জনের চোখেই তখন আনন্দাশ্রু দেখা দিয়েছে।

"এস মা, আমার জীবনদাতার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই"—বলে মিঃ চট্ অদূরে দণ্ডায়মান মিঃ কো'কে ইঙ্গিতে ডাকলেন। "বন্ধু! ইনিই আমার কন্যা মিস্ প্র ও ইনি আমার বন্ধু বিশ্ববিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মিঃ ঘো।"

বুল এতক্ষণ নীরবে সবার মুখের দিকে মিট্ মিট্ ক'রে চাইছিল, এবার ধীরে ধীরে মিস্ প্র'র পায়ের কাছে এগিয়ে এসে লেজ নাড়তে লাগলো। মিস্ প্র হাসতে হাসতে

এই অদ্ভুত জন্তুটিকে কোলে তুলে নিয়ে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর কর্ত্তে লাগলো।

এর পর মিঃ বটের আবিষ্কৃত বড়ির সাহায্যে জলযোগ সম্পন্ন ক'রে উভয় পক্ষই সমস্ত ঘটনা পরস্পরের নিকট ব্যক্ত করলেন।

* * * * *

পূর্ণ দুটি দিন হ'লো মিঃ ঘো সেই যে ঘুমন্তপুরীর সাধারণ পাঠাগারে আশ্রয় নিয়েছেন—আজও বেরোননি। সে ঘরে এখন সকলের প্রবেশ নিষেধ। মিস্ প্র শুধু দু'-একবার অতি সন্তর্পণে গিয়ে ঘুরে এসেছে। মিঃ ঘো নানা পুরাতন পুঁথির মাঝে ধ্যানস্তিমিত নয়নে আত্মভোলা হ'য়ে গবেষণায় ব্যস্ত। কোন-দিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। আবিষ্কারের মোহ তাঁকে উন্মাদ করেছে—পাগল করেছে। এত বৎসরের পুরাতন পুঁথি তিনি কোনদিন চোখেও দেখেননি আর দেখবার কোনদিন কল্পনাও করেননি। পুঁথির কি আর সংখ্যা আছে—অসংখ্য, গণে ফুরোণ যায় না।

একদিন মিস্ প্র পিতা ও পিতৃবন্ধু মিঃ কো'কে সঙ্গে নিয়ে ঐ পাতালপুরীটা ঘুরে দেখছে কিন্তু তৃপ্ত হ'তে পারছে না। মিঃ ঘো সঙ্গে না থাকায় বেড়িয়ে তার আনন্দ হচ্ছে না। সব কিছুই তাদের চোখে নূতন, অজানা। অজানাকে জানবার আগ্রহ ও ইচ্ছা কার না হয়! প্রত্নতত্ত্ববিৎ মিঃ ঘো এই সব পুরাতন জিনিষের হয়তো অনেকগুলিকেই চেনেন! পুরাতন সবকিছুকে জানবার আগ্রহ মিস্ প্র-র সবচেয়ে বেশী।

পুরাতনকে যাঁরা ঘৃণার চোখে দেখেন মিস্ প্র তাঁদের মধ্যে একজন নয়।

নূতন জায়গা নূতন দেশ—সবকিছুই নূতন। একখানা ঘরেই এঁরা থাকবার ব্যবস্থা করেছেন। তিনজনের সমবেত চেষ্টায় ঘরখানি এখন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—বেশ বাসোপযোগী। মিস্ প্র নিয়েছেন ঘরখানিকে সুসজ্জিত করার ভার। পাতাল-পুরীকে ফুলের দেশ বলা যায়। রঙবেরঙের গন্ধভরা সুন্দর ফুলে মিস্ প্র ঘরখানি সুসজ্জিত ক'রে রেখেছে। আশ্চর্য্য এই যে, ফুলগুলি দু'-এক দিনে মলিন হ'তে জানে না। মিস্ প্র কিন্তু রোজ ফুল তোলে আর পুরাতন ফুলগুলি ফেলে দিয়ে নূতন ফুলে ঘর সাজায়।

সেদিন ভোরবেলা।

হঠাৎ মিস্ প্র-র ঘুম ভেঙ্গে গেল। কে যেন গুণ গুণ ক'রে আবার মাঝে মাঝে অপেক্ষাকৃত জোরে গান গাইছে। ভোর-বাতাসে সে গানের সুর দিক হ'তে দিগন্তরে স্বচ্ছন্দভাবে ভেসে যাচ্ছে। গায়কের কণ্ঠ অতি সুমধুর,—তানলয়বিবর্জ্জিত নয়। শুয়ে শুয়ে শুনতে বেশ লাগে, কেমন একটা স্নিগ্ধ বিহ্বল আবেশে সারা মনপ্রাণ ভরে ওঠে। মনে হয়—এ গান যেন আর না থামে।

কিন্তু কবিত্বের নেশা টুটতে দেরী হয় না। আনন্দের পরিবর্ত্তে ভয়ের জড়তায় আচ্ছন্ন হয় মিস্ প্র-র সারা অন্তর। এমন নিঝুম নিস্তব্ধ ভোরে কে এমন মধুর গান গায়,—এ কার কণ্ঠস্বর! জনহীন বিরাট প্রান্তরে কে এ অশরীরী জীব!

মানুষ ছাড়া এমন মধুর কণ্ঠস্বর আর কার থাকতে পারে ? কোথা থেকে—কোন্ দিক থেকে সুরটা ভেসে আসছে ? মিস্ প্র কাণ পেতে শোনে, মনে হয় যেন এ সুরের উৎপত্তিস্থল মিঃ ঘো-র লাইব্রেরী।

গবেষণায় নিযুক্ত মিঃ ঘো কি পড়াশোনা কর্ত্তে কর্ত্তে গান গাইছেন ? কিন্তু—কিন্তু তিনি কি গান জানেন ? কৈ—গান গাইতে তো তাঁকে কোনদিন শোনা যায়নি। তবে কি—তবে কি মিঃ ঘোর কোন অমঙ্গল ঘটলো ! প্রত্নতত্ত্ববিদের পক্ষে কি গান গাওয়া সম্ভব !

দিশাহারা উন্মাদিনীর মত মিস্ প্র সমস্ত ভয়ের অতীত হ'য়ে ছুটে যায় পাঠাগারের দিকে। মিঃ ঘো অর্থাৎ 'কু'কে সে সত্যই খুব ভালোবাসে। কু-র অমঙ্গল আশঙ্কাই তাকে টেনে নিয়ে যায়, মিঃ চট্ বা মিঃ কোকে ডাকবারও তার অবসর হয় না। উন্মুক্ত দরজা দিয়ে দূর থেকে আলোর ক্ষীণ রেখা দেখা যায়। ও কি—কে যেন ঘরের মধ্যে নৃত্য কচ্ছে।

মিস্ প্র যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি দরজার সামনে গিয়ে হাজির হয়। Good God !! এও কি সম্ভব ! মিঃ ঘো গবেষণা ছেড়ে দিয়ে নৃত্যসহকারে গান গাইছেন। বাঃ, কণ্ঠটি সত্যই সুমধুর ! কিন্তু এ সত্য না স্বপ্ন ! অথবা মিঃ ঘো গবেষণা করতে করতে পাগল হ'য়ে গেলেন ! এতক্ষণ যে মিস্ প্র এসে তাঁর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে—তাও তিনি লক্ষ্য কচ্ছেন না, এমনি বিহ্বল আত্মহারা হ'য়ে তিনি নাচগানে মত্ত। উঃ

কি আনন্দ! আনন্দ—বিশ্বজয়ী উল্লাস যেন তাঁর চোখমুখ দিয়ে উপচে পড়ছে।

আর থাকতে না পেরে মিস্ প্র বেশ জোরেই ডাকে,—"Hallo কু—কু!"

কে কার কথায় কান দেয়! মিঃ ঘো আপনাতে আপনি মত্ত। কি যেন একটা বহুমূল্য জিনিষের সন্ধান তিনি খুঁজে পেয়েছেন। পাওয়ার আনন্দে তিনি আজ উন্মাদ।

মিস্ প্র ছুটে গিয়ে মিঃ ঘোকে দু' হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে। মিঃ ঘো প্রস্তরমূর্ত্তির মত ক্ষণেকের তরে দাঁড়িয়ে থেকে মেঝের বুকে মূর্চ্ছিত হ'য়ে লুটিয়ে পড়েন। মিস্ প্র-র শুশ্রূষায় খুব শীঘ্রই তাঁর চৈতন্য ফিরে আসে। 'কু'—'কু'। আমি এসেছি।"

ঈষৎ সুস্থ হ'য়ে মিঃ ঘো ক্ষীণকণ্ঠে বললেন,—"কে—কে তুমি? ও—তুমি!"

"আপনি নাচগানে এত মেতেছিলেন কেন কু? আপনার মুখে গান তো কখন শুনিনি। আপনি গান জানেন?"

একগাল হেসে মিঃ ঘো বললেন,—"জানতাম না মা, তবে আজ জেনেছি। আজ যে আমার কি আনন্দ তা তো আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না মা।"

"কিসের জন্য এত আনন্দ কু?"

আনন্দের আতিশয্যে মিঃ ঘো আবার লাফ দিয়ে ওঠেন। এত আনন্দ যে তাঁর মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। বললেন,—"আজ আমি এমন জিনিজ আবিষ্কার করেছি যাতে তোমার বাবার নাম চির-অক্ষয় চির-অমর হ'য়ে জগতের ইতিহাসে

স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হ'য়ে থাকবে। আমি—আমিই তাঁকে সে পথের সন্ধান দেবো। দেখবে—? এই সেই বই! এই বইয়ের মধ্যে লেখা আছে,—কেমন ক'রে প্রাণহীন মানুষকে প্রাণশক্তি প্রদান করা যায়।"

অবাক-বিস্ময় নেত্রে মিস্ প্র মিঃ ঘো-র মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। প্রাণের আবেগে মিঃ ঘো কত কথাই না বলে যান!

ভোরের আলো ধীরে অতি ধীরে ছড়িয়ে পড়ে পাতালপুরীর সারা গায়ে। আবছা আঁধার দূরে সরে যায়। উদীয়মান দিনমণির ঈষৎ রক্তিমাভ ছটায় আলোকিত হয় পাতালপুরীর প্রতিটি কক্ষ। সে আলোকে পুলকিত হয় বিকশিত কুসুমনিচয়। মায়াপুরীর জীর্ণ .পরিত্যক্ত বাড়ীঘর রাস্তাঘাট ও বনভূমির ওপর দিয়ে বহে যায় বিপুল আনন্দ-উৎস।

"ভিতরে আসতে পারি মিঃ ঘো?"—প্রশ্নকর্ত্তা হচ্ছেন মিঃ চট্, আর তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে মিঃ কো।

"নিশ্চয়ই—না!" বলেই ছোট্ট ছেলের মত মিঃ ঘো হো হো ক'রে হাসতে লাগলেন।

"কবি হ'লেও আমি আপনাকে আজ এমন একটা বৈজ্ঞানিক তথ্যের সন্ধান দিতে পারি যা এই জগতে আমার 'কু' ছাড়া আর কেউ আপনাকে দিতে পারবে না, আর এটাও সত্যি যে আমি না বলতে বললে 'কু'ও আপনাকে বলবে না।" বলতে বলতে মিস্ প্র পিতাকে কক্ষের মধ্যে হাত ধরে টেনে নিয়ে এলো। অবিশ্বাসের হাসি

হেসে মিঃ চট্ বললেন,—"কি এমন তথ্য যে পাগলী যা—"

"যা পাবার জন্য আপনার চিন্তার অন্ত নেই এবং যা পেলে আপনি সবচেয়ে বেশী সুখী হন। কিন্তু আমার মা বলবার অনুমতি না দিলে আমি তো বলতে পারবো না বন্ধু!" বলে মিঃ ঘো মিস্ প্র-র দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখেন। তাঁর চাউনির অর্থ হচ্ছে—'কেমন, ঠিক বলেছি কিনা!'

বিস্ময়ে অভিভূত মিঃ চট্ বলেন,—"কৈ—এমন তো কোন—"

তাঁর কথা মধ্যপথে অসমাপ্তই থেকে যায়।

'চাচা—আপনা পেরাণ বাঁচা' পন্থা অবলম্বন ক'রে কি মিঃ চট্ তাঁর অমন সুন্দর মানুষ তৈরীর পরিকল্পনাটা ভুলেই গেলেন!

এইবার মিঃ কো-কে উদ্দেশ ক'রে মিঃ চট্ বলেন,—"এই—এই সেই পরিকল্পনা মিঃ কো! কেমন, মনে পড়েছে? আমার গবেষণাগারে জীবন্ত মানুষ গড়ে উঠবে—বুঝেছ?"

একখানি অতি পুরাতন জরাজীর্ণ শতচ্ছিন্ন পুঁথি তুলে ধরে মিস্ প্র বললেন,—"আর এই সেই বই—যার মধ্যে লুকিয়ে আছে মানুষের প্রাণশক্তি। এই সঞ্জীবনীমন্ত্রের আবিষ্কারকই হচ্ছেন আমার 'কু'!"

এ্যাঁ—একথা কি সত্যি!—মিঃ চট্ যেন জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখছেন। একথার উত্তরে মিঃ ঘো এগিয়ে এসে মিঃ চটের সহিত হস্তমর্দ্দন করেন অর্থাৎ 'সন্দিহান হয়ো না বন্ধু'—এই কথাটাই বুঝিয়ে দেন।

মিঃ চট্ তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বইখানা সানন্দে মিস্ গ্র-র হাত থেকে নিয়ে আকুল আগ্রহে পাতার পর পাতা উলটে যান কিন্তু সে ভাষা বোঝা তাঁর সাধ্যাতীত, তাই যেন ঈষৎ হতাশ হ'য়ে বইখানা আবার মিস্ গ্র'র হাতেই ফিরিয়ে দেন। "এরি মধ্যে সব লেখা আছে।"—ঠিক যেন বিশ্বাস করতে তাঁর প্রাণ চাইছে না। মিঃ ঘো বললেন,—"বিশ্বাস কর বন্ধু, এই বইখানাই তোমায় তোমার চিরবাঞ্ছিত পথের সন্ধান দেবে।"

ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়ে মিঃ চট্ বললেন,—"তবে আর কেন বন্ধু! চল আমরা ফিরে যাই। এখানের কাজ তো আমাদের শেষ হ'য়েছে?'

গম্ভীরকণ্ঠে মিঃ ঘো বললেন, —"এখনো সময় হয়নি নিকট।"

* * * * *

লোভ মানুষের পরম শত্রু।

লোভের বশবর্ত্তী হ'য়ে মানুষ কি না হয় এবং কি না করে! মনুষ্যত্ববিবর্জ্জিত হ'য়ে মানব দানবে পরিণত হয়, পিশাচে পরিণত হয়। যশলোভে মানুষ হয় উন্মাদ, দিশেহারা। যশলোভে মিঃ কো-র মাথা কেমন খারাপ হ'য়ে যায়। জীবন্ত মানুষ তৈরী ক'রে মিঃ চট্ বিশ্বজোড়া নাম করবে! বিশ্ববিখ্যাত হ'য়ে ধরার বুকে অমর হ'তে কে না চায়? কেবল-ঐ বইখানার অধিকারী হ'তে পারলে যে কোন লোক মিঃ চটের মত চির-অমরত্ব লাভ করতে পারে। আমিই বা ছোট কিসে! মিঃ চট্ও মানুষ আর আমিও মানুষ। বইখানাকে

হস্তগত আমিই বা না করি কেন! এমন সুযোগ হেলায় হারান উচিত নয়, কারণ সুযোগ মানুষের জীবনে আসে খুবই কম। এরা দৈব অনুগ্রহে ধরায় পাঁচজনের মধ্যে একজন হ'য়ে সুখে স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকবে আর আমি কি চিরদিন পচামড়া কবরস্থ ক'রেই জীবন কাটাব। প্রাণ যখন ফিরে পেয়েছি তখন এবার বাঁচার মত বাঁচতে হবে। বইখানা যে কোন উপায়ে সরিয়ে এখান থেকে সরে পড়তে হবে। একবার গর্ত্তের বাইরে যেতে পারলে হয়, ব্যস তারপর আর আমায় পায় কে! কিন্তু এরাও গর্ত্তের বাইরে গেলে আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে অনেক বাধা। আচ্ছা, সে উপায়ও আমায় করতে হবে।

নিঝুম নিস্তব্ধ রজনী!

ঘনঘোর অন্ধকারে সমস্ত পাতালপুরী আচ্ছন্ন। পাথরের মত জমাটবাঁধা কঠিন নীরবতা সর্বত্র বিরাজমান, মাত্র একটা ক্ষুদ্র আলপিন পড়ার শব্দেও বুঝি বা স্তব্ধ পাতালপুরী ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়। বাতাসও বইছে সেদিন অতি সন্তর্পণে, ঠিক যেন চোরের মত। মায়ার কাজল, ঘুমের কাজল সবার চোখে পরিয়ে দিয়েছে কে যেন এক পাতালপুরীর মেয়ে।

মিঃ চটের শোবার ঘর থেকে একটি লোক অতি ধীরে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলো। তার আপাদমস্তক একটি কালো চাদর দিয়ে ঢাকা, শুধু শিকারী বাঘের মত তার হিংস্র অনাবৃত চোখ দুটি জ্বলছে। সে যেন চলেছে—একটা অমূল্য শিকারের সন্ধানে। ঘন অন্ধকার পথ বেয়ে সে ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছে মিঃ ঘোষ পাঠাগারের দিকে। দরজার সামনে নয়—পাশে এসে

সেই প্রেতমূর্ত্তি ক্ষণেকের জন্য দাঁড়িয়ে ঘরটার ভেতরের দিকে তীক্ষ্ণচোখে কি যেন লক্ষ্য করলে। ঘরের মধ্যে স্তিমিত আলোকে মিঃ ঘো কি একখানা পুঁথিতে গভীরভাবে মনঃসংযোগ করেছেন। আগন্তুককে তিনি লক্ষ্য করলেন না। আগন্তুক ক্ষিপ্রপদে ঢুকেই আলোটা নিভিয়ে দেয়। মিঃ ঘো অস্ফুট-স্বরে বললেন,—"যাঃ, আলোটাও নিভে গেল! বোধ হয় তেল ফুরিয়ে গেছে!"

অন্ধকারে বইখানা নিতে যেতেই হুড়মুড় ক'রে কতকগুলো বই সশব্দে পড়ে গেল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুকও পড়ে গেল ঐ বইয়ের স্তূপের মধ্যে।

মিঃ ঘো চীৎকার ক'রে উঠলেন,—"কে—কে—?"

আগন্তুক অতি ধীরে একখানি বই তুলে নিয়ে মিঃ ঘে-ার স্বর লক্ষ্য ক'রে ভীষণ জোরে ছুঁড়ে দেয়। লক্ষ্য ব্যর্থ হয় না। অন্ধকারের বুক চিরে মাত্র একটি করুণ আর্ত্তনাদ ধ্বনিত হয়—"উঃ"! সঙ্গে সঙ্গে মিঃ ঘো-র পতনের শব্দ শোনা যায়।

আগন্তুক একখানি বই চাদরের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে মিশে যায় নিবিড় অন্ধকারে।

ঝোপজঙ্গল ছোট ছোট খাদ প্রভৃতি অতিক্রম ক'রে অতি-কষ্টে আগন্তুক তার গন্তব্যস্থানের দিকে যতটা সম্ভব তৎপরতার সঙ্গে ছুটতে ছুটতে চলেছে। সারা গা তার কাঁটাগাছে চিরে রক্তাক্ত হ'চ্ছে, বড় গাছে মাথা ঠুকে ফুলে উঠছে, পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ছে আবার উঠছে; তবু তার চলার বিরাম নেই। পথিক যেন জীবন-মরণ পণ ক'রে পথ চলছে। প্রায় শেষ রাতে

আগন্তুক মিস্ প্র ও মিঃ ঘো-র সেই ঝুলন্ত কাচের ঘরটার কাছে এসে হাজির হয়। কিন্তু কার্য্যসিদ্ধির পথে বিঘ্ন অনেক। ঘরটার চাবি আছে মিঃ ঘো'র কাছে। তাড়াতাড়ি আসবার সময় সে কথা মোটে মনেই হয়নি। এখন উপায়? সকাল হওযাব সঙ্গে সঙ্গে সব জানাজানি হ'য়ে যাবে। বন্ধু হিসাবে মিঃ চট্ হয়তো ক্ষমা করতে পারে কিন্তু মিঃ ঘো? সে কিছুতেই ক্ষমা করবে না। হয়তো প্রাণে না মেরে এই পাতালপুরীতে আমায় ফেলে যাবে। উঃ, সে শাস্তি সহ্য করার চেয়ে প্রাণে মরা শতগুণে ভালো। তাইতো, চাবিটাও তো আর চুরি ক'রে আনবার সময নেই। যেতে যেতেই সকাল হ'য়ে যাবে। নাঃ, ফিরে যাওয়া আর কিছুতেই হবে না। আবার ফিরে গেলে ঠিক হাতে হাতে ধরা পড়ে যাবো। একবার সে ঘরটার মধ্যে ঢুকতে পার্লে হয। ঐ তো চারদিক ফরসা হ'য়ে এলো। ভাববারও আর সময় নেই। এখুনি দেখতে দেখতে চারদিকে ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়বে। ছিঃ ছিঃ, আমার নিজের ওপর নিজেরই ধিক্কার হচ্ছে। আমি একটা first class idiot! নাঃ, এমন নিশ্চেস্ট হ'য়ে দাঁড়িয়ে ভাবলে হবে না। একটা উপায়—, ওকি—। ঐ দূরে কারা ছুটে আসছে নয়? হ্যাঁ নিশ্চয়ই—দুটো অস্পস্ট মূর্ত্তি ক্রমশঃই ঝড়ের গতিতে এদিকেই এগিয়ে আসছে। এই জনশূন্য পুরীতে মানুষ কোথা থেকে এলো! তবে কি—তবে কি—ওরা এরি মধ্যে টের পেয়েছে।

আগন্তুক ক্ষিপ্রপদে ঘরটার চারপাশ ঘুরে এলো। নাঃ, ভিতরে প্রবেশ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ঐ তো—ঐ তো ওরা এসে

পড়েছে। কি করি কি করি—জানালাটা খোলা বলে মনে হচ্ছে নয়?

ধাক্কা দিতেই জানালাটা খুলে গেল। ভোরের আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল মিঃ কো একলাফে ভিতরে প্রবেশ করলেন।

মিঃ কো টেলিফোনে ওপরে জানাবামাত্র যখন ঘরখানি শূন্যে বিদ্যুৎগতিতে উঠে যেতে লাগলো তখন মিঃ চট্ ও তাঁর কন্যা মিস্ প্র ঘরখানির দিকে হতাশ নয়নে চেয়ে নীচে দাঁড়িয়ে হাঁকাচ্ছেন।

মিঃ চট্ সেইখানেই মাথায হাত দিয়ে বসে পড়লেন। মিস্ প্র পিতাকে অনেক সান্ত্বনা দিলে কিন্তু তিনি পাথরের মূর্ত্তির মত নিশ্চল, নীরব। মুক্তির আর কোন উপায় নেই জেনে হতাশায় তাঁর বুকখানা ভেঙ্গে গেছে। বিশ্বস্ত বন্ধু যে এমন বিশ্বাসঘাতকের কাজ করতে পাবে তা তিনি জীবনে কোনদিন কল্পনাও করেননি। অথচ একথাও ঠিক যে মিঃ কো-র অনুগ্রহেই তিনি প্রাণ ফিরে পেয়েছেন, প্রতিমুহূর্ত্তে মরণের মুখ থেকে তাঁকে ফিরিয়ে এনেছিলেন মিঃ কো। সেই বিশ্বাসী বন্ধু কি এমন কসাইয়ের কাজ করতে পারে! মিঃ চট্ যেন নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছেন না। জানালা দিয়ে যে কাচের ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়লো সত্যিই কি সে তাঁর জীবন-দাতা মিঃ কো—না আর কেউ! উঃ, মানুষের দ্বারা সবই সম্ভব।

মিস্ প্র বললেন,—"ফিরে চলুন বাবা। কু হয়তো কোন মুক্তির উপায় উদ্ভাবন করতে পারবেন।"

হতাশার সুরে মিঃ চট্ বললেন,—"আর মুক্তি! আচ্ছা চল্ মা ফিরেই চল্!"

* * * *

মিস্ প্র ও মিঃ চট্ গিয়ে দেখলেন—মিঃ ঘো একখানি বই বগলে নিয়ে বিপুল আনন্দে নৃত্য কচ্ছেন। ছিঃ, এই কি নাচবার সময়! বদ্ধ পাগল আর কাকে বলে! ইনি আবার উদ্ভাবন করবেন—মুক্তির উপায়! রাগে দুঃখে মিঃ চট্ কর্কশকণ্ঠে বললেন,—"ওদিকে যে ঘরখানি সমেত পাখীটি উড়ে গেল? সে খেয়াল আছে?"

মিঃ ঘো স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন,—"তা যাক্, কিন্তু বন্ধু আসল জিনিষ সে ফেলে গেছে। ভুল ক'রে সে নিয়ে গেছে একখানা বাজে বই, আসল বই—এই আমার হাতে!

মুহূর্ত্তে মিঃ চট্ মুক্তির কথা ভুলে গেলেন। উল্লাসভরা কণ্ঠে বললেন,—"বটে! কৈ দেখি—?"

* * * *

মিঃ ঘো বললেন,—"দেখে তুমি তো কিছু বুঝবে না বন্ধু! বইখানা যে ভাষায় লেখা তা তোমার জানা নেই, তার চেয়ে শোন এই পাতালপুরীর পশ্চিম কোণে একটা গহ্বর আছে। সেই গহ্বরের মধ্যে নেমে গেছে একটা লোহার শিকলের সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি বেয়ে আপাততঃ আমাদের যাত্রা করতে হবে, তবে মিলবে তোমার অভীষ্ট বস্তু—যার সাহায্যে তুমি প্রাণহীন মানুষকে প্রাণশক্তি দান করতে পারবে। বইখানার মধ্যে সব কিছুই লেখা আছে,—বইখানাই হবে আমাদের পথনির্দ্দেশক।

উঠে পড়—আর বসে ভাববার সময় নেই। আসল বস্তু সংগ্রহ ক'রে আবার ফিরে যাবার উদ্যোগ করতে হবে।"

মিঃ চট্ বললেন,—"ফিরে যেতেই যদি না পারা যায় তবে ও বস্তু কষ্ট ক'রে সংগ্রহ করায় কি লাভ?"

লাভ হয়তো কিছুই নেই তবে কোনদিক থেকে কোনকিছু লোকসান আছে বলেও তো আমার মনে হয় না, আর ফিরেই যে যাওয়া যাবে না একথাই বা তোমায় কে বললে? আর একান্তই যদি ফিবে না যাওয়া যায় তাতেই বা ক্ষতি কি? তুমি তখন লক্ষ লক্ষ মানুষ সৃষ্টি ক'রে বিরাট নগর গড়ে তুলবে।"

বিমর্ষমুখে মিঃ চট্ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—"তুমি একটি বদ্ধ পাগল! চল কোথায় যেতে হবে!"

মিস্ প্র তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। বড়ির সাহায্যে মাসখানেকের আহার সমাধা ক'রে মিঃ চট্, মিঃ ঘো ও মিস্ প্র গহ্বর অভিমুখে যাত্রা করলেন।

দু'দিন পথ চলার পর তাঁরা সেই নির্দ্দিস্ট গহ্বরের নিকট উপস্থিত হ'লেন। পথে দু'একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল কিন্তু সে সব মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। মিঃ চটের পায়ের দুটি আঙ্গুল, মিঃ ঘো-র বাঁ হাতের ক'ড়ে আঙ্গুলটি স্থানচ্যুত হ'য়েছে। খুব সম্ভব রাত্রে ঘুমবার সময় কোন পোকা-টোকায় কেটে নিয়ে গিয়ে থাকবে। মিস্ প্র-র শরীর কিন্তু সম্পূর্ণ অক্ষত।

এ যাবৎ 'বুল' কিন্তু এদের সঙ্গ ছাড়েনি। মিস্ প্র এখন 'বুল'কে আদর ক'রে মিঃ বুল বলেই ডাকেন। এ দুটি দিন 'বুল' এদের সঙ্গেই সমানে পথ চলছে। বুলকে গহ্বরের

মধ্যে কেমন ক'রে নিয়ে যাওয়া হবে—এই হলো সবার চিন্তা। বুলই করলে এ চিন্তার সমাধান, সে সকলের আগেই চেন বেয়ে নীচে নামতে আরম্ভ করলে। পর পর সকলেই নীচে নামতে আরম্ভ করলেন। তিনজনের হাতেই মশাল। একটা মাত্র জ্বালা হ'য়েছে, তাতেই গুহা আলোয় আলো। কিন্তু—এ তো বড় বিপদ হ'লো!, চেনের সিঁড়ি সারা দিনরাত নেমেও যে ফুরান যায় না। হাত পা সকলেরই অবশ, অসাড় হ'য়ে এলো। সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়েই তাঁরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে নিয়ে আবার নামা সুরু করলেন। প্রথম মশালটি এবার নির্ব্বাপিতপ্রায়, কাজেই দ্বিতীয় মশাল জ্বালা হ'লো। নামার বিরাম নেই—ওদিকে অফুরন্ত সিঁড়িটাও যেন শেষ হ'তে জানে না। নিরুপায়—! এখন ওপরদিকে ওঠাও অসম্ভব আবার নীচে নামাও ক্ষমতাসাপেক্ষ। হাতে পায়ে সব খিল ধরেছে, চেনটা শক্ত ক'রে ধরে দাঁড়িয়ে থাকবারও শক্তি নেই। সকলেরই শরীর কাঁপছে। পা হাত ফুলে উঠে ব্যথায় টন টন কচ্ছে। মাংসপেশীগুলোর ভিতর যেন হাজার বৃশ্চিক একসঙ্গে দংশন কচ্ছে। মিস্ প্র-ই প্রথম কাঁপতে কাঁপতে নীচে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বুলও লাফিয়ে পড়লো ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন অতল গহ্বরে। তারপর পড়লেন মিঃ চট্। হাতের মশালটা নীচে ফেলে দিলেন মিঃ ঘো। মশালের আলোয় দেখা গেল—গহ্বরের তলদেশ অতি সন্নিকট। মিঃ ঘো ধীরে ধীরে নেমে এলেন। বন্ধু ও বন্ধুকন্যার শুশ্রূষা

করার মত অবস্থা মিঃ ঘোর ছিল না। তিনিও তাদের পাশে বালির বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

* * * * *

সবারই প্রায় একসঙ্গে ঘুম ভাঙালে। মশাল তখন নিভে গেছে। প্রলয়ের ঘন অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন। চেন বেয়ে ওপরে ওঠা ছাড়া এখন আর অন্য পথ নেই। অথচ শুধু হাতে ফিরে যেতেও কারুর ইচ্ছা নেই, এদিকে চেন থেকে অন্ধকারে দূরে সরে গেলেও বিপদ। চেন যদি খুঁজে না পাওয়া যায় তাহ'লে অন্ধকার গর্ত্তে পড়ে মরা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সবার কোমরেই দড়ি জড়ান ছিল। সেই দড়িগুলো একসঙ্গে বেঁধে একগাছা লম্বা দড়ি করা হ'লো। দড়িটার একপ্রান্ত চেনে আর একপ্রান্ত মিঃ ঘোর কোমরে বাঁধা হ'লো। অন্ধকারে হাতড়িয়ে একটা গুহা পাওয়া গেল। এই গুহাটার কথা পূর্ব্বোল্লিখিত বইয়ে লেখা আছে। প্রথমে মিঃ ঘো', তারপর মিস্ প্র ও তৎপশ্চাতে মিঃ চট্ দড়ি ধরে সেই গুহায় প্রবেশ করলেন। গুহারও যেন শেষ নেই আর ওদের পথ চলারও বিরাম নেই! আন্দাজে বোঝা গেল যে গুহাটার শাখা-প্রশাখার অন্ত নেই। বইখানা মিঃ ঘো-র কাছে থেকেও কোন কাজে লাগছে না। বইখানার মধ্যে ম্যাপের সাহায্যে পথ নির্দ্দেশ করা আছে কিন্তু অন্ধকারে কিছুই যে দেখা যাচ্ছে না! বরাতের ওপর নির্ভর ক'রে যে গুহাটা তাঁরা সামনে পেলেন, সেইটার মধ্য দিয়েই এগিয়ে চলেছেন।

রাত কি দিন বোঝবার উপায় নেই। পরিশ্রান্ত শরীর

নিয়ে আর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তাঁরা সেইগুহার মধ্যেই শুয়ে পড়লেন। খাওয়ার বালাই নেই, মিঃ বটের আবিষ্কৃত বড়িকে ও সেই সঙ্গে মিঃ বটকে ধন্যবাদ।

বিপদ একা আসে না। বিপদের উপর বিপদ। মিঃ ঘো ঘুম থেকে উঠে দেখলেন যে, দড়িটা – হয় মাঝপথে কোথাও ছিড়ে গেছে আর নয় দুটো দড়ির সংযোগস্থলের গ্রন্থি খুলে গেছে। যাক্ ফিরে যাবার পথটাও এবার পরিপূর্ণভাবে বন্ধ হ'যে গেল।

সকলকে ঘুম থেকে তুলে বইখানা বগলে নিয়ে মি ঘো আবার অগ্রসর হ'লেন। বেশ কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ এক ঝলক আলো দূর থেকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই নির্জ্জন নিস্তব্ধ চির অন্ধকার গুহা প্রকম্পিত করে তাঁরা সমস্বরে উল্লাসধ্বনি করে উঠলেন। উঃ কি বিপুল আনন্দ। সবারই দৃষ্টি যেন একসঙ্গে ফিরে এলো। দূর থেকে মনে হ'ল যেন একটা বিরাট প্রাঙ্গণ অনিন্দসুন্দর উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত। কিন্তু ঐ আলোকের উৎস কি ঐ প্রাঙ্গণ অথবা অন্য কিছু! তাড়াতাড়ি সকলেই উৎসাহ সহকারে ঐ প্রাঙ্গণের দিকে এগিয়ে চললেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য। পথ যে কিছুতেই ফুরাতে চায় না! আর আশায় আশায় কত চলা যায়? অন্ধকারের রাজ্য ছেড়ে এখন আলোর সীমানাতেও আসা গেল না। বিরক্ত হ'লে পথের দূরত্ব কমে না, চলেই সে দূরত্বটুকু কমিয়ে আনতে হয়। চলতে চলতে তারা আলোর সীমারেখা ধারে এসে পড়ে। আঁলোয় বইখানা খুলে ধরে মিঃ ঘো

সাফল্যের আনন্দে উল্লসিত হ'য়ে ওঠেন। মিস্ প্র-র পিঠ চাপড়িয়ে বলেন,—"রু। আমরা ঠিক জায়গায় এসে পড়েছি। গত যুগের 'আরব্য উপন্যাসের' কাহিনীর মত আমাদের এই অভিযান অলৌকিক এবং আশ্চর্য্য। কে যেন আমাদের হাত ধরে এই দুর্গম পথ দিয়ে অভীষ্টসিদ্ধির স্থানে নিয়ে এলো। এইবার—"

বাধা দিয়ে মিঃ চট্ বললেন,—"এইবার মৃত্যু! যত সব পাগলের পাল্লায় পড়ে—"

"পাগল আমি—না তুমি নিজে! সিদ্ধি কি তোমার লেবরে-টরীর টেস্ট টিউবের মধ্যে আপনা আপনি গিয়ে হাজির হবে। সাধনা নইলে সিদ্ধি অর্জ্জন হয় না বন্ধু। ও কি, একা একা এগিয়ে যাচ্ছো কোথা? খবরদার, আর এক পাও এগিয়ো না।" বলেই মিঃ ঘো মিঃ চটের পথ রোধ ক'রে দাঁড়ালেন।

বিস্ময়ভরা নেত্রে মিঃ চট্ বললেন,—"তার মানে?"

দূরে আঙ্গুল দেখিয়ে মিঃ ঘো বললেন,—"ঐ আলোকিত প্রাঙ্গণের মাঝখানে কোন কিছু দেখতে পাচ্ছো? খুব ভালো ক'রে লক্ষ্য কর। কি দেখছো—?"

মিঃ চট্ বললেন,—"কি যেন একটা দুলছে? ঐ দোদুল্য পদার্থের মাথার ওপর জ্বলছে একটা উজ্জ্বল আলো।"

মিঃ ঘো বললেন,—"ঐ উজ্জ্বল আলোই আমাদের অভীষ্ট বস্তু, আর ঐ দোদুল্য পদার্থই হ'চ্ছে আমাদের জীবন্ত শমন।"

মিস্ প্র বললে,—"আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না, রু! বাবাকে এগিয়ে যেতে নিষেধ কচ্ছেন কেন?"

মিস্ প্রকে উদ্দেশ ক'রে মিঃ ঘো বললেন,—"সব কথা তো এখন বুঝিয়ে বলবার সময় নয় মা! শুধু শুনে রাখো—ঐ উজ্জ্বল আলোটি আর কিছুই নয়—সাপের মাথার মাণিক। ঐ বিষধর সর্পটিকে মেরে ওর ঐ মাথার মাণিকটি আমাদের হস্তগত করতে হবে। খুব সাবধান, একটু জানতে পারলে আমাদের একজনকেও আর জীবন্ত ফিরে যেতে হবে না।"

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে মিস্ প্র বললে,—"ওর দাঁতে এত বিষ!"

উত্তরে মিঃ ঘো শুধু একটু হাসলেন। মিঃ চটের অবিশ্বাসী মন বড়ই সন্দিগ্ধ! তাই তিনি কতকটা উপহাস বা অবজ্ঞার সুরেই বললেন,—"মরেছি না মরতে আছি! অতঃপর কিং কর্ত্তব্যম্ মিঃ ঘো?"

মিঃ ঘো চাপা সুরে বললেন,—"খুব আস্তে, সাপটা যেন একটু সজাগ হ'য়েছে বলে মনে হয়! কর্ত্তব্য—? আমাদের কর্ত্তব্য এখন এই গুহার অন্তরালে আত্মগোপন ক'রে সাপটাকে লক্ষ্য করা। যে মুহূর্ত্তে সাপটা মাথার মাণিক মাটিতে নামিয়ে একটু দূরে সরে যাবে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আমরা তিন দিক থেকে তিনখানা পাথর দিয়ে মাণিকটা ঢেকে দেবো।' তারপর ধূলা-বালি দিয়ে এমনভাবে পাথরের ফাটলগুলো বন্ধ করবো যেন একটুও আলো বাইরে না আসে। ব্যস, তাহ'লেই আমাদের অভিলাষ সিদ্ধ হবে। কিন্তু মনে থাকে যেন—খুব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে হুঁসিয়ার হ'য়ে আমাদের কাজ করতে হবে, প্রাণের মায়া

করলে সব পণ্ড হবে। তোমরা বাপ বেটীতে একটু বিশ্রাম কর, আমি ঠিক সময়ে তোমাদের তৈরী হ'তে বলবো।

মিস্ প্র বললেন,—"মাণিকটা ঢাকা দিলে সব যে অন্ধকার হ'য়ে যাবে কু!

"তাই তো আমরা চাই মা। অন্ধকারে মাণিক- হারা সাপ মণির শোকে প্রাণত্যাগ করবে। সহজে যদি না মরে তখন আমরাই তাকে সাহায্য করবো যথাসম্ভব সত্বর মৃত্যুকে বরণ করতে।"

অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় মিঃ চট্ বললেন,—আচ্ছা, তাও না হয় বুঝলাম, কিন্তু তোমার ঐ সাতরাজার ধন মাণিকটি এতকষ্টে আহরণ ক'রে হবে কি?"

ঈষৎ হেসে মিঃ ঘো বললেন,—"ওরই ভিতর লুকিয়ে আছে তোমার সৃষ্ট প্রাণহীণ মানুষের উদ্দম প্রাণশক্তি। এই বইয়ের মধ্যে লেখা আছে যে, সূর্য্যালোক নিয়ন্ত্রিত ক'রে যেমন মানুষের নানাবিধ দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় করা হয় ঠিক সেইরূপ ঐ মাণিকের আলোক বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিয়ন্ত্রিত ক'রে প্রাণহীন মানুষকে জীবন্ত করা যায়। অবশ্য বইখানাকে তোমার বিশ্বাস না হয় তো বলবার আমার কিছুই নেই।"

মিস্ প্র বললেন,—"বইখানাকে বিশ্বাস না ক'রে উপায় নেই কু! ঐ বই-ই এ যাবৎ আমাদের চালনা ক'রে নিয়ে এসেছে। ওর প্রত্যেকটি কথার সত্যতা আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছি।

মিঃ চট্ বললেন,—"বেশ, ফলেন পরিচীয়তে। কিন্তু—"

মিঃ ঘো বললেন,—চুপ্! ঐ দেখ সাপটা মাথা থেকে

মাণিক নামিয়ে রেখে বোধ হয় খাদ্য অন্বেষণে যাচ্ছে। এই উপযুক্ত অবসর। পাথর তুলে নিয়ে ঠিক আমার পাশাপাশি এসো। কেউ কোন কথা বলো না। আমাদের নিঃশ্বাসের শব্দও যেন না সাপটার কানে যায়। ওয়ান্—টু—থ্রি—Come on!"

মিঃ ঘোর সঙ্কেতমত মাণিকটা পাথর ও ধূলাবালি দিয়ে ঢেকে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাপটা কি ভীষণ আর্ত্তনাদ ক'রে ছুটে এলো। মনে হ'লো যেন প্রলয়ের ঘন অন্ধকারে ধ্বংসোন্মুখ জগৎ কম্পিত হচ্ছে। ধূলা ও বালির ঝড়ে দিগদিগন্ত সমাচ্ছন্ন। কর্ণপটাহভেদী বজ্রনির্ঘোষে চতুর্দ্দিক ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত, পাছে পাথর ও ধূলিবালি সরে গিয়ে মাণিকের আলো দেখা যায় তাই তাঁরা প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন দিয়ে পাথরের ওপর বুকদিয়ে শুয়ে পড়লেন। সাপটা বোধ হয় আন্দাজ ক'রে পলকের মধ্যে ঠিক ঐ স্থানেই ছুটে এলো। এক পাশ হ'য়ে দাঁড়াবার জন্য তিনজনেই উঠে দাঁড়ালেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সাপটা মারলে প্রবল বিক্রমে একটা ছোবল। সে ছোবল গিয়ে পড়লো মিস্ প্র-র মাথায়।

"উঃ মা গো,"—বলার সঙ্গে সঙ্গে মিস্ প্র-র সংজ্ঞাহীন দেহ লুটিয়ে পড়লো মণিকঢাকা ঐ পাথরেরই বুকে।

আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে সাপটির ভবলীলা সাঙ্গ করতে মিঃ চট্ট ও মিঃ ঘো-র দেরী হয় না। মরণোন্মুখ সর্পরাজের মুচ্ছাযাতেই ·পাথর সরে গিয়ে মাণিকের আলোয় চতুর্দ্দিক

আবার পূর্ব্বেরই মত আলোকিত হয়, মাণিকটির দিকে করুণ নয়নে চেয়ে নাগরাজ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

কন্যার সংজ্ঞাহীন দেহ কোলে নিয়ে মিঃ চট্ বলেন,—"কথা বল্ মা—কথা বল্। আমি মাণিক চাই না—আমি চাই তোকে!"

মরণের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে মিস্ প্র-র চৈতন্য ফিরে আসে। ক্ষীণ কণ্ঠে মিস্ প্র ক'টি কথা ব'লে নিস্তব্ধ হয়,—"কু। যে লতার সিঁড়ির সাহায্যে আমরা প্রথমে নামবো ঠিক করেছিলাম আর পরে যে সিঁড়িকে অকেজো ভেবে আমরা প্রত্যাখ্যান করি সেই সিঁড়ি ওপর থেকে ঝুলছে পাতালপুরীর উত্তর কোণে। আপনার মাণিক নিয়ে সেই সিঁড়ির সাহায্যে বাড়ী ফিরে যান। সেখানে মাণিক পড়ে আছে ঠিক তার তলায় আমায় কবর দিন। ছিঃ বাবা, কেঁদো না। বিশ্বের উপকারে আমি আমার জীবন দিতে পেরেছি—এইটাই তো আমার সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা—শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। তবে এবার আসি কু।—বি-দা-য়।"

মৃত কন্যাকে সজোরে বুকে চেপে ধরে মিঃ চট্ হু-হু ক'রে কেঁদে উঠলেন। মিঃ ঘো-রও ধৈর্য্যের বাঁধ এবার ভেঙে গেল, শ্রাবণের ধারাসম অশ্রুবাদল নেমে এলো তাঁর গণ্ড বেয়ে।

মিঃ চট্ আক্ষেপ ক'রে বললেন,—"আমি তোমার মাণিক চাই না বন্ধু, তুমি তার বিনিময়ে আমার কন্যাকে ফিরিয়ে দাও।"

জড়িতকণ্ঠে মিঃ ঘো বললেন,—"উতলা হ'য়ো না বন্ধু, ধৈর্য্য ধর।"

মিঃ চট্ বললেন,—"যে জিনিষের প্রাণহীন দেহে প্রাণশক্তি

দান করবার ক্ষমতা আছে নিশ্চয়ই সে জিনিষ মৃতদেহে প্রাণ-সঞ্চার করতে পারে! দোহাই তোমার বন্ধু! আমি বিশ্ববিখ্যাত হ'তে চাই না তুমি অনুগ্রহ ক'রে আমার কন্যার প্রাণ ফিরিয়ে দাও! আমি তোমাদের সভ্যজগতে ফিরে যেতে চাই না। কন্যাকে ফিরে পেলে আমি এই নির্জ্জন অন্ধকার গুহায় জীবনের শেষ ক'টা দিন হাসিমুখে কাটিয়ে দেবো! ভগবানের শপথ,—আমায় বিশ্বাস কর বন্ধু! তোমার মাণিক তুমিই নাও.—ওতে আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই!"

চোখের জল মুছতে মুছতে মিঃ ঘো বললেন,—"তোমায় সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার নেই! তবুও বলি—অবুঝ হ'য়ো না বন্ধু! শোন,—প্রাণহীন আর মৃতের এক অর্থ করলে এ ক্ষেত্রে মহাভুল করা হবে। প্রাণহীন মানে যার প্রাণ কোনদিন ছিল না, আর মৃত অর্থে প্রাণ যার একদিন ছিল কিন্তু আজ আর নেই। মৃতের প্রাণ ফিরে দেবার অধিকার আর যার থাক—এই মাণিকের নেই। এই মাণিক শুধু প্রাণহীনের প্রাণদান করতে পারে!"

মিঃ চট্ নীরবে অশ্রুপাত করতে লাগলেন। শোকের বেগ ঈষৎ প্রসমিত হ'লে দুই বন্ধু নীরবে অশ্রুসজল চোখে মিস্ প্র-কে কবরস্থ ক'রে তার আত্মার সদ্গতির জন্য কবরের পাশে নতজানু হ'য়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করলেন।

মিস্ প্র-র অতি সাধের অতি আদরের মিঃ বুলের কথা এতক্ষণ কারুর মনে ছিল না। শোকমুহ্যমান মূক প্রাণী মিঃ বুলের দুঃখ কিন্তু বর্ণনাতীত। মিস্ প্র-র কবরের চারদিকে

সে ঘুরে বেড়ায়, তারপর কবরের একদিকে চুপ ক'রে বসে থাকে।

মিঃ ঘো বললেন,—"চল বন্ধু! এবার আমরা ফিরে যাই!"

মিঃ চটের অবারিত অশ্রু বাধা মানে না। কাঁদতে কাঁদতে মিঃ চট্ বললেন,—"এ স্থান ছেড়ে যেতে প্রাণ যে আমার চায় না মিঃ ঘো! কোন্‌মুখে আমি আবার পৃথিবীর বুকে ফিরে যাবো ভাই!"

মি: ঘো সজলচক্ষে বললেন,—"পিতাকে উদ্ধার করতে এসে যে কন্যা নিজেকে বিসর্জ্জন দিলে—তার অন্তিম বাসনা পূর্ণ করা কি পিতার কর্ত্তব্য নয় মিঃ চট্। শুধু তাই নয়, যাবার সময় সে আমাদের হারাণ পথেরও সন্ধান দিয়ে গেছে। ওঠ বন্ধু! আর বিলম্ব ক'রো না।"

যাবার বেলায় কবরের দিকে চেয়ে মিঃ চট্ বালকের মত উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠলেন। মিঃ ঘো নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করতে করতে বন্ধুর হাত ধরে মাণিকের আলোকে গুহাপথে অগ্রসর হলেন। বলা বাহুল্য মিঃ বুলও বারবার পিছন ফিরে কবরের দিকে চাইতে চাইতে এঁদের অনুসরণ করে।

পাতালপুরীতে ফিরে আসতে বিলম্ব হয় না। রাত্রিটা পাতালপুরীতে কাটিয়ে পরদিন প্রত্যূষে সেই পরিত্যক্ত লতার সিঁড়ির সাহায্যে এঁরা ওপরে উঠতে আরম্ভ করেন প্রথমে মিঃ ঘো, মধ্যে মিঃ চট্ ও শেষে মিঃ বুল্। অবশ্য বইখানা আর মাণিকটা সঙ্গে নিতে ওঁরা ভোলেননি।

"জীবন্ত মানুষ"

নিম্নলিখিত সংবাদটি "Go-on" পত্রিকায় দেখা গেল—
মিঃ চট্ ও তাঁর সৃষ্ট জীবন্ত মানুষ।

মিঃ চটের আমরা দীর্ঘজীবন কামনা করি।

কিছুদিন পূর্ব্বে মিঃ কো পাতালপুরী হ'তে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে সাধারণে প্রকাশ করেছিলেন যে মিঃ ঘো, মিঃ চট্ ও তদীয় কন্যা মিস্ প্র সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন কিন্তু সে কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। মিঃ চট্ ও মিঃ ঘো সশরীরে অতিকস্টে প্রত্যা-বর্ত্তন করেছেন। বিশ্বের মঙ্গলার্থে মিস্ প্র প্রাণদান করেছেন। কি কারণে মিঃ কো ঐ মিথ্যা সংবাদ সর্ব্বসাধারণে প্রকাশ করেছিলেন আমরা শীঘ্রই তার সঠিক বিবরণ পত্রিকায় প্রকাশ করে কূটচক্রীর মুখোস খুলে দেবো।

বর্ত্তমানে মিঃ চট্ তাঁর গবেষণাগারে রক্তমাংসের দেহধারী জীবন্ত মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মানুষগুলো অদ্ভুত! তাদের ভাষা সম্পূর্ণ দুর্ব্বোধ্য! সবার ভাষা এক নয়। প্রায় সবকটি সৃষ্ট মানুষই কথা কয় বিভিন্ন ভাষায়। তারপর—ঐ মানুষগুলো অত্যন্ত কদাকার, কল্পনাতীত কুৎসিত! তাদের দিয়ে কোন কাজ করান প্রায় অসম্ভব। ভাষা না বোঝার ফলে কাজের পরিবর্ত্তে তারা শুধু অনর্থের সৃষ্টি করে। মিঃ চটের বন্ধু, বিশ্ব-বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মিঃ ঘো বলেন যে, মিঃ কো-র দ্বারা অপহৃত

পাতালপুরীর গ্রন্থাগারের সেই বইখানির মধ্যে সৃষ্ট মানুষকে এক ভাষা দিবার তথ্য লিখিত আছে। ওঁদের সংগৃহীত পুস্তকখানিই প্রথম খণ্ড এবং মিঃ বো-র দ্বারা অপহৃত বইখানিই ঐ বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ড। যাই হোক মিঃ যো ঐ সব সৃষ্ট মানুষের মুখে এক ভাষা দেবার চেষ্টা করছেন।

সৃষ্ট মানুষ সম্বন্ধে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে মিঃ চট্ বলেন—Hopeless !!